নন্দন-কানন—৯ম ।

গৈবী খুন !

ভয়াবহ খুনের গুহ্য-তদন্তমূলক বিচিত্র উপন্যাস

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ।

বসুমতী ।

মূল্য ৸৹ আনা মাত্র ।

১৩২৪ ।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বসুমতী ইলেকট্রো-মেসিন প্রেস
গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বসুমতী পুস্তক বিভাগ
১১৫।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ওয়াণ্ডারিং জু! অভিশপ্ত য়িহুদী!

ঠাকুরবাড়ীর দপ্তর

১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড রয়েল ৮০০ পৃষ্ঠা।

ইহাই সেই প্রসিদ্ধ নবন্যাস!

সুলভ মূল্য ২৲ টাকা।

ডাঃ মাঃ ৴৹।



গৈবী খুন

প্রথম রঙ্গ

এক নারী, দুই নর।

ইউরোপে একটী সুপ্রসিদ্ধ নগরের সহরতলীতে একখানি সুবিচিত্র পোষাকের দোকান। অনেকগুলি সুন্দরী সুন্দরী দরিদ্র-কুমারী সেই দোকানের কিঙ্করী। তাহাদের মধ্যে একটীর নাম লুসী। দোকানদারের প্রিয়পাত্রী বলিয়া লুসী একটী সুন্দর ঘাগ্‌রা উপহার পাইয়াছিল। লুসী স্বভাবতঃ সুন্দরী, সেই ঘাগ্‌রাটী পরিধান করিলে তাহাকে আরও অধিক সুন্দরী দেখাইত। কিঙ্করীর সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি দোকানদারের লাভের হেতু হইয়াছিল। ঘাগ্‌রা পরিলে বেশী সুন্দরী দেখায়, ইহা বিবেচনা করিয়া

সেখানকার অনেক বিবি সেই ঘাগ্‌রা খরিদ করিবার জন্য প্রতিদিন দোকান-ঘরে ভিড় করিত। তাহাতেই দোকানদারের খরিদ্দার বাড়িয়াছিল।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর কুমারী লুসী দোকান হইতে বাহির হইয়া ব্রিক্সটন রোডে হাওয়া খাইয়া বেড়াইত। একদিন রাত্রি আটটার সময় অভ্যাস-মত সে ভ্রমণ করিতেছে, রাস্তায় কতকগুলা কমলা-লেবুর খোসা পড়িয়াছিল, তাহাতে পা পিছ্‌লাইয়া লুসী পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়, পশ্চাৎ হইতে দুটী লোক আসিয়া তাহাকে ধরে, তাহাতেই পড়িয়া যায় নাই।

লোক দুটীর মধ্যে এক জনের নাম উইলিয়ম, দ্বিতীয় জনের নাম চার্‌লস্‌। লুসী তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিল, পথিমধ্যেই তিন জনে বন্ধুত্ব হইল। ঐ দুই ব্যক্তি নগরীমধ্যে কেরাণীগিরি কার্য্য করিত, উভয়েই এক বাসায় থাকিত, তাহাদের দুইজনের সাপ্তাহিক বেতন তিন পাউণ্ড।

রাস্তায় দেখা হইবার পর অবধি প্রতিদিন রবিবার সন্ধ্যাকালে লুসী তাহাদের বাসায় চা খাইতে যাইত; নানাপ্রকার গল্প চলিত, হাস্য-কৌতুক হইত, কিন্তু প্রণয়াভাসের কোন প্রসঙ্গ উত্থিত হইত না। দিনকতক এই রকম চলে, এক রবিবার চার্‌লস্‌ তাহার একজন বন্ধুর সহিত সন্ধ্যার পর দেখা করিতে গিয়াছিল, বাসায় উইলিয়ম একাকী ছিল, সেই সময় লুসী গিয়া উপস্থিত হয়। বলিয়া রাখা উচিত, সেই কুমারী চার্‌লস অপেক্ষা উইলিয়মকে বেশী ভালবাসিয়াছিল; উইলিয়ম একাকী আছে দেখিয়া লুসী ভারী খুসী হইল। চা খাওয়া আরম্ভ হইল, সঙ্গে সঙ্গে গল্প; এক বিষয়ের এক-ঘেয়ে গল্প নহে, পাঁচরকম নূতন নূতন গল্পের সঙ্গে একটু একটু রঙ্গরস চলিতে লাগিল।

এই বাসায় সুন্দরী লুসীর বেশী আদর; উইলিয়ম তাহাকে আদর করিয়া বৃহৎ একখানা ইজী চেয়ারে বসাইয়াছিল; গল্প করিতে করিতে সে একবার উঠিয়া সেই চেয়ারের পশ্চাৎ হইতে লুসীর মস্তকটী একটু ঘুরাইয়া লইয়া দুই কপোলে দুটী চুম্বন করিল।

মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া লুসী বলিল, "কেন তুমি চুম্বন করিলে?"

দ্বিতীয়বার চুম্বন করিয়া উইলিয়ম সেই প্রশ্নের উত্তর দান করিল।

কুমারী লুসী চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল, মুখখানি রক্তবর্ণ হইল, উন্নত স্তনদ্বয় কাঁপিতে লাগিল; কিছু বলিবে বলিবে মনে করিতেছিল, মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, ঠিক সময়ে চার্‌লস সেই গৃহে পুনঃ প্রবেশ করিল; কোন কথাই বলা হইল না।

দশ মিনিট পরে লুসীকে সঙ্গে লইয়া উভয়ে রাস্তায় বাহির হইল, ঠিকানায় রাখিয়া আসিল। লুসী সুন্দররূপ কাজকর্ম্ম করে, ভাল ভাল পোষাক বিক্রয় করে, সেই খাতিরে কারখানা-বাড়ীতেই তাহার শয়নঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া কুমারী সর্ব্বপ্রথমে দেয়ালের কাছে দাঁড়াইল, দেয়ালে একখানি দর্পণ ছিল, সেই দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন করিল; দর্পণখানি বৃহৎ নহে, অতএব সর্ব্বাঙ্গ দেখা গেল না, কটিদেশ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল; আপনাকে রূপবতী দেখিয়া মনে মনে গর্ব্ব আসিল; দর্পণে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, মুখখানি বেশ দেখাইতেছে, ঠোঁট দুখানি কাঁপিতেছে, নিজের ওষ্ঠ নিজে চুম্বন করিবার অভিলাষে বিলাসিনী কামিনী দর্পণের উপরেই চুম্বন করিল। উইলিয়মের চুম্বনে যেরূপ আরাম বোধ হইয়াছিল, নিজের চুম্বনে সেরূপ সুখবোধ হইল না; কুমারী কিছু ক্ষুণ্ণ হইল।

দিন যায়; রবিবারের পর ছয় দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, আবার রবিবার আসিল। সন্ধ্যার সময় চা খাইতে যাইবার পূর্ব্বে লুসী আপন মনে ভাবিতে লাগিল, বিলি* হয় ত আমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, সে ইচ্ছা না থাকিলে চুম্বন করিয়া লজ্জা পাবে না কেন? দ্বিতীয়বার চুম্বন করিল কেন? বোধ হয়, বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে। আমিও

---

* উইলিয়ম শব্দের দ্বিতীয় উচ্চারণ বিলিয়ম। রসিকা রমণীরা বিলিয়মগুলিকে বিলি বলিয়া আদর করে; সম্বোধনে বিল্।

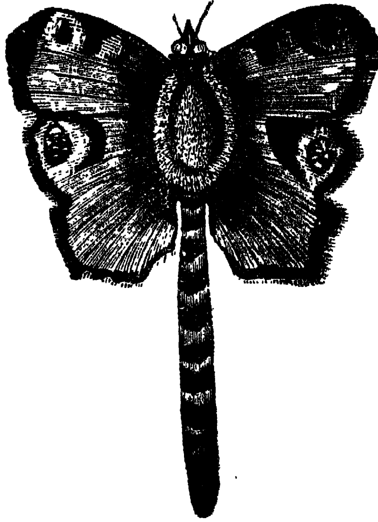
তাহাকে ভালবাসিয়াছি; কিন্তু কি করিয়া বিবাহ হয়? এখানকার কেরাণীরা যে রকম বেতন পায়, তাহা আমি জানি, সে রকম সামান্য বেতনে একজনেরই কষ্টে চলে, পরিণীত জীবনে স্ত্রী-পুরুষের কিছুতেই চলিতে পারে না, তবে কিরূপে সে আমাকে বিবাহ করিবে? বিবাহ হইলে আমি আর চাকরী করিব না, কাজে কাজেই চাকরী ছাড়িতে হইবে, তখনকার উপায় কি? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল, লুসী তখন বেশ-ভূষা করিয়া বন্ধুদের বাসায় চা খাইতে চলিল।

পথেও তাহার চুম্বনের চিন্তা। উইলিয়মের চুম্বনের পূর্ব্বে আর কেহ তাহাকে কখনও চুম্বন করে নাই, সেই জন্য নূতন চুম্বনের আস্বাদ পাইয়া তাহার মন টলিয়া গিয়াছিল, দর্পণে চুম্বন করিয়াছিল, আশা পরিতৃপ্ত হয় নাই।

কেরাণীদের বাসায় বিলাসিনী কুমারী উপস্থিত হইল। সে দিনও চার্লস্ উপস্থিত ছিল না। সহরে তাহার কি একটা কার্য্য ছিল, বাসায় ফিরিয়া আসিতে রাত্রি অধিক হইবে, এই কথা বলিয়া গিয়াছিল। উইলিয়ম একাকী। লুসীকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার মুখে হাস্যতরঙ্গ ক্রীড়া করিল। রসিক নাগরেরা বুঝিবেন, বাহিরে হাস্য-তরঙ্গ, অন্তরে প্রেম-তরঙ্গ।

চা খাওয়া হইল। সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিবার নিমিত্ত উইলিয়ম একবার বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব করিল, কুমারী সম্মত হইল। ব্রিক্সটন রোডে ট্রামগাড়ী চলে, লুসীকে লইয়া উইলিয়ম ট্রামগাড়ীতে উঠিয়া দূরবর্ত্তী উপবনের দিকে গমন করিল; গাড়ী হইতে নামিয়া উপবনের একপ্রান্তে নবীনতৃণদলের উপরে উভয়ে উপবেশন করিল; চারিদিকে তরুলতা, স্থানটী নির্জ্জন, অথচ রমণীয়। সুন্দরীর কটিদেশ বেষ্টন করিয়া নবীন নাগর উইলিয়ম তাহাকে বারংবার চুম্বন করিল, একটী একটী করিয়া সুন্দরীর কর্ণে প্রেমের কথা শুনাইল; সুন্দরীও মৃদুমধুরবচনে সকল কথার উত্তর দিল। রাত্রি যখন নটা, তখন পুনর্ব্বার ট্রামগাড়ীতে আরোহণ করিয়া তাহারা

উপনগরে ফিরিল ; লুসীকে কারখানা-বাড়ীতে রাখিয়া উইলিয়ম আপন বাসায় চলিয়া গেল।





দ্বিতীয় রঙ্গ।

বর হইবে কে ?

এক মাস অতীত হইল, লুসীর সহিত উইলিয়মের ভালবাসা বাড়িতে লাগিল। চার্লসকেও লুসী ভালবাসে, কিন্তু ততটা নয়। প্রতি রবিবার তিনজনে একসঙ্গে চা খায়, একসঙ্গে গান করে, মাখামাখি ভাব হইয়াছে, অনুমান করিয়া তাহা বলা যায়, কিন্তু কেহই বিবাহের কথা বলে না। উইলিয়ম জানে, বেশী টাকা আয় না হইলে বিলাতে বিবাহ করিতে নাই। চার্লস তাহার আফিসে কম টাকা পায় বটে, কিন্তু তাহার একটা আসা আছে, সময়ে একটা দাঁও জুটিতে পারে। উইলিয়মের সে আশা নাই।

এক রজনীতে দুইটী বন্ধু আপনাদের শয়নঘরে বসিয়া গল্প করিতেছিল, কথায় কথায় চার্লস বলিল, "ভাই রে। আমার কপাল ফিরিয়াছে, আমার সেই পিসীটী মরিয়া গিয়াছেন। তিনি যে উইল করিয়া গিয়াছেন, সেই উইলে লেখা আছে, "আমি তিন হাজার পাউণ্ড পাইব; তাঁহার ঘরের জিনিসপত্র, গরু-বাছুর ও গাড়ী-ঘোড়া বিক্রয় করিয়া যাহা হইবে, তাহাও আমি পাইব। সেই সকল টাকা পাইলে বিবাহ করিতে আমার

মন হইবে। কুমারী লুসী আমাদের উভয়ের মধ্যে কাহাকে বেশী ভালবাসে, তাহা এখন জানিতে পারা যায় নাই। তাহার মনের ভাব অগ্রে জানিতে না পারিলে তাহাকে কোন কথা বলা হইবে না। আগামী কল্য আমি মফঃস্বলে যাইব, পিসীর জিনিসপত্রগুলি বিক্রয় করিয়া আমার প্রাপ্য টাকাগুলি লইয়া আগামী রবিবার সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমি এখানে ফিরিয়া আসিব। একটী কথা তোমাকে বলিয়া রাখি। ইতিমধ্যে যদি লূসীর সঙ্গে তোমার দেখা হয়, কত টাকা আমি পাইয়াছি, সে কথা তাহাকে বলিও না, আমি নিজেও এখন তাহাকে সে কথা বলিব না। অগ্রে তাহার মন পরীক্ষা করিব, টাকার আশা না রাখিয়া আমাদের মধ্যে কাহাকে সে পছন্দ করে, অগ্রে তাহা জানিব, তৎপূর্ব্বে টাকার কথা তাহাকে বলা উচিত বিবেচনা করি না। তুমি কি বল?"

উইলিয়ম বলিল, "আমিও তাই বলি। তুমি টাকা পাইয়াছ, সে কথা এখন আমি তাহাকে বলিব না।"

রাত্রের পরামর্শ ঐ পর্য্যন্ত। প্রভাতে উঠিয়া চার্‌লস্ মফঃস্বলে যাত্রা করিল, সেই দিন সন্ধ্যাকালেই উইলিয়ম উত্তম পোষাক পরিয়া লুসীকে লইয়া ট্রাম-কার আরোহণে বাগান অঞ্চলে বেড়াইতে গেল। গাড়ীর যে কামরায় তাহারা বসিয়াছিল, সে কামরায় তখন অন্যলোক ছিল না। গা ঘেঁসিয়া বসিয়া উইলিয়ম একটু হাসিয়া লুসীকে বলিল, "তোমাকে আমি কত ভালবাসি, এই দেখ, তাহা তোমাকে জানাইয়া দিতেছি।"

"লুসী বলিল, না,—না, এখন না,—এখানে না,—একটু সবুর কর।"

লুসী ভাবিয়াছিল, উইলিয়ম হয় ত গাড়ীতে বসিয়াই তাহাকে চুম্বন করিবে, তাহা ভাবিয়াই নিষেধ করিল। ভাব বুঝিতে পারিয়া উইলিয়ম হো হো করিয়া হাস্য করিল।

একটা বাগানের নিকট তাহারা গাড়ী হইতে নামিল, একটী বৃক্ষতলে

একখানি বেঞ্চ পাতা ছিল, সেই বেঞ্চের উপরে দুইজনে বসিল। অন্ধকার হইয়াছিল, দূরে দূরে গ্যাস জ্বলিতেছিল, নিকটে লোকজন ছিল না, লুসীকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া, গলা জড়াইয়া ধরিয়া, গুঞ্জনস্বরে উইলিয়ম বলিল, "আজ তোমাকে আমি একটী খোস-খবর দিব।"

মুখ উঁচু করিয়া চকিতনয়নে চাহিয়া লুসী জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম খোস খবর?"

উইলিয়ম হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, চার্লীর একটী পিসী আছে, তাহা কি তুমি জানো?"

সকৌতুকে লুসী বলিল, "কে?—সেই পেনী পিসী? সকলের সঙ্গে যে সর্ব্বদা ঝগড়া করে, সেই পিসী?"

উচ্চ হাস্য করিয়া উইলিয়ম বলিল, "না না না, সে নয়, আমাদের চার্লীর পিসী। সম্প্রতি সেই পিসী মরিয়াছে, উইল করিয়া গিয়াছে, চার্লী তিন হাজার পাউণ্ডের মালিক হইয়াছে।"

উদাসনয়নে চাহিয়া লুসী বলিয়া উঠিল, "অসম্ভব!"

উইলিয়ম বলিল, "অসম্ভব নয়, সত্য কথা। সেই টাকার বন্দোবস্ত করিবার জন্যই চার্লী আজ সেইখানে চলিয়া গিয়াছে। আগামী রবিবার আসিবে, আমি বোধ করি, তোমাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিবে। টাকার কথা এখন বলিবে না, তুমি তাহাকে ভালবাস কি না, অগ্রে সেইটী বুঝিবে।"

রোষভাব জানাইয়া উগ্রস্বরে লুসী বলিল, "পশু! কি ঘৃণিত চাতুরী!"

উইলিয়ম বলিল, "চাতুরীই বটে; টাকার কথা বলিবে না, বিবাহের কথা বলিবে! ভারী মিথ্যাবাদী! তবে কি জানো, আমি গরীব, আমাকে তুমি ভালবাসিয়াছ, তাহাও আমি বেশ জানি, কিন্তু চার্লী এখন তিন হাজার পাউণ্ডের মালিক, আমার ভাগ্যে তিনহাজার শিলিং কখনও জুটিবে না।"

লুসী বলিতেছিল, "সে কি তবে বিবেচনা—"

মুখের কথা লুফিয়া লইয়া উইলিয়ম বলিল, "তাহার বিবেচনায় কিছুই হইবে না, তোমার বিবেচনার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর। চার্লী রেসমের কুঠাতে চাক্‌রী করে, তাহা তুমি অবশ্যই জানো, পিসীর বাড়ী যাইবার পূর্ব্বে সে তাহার মনিবকে ঐ টাকার কথা বলিয়াছিল। মনিব বলিয়াছে, সেই টাকা কুঠাতে জমা দিলে সে একজন অংশী হইতে পারিবে; হপ্তায় হপ্তায় আপাততঃ পাঁচ পাউণ্ড করিয়া খরচ করিবে, কাজ বাড়িলে তাহার বৃত্তিও বাড়িবে।"

লুসী বলিতেছিল, "তাহার টাকাগুলি কি তবে——"

বাধা দিয়া উইলিয়ম বলিল, "অবশ্যই কারবারে খাটিবে। দুই হাজার তাহার মনিবের কুঠাতে জমা রাখিবে, বাকী এক হাজার তাহার নিজের হাতে থাকিবে। তুমি যদি তাহাকে বিবাহ করিতে রাজা হও, তবে সেই টাকা হইতে স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া লইয়া ঘর সাজাইবার আস্‌বাব খরিদ করিবে। আমি যেন দেখিতে পাইতেছি, তুমি আমার বন্ধু চার্লীর অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইবে। ছোট একটী দাসী রাখিবে, ভাল কাপড়, ভাল টুপীতে সেই দাসী-টীকে সাজাইবে, আমি যখন তোমার বাড়ীতে চা খাইতে যাইব, তখন সেই দাসীটী দরজা খুলিয়া দিবে।"

লুসী বলিল, "যাও, যাও, পাগ্‌লামী করিও না।"

উইলিয়ম বলিল, "তুমিও পাগ্‌লামী করিও না। হপ্তায় হপ্তায় পাঁচপাউণ্ড করিয়া খরচ করিলে চার্লী আর হাঁটিয়া বেড়াইবে না, তোমাকেও গাড়ী করিয়া লইয়া বেড়াইতে যাইবে! তুমি বেশ সুখে থাকিবে। এই বেলা পাকা পাকা ফল পাড়িয়া নাও, বসন্তের গোলাপফুল তুলিয়া নাও। রবিবার চার্লী আসিবে। তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে অমত করিও না।"

কুমারী লুসী গরীব হইলেও অনেক নাট্যশালায় নাট্যাভিনয় দর্শন করিয়াছে, গীতাভিনয় শ্রবণ করিয়াছে, কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিয়াছে, নাটকের

নায়িকাদের মত ভঙ্গী দেখাইয়া সে গম্ভীরবদনে বলিল, "তুমি কেন নিজে আমাকে বিবাহ করিবার কথা বলিতেছ না ?"

উইলিয়ম উত্তর করিল, "আগেই ত বলিয়াছি, আমি গরীব, তিন হাজার শিলিংও আমার ভাগ্যে জুটিবে না। একটা জামা কিনিয়াছি, এখনও তাহার মূল্য দিতে পারি নাই, আবার একটা না হইলেও চলিতেছে না. তোমাকে লইয়া আমি কি করিব ? কোথায় রাখিব ? কি খাওয়াইব ?"

একটু চিন্তা করিয়া লুসী জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি তুমি আমাকে চার্লীকে বিবাহ করিতে পরামর্শ দাও ?"

উইলিয়ম উত্তর করিল, " া দিয়া আর কি করি ? তুমি যদি তাহাকে বিবাহ না কর, তাহা হইলে আমি বুঝিব, তুমি পাগল।"

লুসী ধীরে ধীরে একখানি হস্ত পশ্চাদ্দিকে লইয়া গিয়া নিজ কণ্ঠ হইতে উইলিয়মের হস্ত সরাইয়া দিল ; উইলিয়ম বিস্মিত, লজ্জিত ও দুঃখিত হইল ;—বলিল, "ঠিক ! ভাল কার্য্যের এইরূপ পুরস্কার বটে "

লুসী প্রথমে কোন উত্তর করিল না ; অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। যদি সম্মুখদিকে চাহিয়া থাকিত, তাহা হইলে উইলিয়ম তাহার চক্ষে জল দেখিতে পাইত। সে জল তাহাকে দেখিতে দিবে না বলিয়াই কুমারী সাবধান হইয়াছিল। নেত্রমার্জ্জন করিয়া বেঞ্চ হইতে উঠিয়া সহসা পরিতপ্ত কুমারী অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলিল, "চল আমরা বাড়ী যাই।"

"আপনাকে অপরাধী বুঝিতে পারিয়া উইলিয়ম বলিল, "চল যাই।"

বৃক্ষচ্ছায়ায় অন্ধকারে দাঁড়াইয়া অভিমানিনী লুসী যুগলহস্তে উইলিয়মের কণ্ঠবেষ্টন পূর্ব্বক বলিল, "তুমি আমাকে চুম্বন কর।"

উইলিয়ম চুম্বন করিল। কম্পিতশরীরে কম্পিতকণ্ঠে লুসী বলিল, "বিল ! এই চুম্বন আমাদের শেষ চুম্বন।"

উইলিয়ম বলিল, কাজে "কাজেই শেষ।"

উভয়ে ট্রামগাড়ীতে উঠিল, ঠিকানায় গিয়া পৌঁছিল; পোষাকের কারখানার দ্বারদেশে উপনীত হইয়া উইলিয়ম পূর্ণ আগ্রহে লুসীর পাণিপীড়ন করিল; এত জোরে পীড়ন যে, কুমারীর হস্তে বেদনা লাগিল। অনুরাগিণী কামিনীরা সেরূপ বেদনা গ্রাহ্য করে না, লুসীও গ্রাহ্য করিল না; উইলিয়মের মূর্ত্তি ভাবনা করিতে করিতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।





তৃতীয়

বর হইল চার্লী।

রবিবার আসিল, চার্লীও আসিয়া পৌঁছিল, লুসীও আসিয়া জুটিল; তিন-জনে দস্তুরমত 'চা' খাইল। সেই সময় উইলিয়মের মনে হইল, একটা জরুরী টেলিগ্রাম পাঠাইতে হইবে। রবিবারে টেলিগ্রাফ আফিস বেশীক্ষণ খোলা থাকে না, অতএব মজ্‌লীস ত্যাগ করিয়া সে শীঘ্র বাহির হইয়া গেল। দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া একবার চার্‌লসের দিকে নয়ন ইঙ্গিত করিল, আর একধারে সরিয়া গিয়া লুসীর মুখের দিকেও চক্ষু টিপিয়া সেই-রূপ ইঙ্গিত করিল।

গৃহমধ্যে রহিল চার্লী আর লুসী। অবসর বুঝিয়া চার্লী বলিল, "তোমাকে আজ আমি একটী কথা বল্মিতে ইচ্ছা করি।"

কিছুই যেন বুঝিল না, সেই ভাবে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া লুসী বলিল, "ওঃ!"

চার্লস বলিল, "আমি অন্ধকারে ঢিল ফেলিব না; অগ্রে আমি জানিতে চাই, তুমি আমাকে ভালবাস কি না? আমাকে বিবাহ করিতে তোমার মন চায় কি না?"

লুসী প্রথমে কোন উত্তর করিল না। সেনাটকের অভিনয় জানিত, অভিনয়ের পদ্ধতিতে কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একপ্রকার মৃদুকণ্ঠে বলিল, "চার্লী! তুমি কি তামাসা করিতেছ কিংবা উহা তোমার অন্তরের কথা?"

চার্লী উত্তর করিল, "গুরুতর কথায় তামাসা চলে না, আমার অন্তরস্থ যন্ত্রের তার বাজিয়াছে, এমন সুর আর কখনো বাজে নাই!"

পুনর্ব্বার অভিনয়ের ভঙ্গীতে লুসী বলিতেছিল, "কিন্তু—কিন্তু—"

বাধা দিয়া চার্লী বলিল, "কিন্তু ছাড়িয়া দাও, স্পষ্ট জবাব কর;—হাঁ কি না?"

আবার অল্পক্ষণ মৌন থাকিয়া লুসী বলিল, "চার্লী! তুমি জানো,—অবশ্যই জানো, আমি তোমাকে ভালবাসি। ওঃ! কত ভালবাসি, তাহাও তুমি জানো।"

চেয়ার হইতে উঠিয়া, কুমারীর পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া, তাহার একখানি হস্ত ধারণ পূর্ব্বক চার্লী বলিল, "ও কথা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি না; মুখ্য কথা এই যে, তুমি আমাকে বিবাহ করিতে পার কি না?"

অন্য একপ্রকার ভঙ্গী দেখাইয়া লুসী উত্তর করিল, "না—না—না, ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।"

কতকটা আশ্বাস পাইয়া, টাকার গরমে চার্লী বলিল, "কেন করিব না? আমি এখন আর সে মানুষ নই, আমি এখন আর গরীব লোক নই, আমি এখন টাকার মানুষ; আমার পিসী মরিয়াছে, মৃত্যুকালে উইল করিয়া আমাকে তিন হাজার পাউণ্ড দিয়া গিয়াছে, সেই টাকা আমার হাতে আসিয়াছে; এখন আমি যাহা মনে করি, তাহাই করিতে পারি। আমাকে

বিবাহ করিতে তোমার যদি কোন আপত্তি থাকে, টাকার জোরে আমি তাহা খণ্ডন করিতে পারিব। টাকায় কি না হয়?"

লুসী বলিল, "টাকার কথা আমি বলিতেছি না, তুমি টাকা পাইয়াছ, সেই টাকায় তোমার সৌভাগ্যের উদয় হইবে, বিবাহ করিয়া টাকাগুলি নষ্ট করা উচিত হয় না। তবে যদি তুমি বিবাহ করিয়া সুখী হইবার আশা কর, তবে আমি সম্মত আছি। তুমি আমার স্বামী হইলে আমিও সুখী হইতে পারিব। আমাকে তুমি স্বার্থের দাসী মনে করিও না।"

কথা কহিতে কহিতে কুমারী একখানি রুমালে আপনার চক্ষু দুটী ঢাকিল, তখনি আবার রুমালখানি নামাইয়া লইয়া চার্লীর পার্শ্বে গিয়া বসিল, তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল; মনে মনে বলিল, "বিলির চুলগুলি বেশ নরম, ইহার চুলগুলো শক্ত শক্ত—খোঁচা খোঁচা।"

চার্‌লস্ বলিল, "লুসী! সত্যই আমি বলিতেছি, তোমাকে আমি সুখী করিব।"

লুসী বলিল, "তোমার টাকার লোভে আমি তোমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইতেছি না, আমার টাকা নাই; আমার যদি টাকা থাকিত, তাহা হইলে কল্যই আমি তোমাকে বিবাহ করিতাম। দেখিও, বিবাহ করিয়া তোমার উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করিও না।"

উভয়ে এইরূপ কথা হইতেছিল, এমন সময় গৃহমধ্যে সুগন্ধি ধূমরাশি প্রবেশ করিল, ম্যানিলা চুরুট খাইতে খাইতে উইলিয়ম আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়াই চার্লী আনন্দে বলিয়া উঠিল, "বিল! বিল! লুসী আমাকে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছে, তুমি অভিনন্দন কর।"

উইলিয়ম বলিল, "পরম আহ্লাদের বিষয়। তোমরা উভয়েই এই বিবাহে সুখী হও; ঈশ্বরের নিকট ইহাই আমার প্রার্থনা।"

রাত্রি কিছু বেশী হইল, লুসী বাসায় চলিল; সে রাত্রে চার্লী একাকী তাহাকে রাখিয়া আসিতে গেল, উইলিয়ম তাহাদের সঙ্গে গেল না। চার্‌লস

ফিরিয়া আসিবার পর দুই বন্ধুতে একত্র বসিয়া বিবাহ-সম্বন্ধে অনেক প্রকার কথোপকথন করিল।

দুই দিন গেল। বিবাহের দিন স্থির হইল। পুনর্ব্বার বলা উচিত, এ বিবাহের বর হইল চার্লী। নবপ্রণয়িনীকে যেখানে রাখিতে হইবে, অন্বেষণ করিয়া চার্লী তদুপযোগী একখানি বাড়ী ভাড়া লইল, ভাল ভাল আস্‌বাবপত্র খরিদ করিয়া বাড়ীখানি সাজাইল। সব ঠিকঠাক।

দুইটী বন্ধুতে এক বাসায় একটী ঘরে বাস করিত, সেই রাত্রে উহাদের একত্রবাসের অবস্থান ; চার্লীর অবিবাহিত অবস্থারও অবসান। উইলিয়মকে সম্বোধন করিয়া চার্‌লস বলিল, "ভাই! এখন অবধি আমাদের ছাড়াছাড়ি হইল, কল্য হইতে আমি স্বতন্ত্র বাস করিব, এখন বল দেখি, আমি তোমার কি উপকার করিতে পারি? সন্দেহ করিও না, কুণ্ঠিত হইও না, লজ্জা করিও না, যদি তোমার কিছু আবশ্যক থাকে, অকপটে আমাকে বল। তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, অনেক দিন একসঙ্গে ছিলাম, সাধ্যমতে তোমার কিছু উপকার করা আমার কর্ত্তব্য।"

উইলিয়ম বলিল, "যদিও তোমার কাছে আমার কিছু সাহায্য চাহিবার অধিকার নাই, কিন্তু আমার কিছু আবশ্যক হইয়াছে।"

চার্লী।—অসঙ্কোচে বল, কি আবশ্যক?

উইলি।—সে দিন অ্যারম হোটেলে যে লোকটার সঙ্গে আমাদের দেখা হইয়াছিল, যাহার নাম আর্করাইট, তাহার কথা তোমার মনে আছে?

চার্লী।—আছে। সেই কেতাবওয়ালা।"

উইলি।—হাঁ, সেই লোক। তাহার সহিত আমার অনেক দিনের আলাপ। কয় বৎসরের মধ্যে পুস্তক বিক্রয় করিয়া লোকটা অনেক টাকা করিয়াছে, খানকতক বাড়ীও করিয়াছে। এখন আর বেশী পরিশ্রম করিতে চাহে না। সে আমাকে বলিয়াছে, আমি যদি তাহার কারবারে দুই শত পাউণ্ড জমা দিতে পারি, তাহা হইলে সে আমাকে কারবারের

লাভের আড়াই আনা অংশ দিতে পারে। আমার টাকা নাই, তাহা তুমি জানো, তুমি যদি আপাততঃ দুই শত পাউণ্ড আমাকে ঋণ দাও, তাহা হইলে কার্য্যটী আমি পাই। তোমার এক ফার্দ্দিঙও নষ্ট হইবে না; প্রতি মাসের প্রথমেই বারো পাউণ্ড আমি তোমাকে পাঠাইয়া দিব, দুই শত পাউণ্ড শোধ করিতে দেড় বৎসরও লাগিবে না।

চার্‌লস দ্বিরুক্তি করিল না। সে বুঝিয়াছিল, লুসী উইলিয়মকেই ভালবাসিত, উইলিয়ম তাহার আশা ত্যাগ করাতে লুসী এখন তাহার হইয়াছে। উইলিয়ম তাহার উপকারী বন্ধু, ইহা স্মরণ করিয়া চার্লী তৎক্ষণাৎ দুইশত পাউণ্ডের একখানা চেক্ লিখিয়া দিল। উইলিয়ম তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিল।

পরদিন লুসীর সহিত চার্লীর বিবাহ হইয়া গেল। প্রধান সাক্ষী হইল উইলিয়ম। তিন জনেরই অতুল আনন্দ। নবদম্পতীর মঙ্গল কামনা করিয়া উইলিয়ম সেইখানে মনের সুখে মদ্য পান করিল। আনন্দক্ষেত্রে মদ্যপানের নাম বন্ধুলোকের স্বাস্থ্যপান। বিবাহের পর ,বর-কন্যার হনিমুন-যাত্রা। প্রেমামোদে এক পক্ষকাল হনিমুনে কাটাইয়া দম্পতী ফিরিয়া আসিল; চার্লী অধিক আগ্রহে আপন কার্য্যে মন দিল। যে কারবারে সে নিযুক্ত হইল, মার্শেলিস সহরে সেই কারবারের একটা শাখা আছে, চার্লীকে প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে একমাস সেইখানে থাকিতে হইবে, এইরূপ বন্দোবস্ত। সর্দ্দার অংশী প্রতি বৎসর শীতকালে এক মাস মার্শেলিসে বাস করে; সুতরাং কাহারও কিছু আপত্তি করিবার কারণ রহিল না।



চতুর্থ রঙ্গ

পুরাতন ভালবাসা।

নূতন কারবারে উইলিয়মের বেশ লাভ হইতে লাগিল। সে মধ্যে মধ্যে চার্লীর বাড়ীতে পান-ভোজন ও আমোদ-প্রমোদ করিয়া আইসে। বিবাহের পর লুসীর রূপ বাড়িয়াছে, লুসী বেশ মোটা-সোটা হইয়াছে, উইলিয়মকে দেখিয়া সে কেমন একরকম সকৌতুক নয়নভঙ্গী করিল। বিদায় হইবার সময় উইলিয়ম যখন লুসীর কর মর্দ্দন করে, তখন লুসীর হস্তের অঙ্গুরীতে আঘাত লাগিল; তাহার অঙ্গুলীতে নূতন বিবাহের নূতন অঙ্গুরী ছিল, অঙ্গুরীটী কিছু ছোট হওয়াতে মাংসের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল, সেই জন্যই করমর্দ্দনের সময় অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হইল, বেদনা পাইয়াও লুসী একটু হাস্য করিল।

সেই দিন অবধি উইলিয়ম ঘন ঘন লুসীর বাড়ীতে গতিবিধি আরম্ভ করিল। দুই তিন ঘণ্টা কাল বেশ আমোদ-আহ্লাদে কাটিয়া যায়। মদ চলে, কৌতুক চলে, আঁখি-ঠারাঠারিও চলে। চার্লী তাহা যেন দেখিয়াও দেখে না।

জুলাই মাস শেষ হইয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে মাসটী ফুরাইয়া গেল, আগষ্ট মাসের আরম্ভ। এই সময় চার্লীকে মার্শেলিস বন্দরে যাইতে হইবে। সংবাদ আসিয়াছিল, মার্শেলিসে তখন জ্বর-রোগের বড়ই প্রাদুর্ভাব, সেই জন্য চার্লী একাকী চলিয়া গেল, লুসীকে সঙ্গে লইল না। লুসীর প্রতি তাহার বিলক্ষণ বিশ্বাস, এক মাস একাকিনী থাকিলে তাহার চিত্ত বিচলিত হইবে, চার্লীর মনে সে সন্দেহ আসিল না। ফল কথা—লুসী যে কি জিনিস, চার্লী তাহা বুঝিতে পারে নাই, তাহাকে চিনিতেই পারে নাই।

বিবাহের পর হইতে লুসী অতিশয় মাতাল হইয়াছিল, হুইস্কির বোতল সম্মুখে না থাকিলে তাহার মন উড়ু উড়ু করিত, তাহার সহচরী ছিল হুইস্কি আর সোডা। বিবাহের পূর্ব্বে কাপড়ের দোকানে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী ছিল, এখন আর পরিশ্রম করিতে তাহার মন চায় না। স্বামী বিদেশে চলিয়া গেল, এক মাসের জন্য বিচ্ছেদ ঘটিল, সে বিচ্ছেদের ক্লেশটা লুসীর মনে আদৌ স্থান পাইল না, মদ খাইয়া আমোদ করিয়া, বেশ হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। একটা দাসী রাখিয়াছিল, তাহার উপরেই সমস্ত কার্য্যের ভার। লুসী বলিত, গৃহস্থেরা কুকুর পোষে, বাড়ীতে বদ্‌-লোক আসিলে কুকুরেরা ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকে; গৃহস্থকে যদি কুকুরের মত ডাকিতে হয়, তবে আর কুকুর রাখিবার কি দরকার? সেই সংস্কারে দাসীকে উদয়াস্ত খাটাইয়া হয়রাণ করিত, নিজে আরাম করিয়া বেড়াইত! বাস্তবিক মাতাল হইয়া অবধি লুসী বেজায় কুড়ে বনিয়া গিয়াছিল। স্বামী যখন বাড়ীতে ছিল, তখনও যেরূপ, এখনও সেইরূপ। নিজে কোন কার্য্যই করে না। সকালে বিছানা হইতে উঠিতে পারে না, বিছানায় শুইয়া শুইয়া হাজিরা খায়, বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে বিছানা পরিত্যাগ করে না। চার্লী তাহা দেখিত, কিন্তু কিছুই বলিত না। সে মনে করিত, এখন সুখের দশা, এখন আর নিজে পরিশ্রম করিবে

কেন? চার্লী এখন বিদেশে, লুসী এখন স্বাধীন, যাহা ইচ্ছা, তাহাই করে, আলস্য হইলেই মদ খায়।

এক সপ্তাহ অতীত। লুসী ভাবিতে লাগিল, "করা যায় কি? একা থাকা ভাল লাগে না, যেন মড়ার মতন হইয়া পড়িয়া থাকা অসহ্য। কেনই বা থাকিব? ভয় কি?" মদ খাইলেই ঐ ভাবনা আরও প্রবল হইত।

একদিন সে একখানা ক্ষুদ্র পত্র লিখিল। কাহাকে লিখিল, পাঠক মহাশয় এখনি তাহা বুঝিতে পারিবেন। পত্রে লেখা রহিল ——

"প্রিয়তম বিল! আমি একাকিনী, কিছুই ভাল লাগে না। তুমি শীঘ্র আইস।—তোমার লুসী।"

পত্রখানা সে নিজেই ডাকঘরে লইয়া গেল, টেলিগ্রামের মত শীঘ্র পৌঁছাইবে বলিয়া মাসুলের উপর আরও তিন পেনী মূল্যের টিকিট চড়াইয়া দিল।

সেই পত্র প্রাপ্ত হইয়া উইলিয়মের মন টলিল। সে ভাবিতে লাগিল, এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করা উচিত। লুসী একাকিনী, সে আমাকে ডাকিতেছে, কেন আমি যাইব না? তাহার বিবাহ হইয়াছে, আমার তাহাতে কি? আমি তাহাকে ভালবাসি, সে আমাকে ভালবাসে, বিশেষতঃ সেখানে গেলে আশ মিটাইয়া হুইস্কি খাইবার বিলক্ষণ সুবিধা হইবে। অবশ্যই আমি যাইব হুইস্কি মদিরায় উইলিয়ম নিত্য আসক্ত, কিন্তু মেয়েমানুষে হুইস্কির গন্ধ আঘ্রাণ করে, সেটা সে আসলেই ভালবাসিত না; কিন্তু লুসী হুইস্কি ভিন্ন থাকে না, তাহা জানিয়াও উইলিয়মের বিরাগ জন্মে নাই।

সেই আরম হোটেলের একজন পরিচারিকা প্রেমের ফাঁদ পাতিয়া উইলিয়মকে ধরিয়াছিল, উইলিয়ম তাহার পিরাতে পড়িয়াছিল, এক মাসের মধ্যে গোপনে তাহাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। সেই পরিচারিকার নাম পলী।

লুসী যেমন অপব্যয় করে, পলী তেমন করে না। মিতাচারের সেবা করিয়া পলী দুই শত পাউণ্ড সঞ্চয় করিয়াছিল। একটা নূতন কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য তাহার চারি শত পাউণ্ড দরকার। নিজের ছিল দুই শত, আর দুই শতের অভাব। উইলিয়মের কাছে সে দুই শত পাউণ্ড চায়, চক্ষুলজ্জার খাতিরে উইলিয়ম তাহা দিতে স্বীকার করে; এক পক্ষের মধ্যে দিবার কথা, এক মাস হইয়া গেল, দিতে পারিল না; তাহার টাকা ছিল না, পলী তজ্জন্য তাহাকে তিরস্কার করে। উইলিয়ম ভাবিয়া আকুল।

ঠিক সেই অবসরে লুসীর নিমন্ত্রণপত্র আইসে। উইলিয়ম ভাবিল, শুভসংঘটন; লুসীর কাছেই দুই শত পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ করিবার সুবিধা হইবে। ইহা স্থির করিয়াই সে সেই দিন লুসীর বাড়ীতে যাত্রা করিল। দ্বারে আঘাত করিবামাত্র লুসী স্বয়ং আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল, উইলিয়ম প্রবেশ করিল, পুনরায় দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া লুসী তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। প্রথম কথা—লুসী বলিল, "বিল! তুমি আসিয়াছ, বড়ই খুসী হইয়াছি। তুমি আসিবে বলিয়া আমার দাসীটাকে আজ রাত্রের জন্য ছুটী দিয়াছি।"

বিমর্ষবদনে উইলিয়ম ধীরে ধীরে বলিল, "আমার মনে বড় অসুখ।"

কোলে উঠিয়া বসিয়া এক হস্তে তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া লুসী জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম অসুখ?

উইলিয়ম প্রথমে কথা কহিল না। লুসী একবার উঠিয়া আসিয়া এক গ্লাস হুইস্কি ঢালিয়া তাহাতে সোডা মিশাইল, পূর্ব্বে যে ভাবে বসিয়া ছিল, সেই ভাবে আবার উইলিয়মের জানুর উপর বসিল; এক হস্তে কণ্ঠবেষ্টন, অন্য হস্তে মদের গ্লাস। দুই জনে মদ খাইল। লুসী বলিল, "তুমি আমাকে চুম্বন কর। অনেক দিন চুম্বন কর নাই, আজ তোমার চুম্বন পাইতে আমার সাধ হইতেছে।"

চুম্বন করিয়া পূর্ব্ববৎ বিমর্ষবদনে উইলিয়ম পুনর্ব্বার বলিল, "আমার মনে বড় অসুখ।"

স্পষ্ট কিছু বুঝিতে না পারিয়া লূসী জিজ্ঞাসা করিল, "কি প্রকার অসুখ?"

স্পষ্ট কথা না বলিয়া উইলিয়ম উত্তর করিল, "যাহার অভাবে পুরুষেরা সর্ব্বদা অসুখী থাকে, সেই প্রকার অসুখ।"

চমকিত-চক্ষে চাহিয়া লুসী জিজ্ঞাসা করিল, "কোন মেয়েমানুষের জন্য না কি?"—এই প্রশ্ন করিয়াই নায়কের কণ্ঠ হইতে হাতখানি সরাইয়া লইল।

উইলিয়ম বলিল, "তাহা নহে, তুমি ভিন্ন আর কোন মেয়েমানুষকে আমি ভালবাসিতে পারি না। আমার অসুখের কারণ কিছু টাকার অভাব।"

সেই কথায় বিশ্বাস করিয়া পুনরায় তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া লুসী সবিস্ময়ে বলিল, "টাকার অভাব?—আশ্চর্য্য! চার্লী বলিয়াছিল, আজকাল তুমি অনেক টাকা রোজগার করিতেছ।"

উইলিয়ম বলিল, "রোজগার হইতেছে সত্য, কিন্তু আমার অংশী বলে, বৎসর শেষ না হইলে আমাকে বেশী টাকা দিবে না। ডিসেম্বর মাসের শেষে হিসাব করিয়া লাভের অংশ আমাকে প্রদান করিবে। এখন কেবল হপ্তায় হপ্তায় নিজ খরচের জন্য ছয় পাউণ্ড মাত্র আমি প্রাপ্ত হই। তাহার উপর একটী পেনীও আমি লইতে পারি না।"

"লুসী বলিল, একাকী থাক, হপ্তায় ছয় পাউণ্ড পাও, তবে অকুলান কেন হয়?"

মিথ্যাকথায় উইলিয়ম বিলক্ষণ তৎপর; মনে মনে একটা উত্তর রচনা করিয়া সে তৎক্ষণাৎ বলিল, "অকুলান হইত না, তবে কি না, আমি একটা পাগলামী করিয়াছি; ঘোড়দৌড়ে বাজী রাখিয়া অনেক টাকা হারিয়াছি,

এক হপ্তার মধ্যে সেই সকল টাকা শোধ করিতে হইবে, না করিলে মান থাকিবে না।"

লুসী জিজ্ঞাসা করিল, "কত টাকা?"

উইলিয়ম বলিল, "বেশী নয়, দুই শত পাউণ্ড মাত্র।"

নতবদনে একটু চিন্তা করিয়া লুসী বলিল, "আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে দুই শত পাউণ্ড ধার দিই, ঠিক ডিসেম্বর মাসের শেষে তাহা তুমি শোধ করিতে পারিবে কি না?"

উইলিয়ম বলিল, "নিশ্চয় পারিব, আপাততঃ দুই শত পাউণ্ড প্রাপ্ত হইলে ঋণদায় হইতে আমি মুক্ত হইতে পারি।"

লুসী বলিল, "ডিসেম্বর মাসেই শোধ দিও। কেন না, আমার হাতে এখন বেশী টাকা নাই। বিবাহের সময় চার্লী আমাকে স্ত্রীধন বলিয়া পাঁচ শত পাউণ্ড যৌতুক দিয়াছিল, তাহার অধিকাংশ আমি ইতিমধ্যে খরচ করিয়া ফেলিয়াছি; তথাপি দুই শত পাউণ্ড তোমাকে আমি দিব; কিন্তু একটা করার কর।"

উইলিয়ম ভাবিল, কি রকম করার চায়? সুদ চাহিবে না কি? মনে মনে এইরূপ সন্দেহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম করার চাও?"

মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া লুসী বলিল, "আমি তোমাকে চাই! আজ মঙ্গলবার, আগামী সোমবার একটা পর্ব্বদিন, আমি একাকিনী আছি, এখানে মন টিকিতেছে না, তুমি আমাকে সঙ্গে করিয়া মার্গেট নগরে লইয়া চল; দিনকতক সেখানে আমোদ-আহ্লাদ করিয়া চলিয়া আসিব। কল্যই লইয়া চল।"

উইলিয়ম ভাবিল, বিভ্রাট্। পত্নী যদি ইহা জানিতে পারে, তাহা হইলে বিষম কলহ বাধাইবে। লুসীর কথায় রাজী না হইলেও টাকাগুলি পাওয়া যাইবে না। করা যায় কি? ইহা ভাবিয়া একটু থামিয়া থামিয়া বলিল, "তাহা আমি পারিব না। তুমি একজনের বিবাহিতা স্ত্রী হইয়াছ, তোমাকে

লইয়া পর্ব্বদিনের মেলা দেখিতে যাওয়া ভালকথা নহে। যদি কেহ দেখিতে পায়, চার্লীকে যদি বলিয়া দেয়, তাহা হইলে তুমি বিপদে পড়িবে।”

লুসী জিজ্ঞাসা করিল, “কেন ভয় করিতেছ? কে দেখিতে পাইবে?”

উইলিয়ম বলিল, “পর্ব্বদিন, সমুদ্রকূলে মার্গেট, সেখানে বহুলোকের জনতা হইবে, কাহার চক্ষে পড়িব, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কি কৈফিয়ত দিব, তাহা তুমি বিবেচনা কর।”

লুসী বলিল, “কৈফিয়ত?——কে আমাদের কাছে কৈফিয়ত চাহিবে? কোন ভয় আমি রাখি না। তোমার তো সাহস আছে? আমার জন্য কোন ভাবনা নাই, আমার কাজ আমি নিজেই বুঝিয়া লইব।”

আর একটু ভাবিয়া উইলিয়ম জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার দাসীকে কি বলিয়া যাইবে?”

লুসী উত্তর করিল, “কল্য প্রাতঃকালে সে আসিলেই তাহাকে আমি জবাব দিব। কোন কাজের নয়, ভারী কুড়ে, কথায় কথায় আবার বেজার হয়, মুখনাড়া দেয়, আজই তাহাকে আমি বলিয়াছি, দরকার নাই। কল্যই তাহাকে জবাব দিব। সদরদরজায় চাবী দিয়া চাবী আমি নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।”

সব ফিকির ভাসিয়া গেল দেখিয়া উইলিয়ম অবশেষে বলিল, “তবে আচ্ছা, কল্য বৈকালের ট্রেণেই রওনা হওয়া যাইবে। তোমাতে আমাতে এক গাড়ীতে যাইব না, সেখানে পৌঁছিয়াও দুই জনে এক ঘরে থাকিব না, আমি আমার নিজ নামেও পরিচয় দিব না। কল্য প্রাতঃকালে সেখানকার একটা হোটেলে টেলিগ্রাম করিব, ঘর স্থির করিয়া তোমাকে সংবাদ দিব। বৈকালে পাঁচটার পূর্ব্বে তুমি ভিক্টোরিয়া ষ্টেসনে উপস্থিত থাকিও, আমি তোমার অগ্রে গিয়া দুইখানা টিকিট কিনিয়া রাখিব। এই পরামর্শই ঠিক।”

লুসীর ঘরে মদ্য পান করিয়া, আমোদ আহ্লাদ করিয়া রাত্রি ১১টার পর উইলিয়ম আপন কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেল। মঙ্গলবারের রজনী অবসান।

বুধবার প্রাতঃকালে লুসী আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গাঁটরী বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল। বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে ডাকযোগে একখানা চিঠি আসিল, উইলিয়ম লিখিয়াছে—

"প্রিয়তমে লুসী!

মার্গেটের বারিগল হোটেলে ঘর ঠিক করিয়াছি। তোমার নামে একটী ঘর, তাহার নম্বর ২৩, আমি আমার নাম বদলাইয়া ২৪ নম্বর ঘর স্থির করিয়াছি। আমার নাম হইয়াছে ওয়ার্ণার। হোটেলে সেইরূপ টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছি, সেখানকার টেলিগ্রামে ঐরূপ উত্তর পাইয়াছি। বেলা ৫ টার পূর্ব্বে তুমি ভিক্টোরিয়া ষ্টেসনে যাইও, বিলম্ব হইলে ট্রেণ পাওয়া যাইবে না।

তোমার প্রেমাস্পদ

বিল।"

বন্দোবস্তমত বুধবার অপরাহ্ণ ৫টার ট্রেণে উভয়ে মার্গেটে পৌঁছিল। বারিগল হোটেলে লুসী অগ্রে উপস্থিত হইল, পাঁচ মিনিট পরে ওয়ার্ণার-নামধারী উইলিয়ম। ২৩ নম্বর ও ২৪ নম্বর দুই ঘরে দুই জনে রহিল। দুই জনেই হুইস্কিভক্ত, দুই জনেই আমোদপ্রিয়, বেশ আহ্লাদ-আমোদে রাত্রি কাটিল, তাহার পর রবিবার পর্য্যন্ত চারি দিন চারি রাত্রি সমান আমোদ চলিল। সোমবার সমাগত। সেই দিন পর্ব্বোৎসব। প্রভাতে লুসীর ঘরে প্রবেশ করিয়া গল্প করিতে করিতে উইলিয়ম সেই টাকার কথা তুলিল। লুসী বলিল, "কল্য তোমাকে এখানে থাকিতে হইবে, চেক-বহি আমার সঙ্গেই আছে, কল্যই তোমাকে চেক দিব।"

উইলিয়ম বলিল, "কল্য আমি থাকিতে পারিব না, কল্য আমাকে লণ্ডনে যাইতে হইবে; তোমার খাতিরে পাঁচদিন আমি বাহিরে বাহিরেই কাটাইলাম, কাজকর্ম্ম নষ্ট হইতেছে, কল্য প্রাতঃকালে অবশ্যই আমাকে যাইতে হইবে।"

লুসী বলিল, "আচ্ছা, তবে আজই লিখিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া ব্যাগের ভিতর হইতে চেক-বহি বাহির করিয়া টেবিলে গিয়া বসিল, কালীতে কলম ডুবাইয়া একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওয়ার্ণার নামটা লিখিয়া দিব কি?"

উইলিয়ম বলিল, "না না, ও নাম লিখিও না, চেক্ বাহক লিখিলেই ঠিক হইবে।"

লুসী তাহাই লিখিয়া দিল। মঙ্গলবারের তারিখ, অঙ্কপাত দুই শত পাউণ্ড। দস্তখত করিয়া চেকখানি উইলিয়মের হাতে দিয়া প্রফুল্লবদনে লুসী বলিল, "কেমন, এখন তো খুসী হইলে?"

উইলিয়ম বলিল, "যে উপকার তুমি করিলে, তাহা আমি জীবনে ভুলিব না। তোমাকে ধন্যবাদ!"

লুসী বলিল, "হাঁ, মনে রাখিও, চেষ্টা করিও না।"

চেকখানি পকেটে রাখিয়া উইলিয়ম অন্যপ্রসঙ্গে অনেক কথা বলিল। লুসী বলিল, "বিল! পূর্ব্বে তুমি আমাকে যত ভালবাসিতে, এখন তাহার অর্দ্ধেকও নাই; সিকিও নাই; সর্ব্বক্ষণ যেন ছাড়া ছাড়া ভাব দেখিতেছি।"

উইলিয়ম বলিল, "তোমার প্রতি আমার ভালবাসা এক বিন্দুও কমে নাই; তুমি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না।"

লুসী বলিল, "আচ্ছা, যদি কমে নাই, তবে প্রমাণ দেখাও। যাহা আমি বলি, তাহা যদি করিতে পার, তবে বুঝিব, তোমার মুখের কথার সঙ্গে মনের মিল, তবে বুঝিব, সত্যই তুমি আমাকে ভালবাস। শনিবার পর্য্যন্ত এইখানে আমি থাকিব, তোমাকেও থাকিতে হইবে।"

উইলিয়ম বলিল, "আমি থাকিতে পারিব না। প্রথমেই তোমাকে বলিয়াছি, মঙ্গলবার আমাকে লণ্ডনে উপস্থিত থাকিতেই হইবে। অদ্যই আমি বিদায় হইলাম, সেলাম।"

কথা-কাটাকাটি করিতে করিতে উভয়ে কলহ করিবার উপক্রম হইল। সেই সময় হোটেলের একজন কিঙ্করী লুসীর জন্য হাজিরাখানা লইয়া আসিল; তাহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া, উইলিয়মের দিকে চাহিয়া, লুসী বলিল, "তবে তুমি থাকিবে না?"

দৃঢ়সংকল্পে উইলিয়ম উত্তর করিল, "কিছুতেই না।"

অনিমেষ-দৃষ্টিতে উইলিয়মের মুখের দিকে চাহিয়া লুসী পুনরায় বলিল, "বুঝিতেছি, আমাকে খুন করাই তোমার একান্ত চেষ্টা; আমার মরা মুখ দেখিলে তুমি বাঁচো।"

হোটেলের পরিচারিকার সম্মুখে নির্ব্বোধ লুসী এরূপ কথা বলিল, উইলিয়ম তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া হোটেলের বিলের টাকা চুকাইয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ হোটেল হইতে বাহির হইয়া গেল।





পঞ্চম রঙ্গ

বিভীষণ কাণ্ড।

লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে উইলিয়মের প্রথম কার্য্য চেক ভাঙ্গাইয়া টাকা লওয়া। ব্যাঙ্কের লোকেরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, নোট লইবে কি নগদ টাকা লইবে? উইলিয়ম বলিয়াছিল, "সমস্তই স্বর্ণমুদ্রা চাই।" তদনুসারে দুই শত স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিয়া উইলিয়ম সর্ব্বপ্রথমে পলীর বাড়ীতে গেল, দুই শত স্বর্ণমুদ্রা তাহাকে দিয়া তাহার মনস্তুষ্টিসাধন করিল। খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর উইলিয়ম যখন চলিয়া আসিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল, পলী তখন তাহাকে বসাইয়া আদুরে কথায় বলিল, "আমার শরীরটা কিছু খারাপ আছে, বাহিরে খানিকক্ষণ হাওয়া খাইয়া আসিতে পারিলে সুস্থ হইতে পারি। ট্রামগাড়ী করিয়া তুমি আমাকে গ্রীণউইচ ময়দানে বেড়াইতে লইয়া চল।"

আহারাদির পর অপরাহ্ণে দ্বিতীয় ঘটিকার সময় পলীকে লইয়া উইলিয়ম ময়দানে বেড়াইতে গেল। আকাশে যতক্ষণ সূর্য্য ছিল, ততক্ষণ প্রান্তর-বিহার, সূর্য্যাস্তের পর তাহারা একটা হোটেলে জলযোগ করিতে গেল। একজন খানসামাকে ডাকিয়া খানা প্রস্তুত করিবার হুকুম দিল। যে ঘরে

তাহারা বসিয়াছিল, সে ঘরে তখন অপর লোক কেহই ছিল না; টেবিলের উপর একখানা খবরের কাগজ পড়িয়া ছিল, উইলিয়ম সেইখানা তুলিয়া লইয়া পাঠ করিল। টাট্‌কা খবর। কাগজের উপর একবার চক্ষু বুলাইয়াই তাহার গাত্রকম্প উপস্থিত, বাক্‌রোধ; সে যেন তখন পাথরের পুতুলের মত অস্পন্দ।

চকিতনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া পলী জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি? কি হইল তোমার? কাণ্ডখানা কি?"

উইলিয়ম কিছুই উত্তর করিতে পারিল না। পলী তখন তাহার হস্ত হইতে কাগজখানা কাড়িয়া লইয়া, একবার দেখিয়াই শিহরিয়া উঠিল। বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

"খুন!

মারগ্রেট হোটেল।

একটী স্ত্রীলোক
শয্যার উপর
মরিয়া আছে!

হত্যাকারী পলাতক।

পুলিশ কতকটা সন্ধান পাইয়াছে।"

ঘটনার লিপি এইরূপ যে, সম্পাদক লিখিয়াছেন, "অদ্য প্রাতঃকালে মারগ্রেট বন্দরে মহা হুলস্থূল। একটা খুন হইয়াছে, জনরবে এইরূপ প্রচার। অল্পক্ষণের মধ্যেই জনরবটা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। পুলিশের তদন্তব্যাপারে আমাদের একজন বিশেষ সংবাদদাতা জানিতে পারিয়াছেন,

'নিঃসন্দেহ খুন।' বিবি মাণ্টকনামধারিণী একটী রমণী বারিগল হোটেলে গত বুধবার একটী ঘর ভাড়া লইয়া তাহাতে বাস করিয়াছিল। নামটা সত্য কি কৃত্রিম, তাহা জানা হায় নাই; তাহার পরিচিত কিংবা নূতন আলাপী একজন পুরুষও সেই দিন তাহার পাশের ঘরে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল; সেই পুরুষের নাম ওয়ার্ণার। হোটেলের একজন কিঙ্করী সাক্ষ্য দিয়াছে, সোমবার প্রাতঃকালে সে উক্ত রমণীর ঘরে খানা লইয়া গিয়াছিল, তৎকালে উক্ত ওয়ার্ণারকে সেই রমণীর ঘরে দেখিয়াছিল। রমণী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ওয়ার্ণারকে বলিল, 'তুমি আমাকে খুন করিবার চেষ্টা করিতেছ, তুমি আমার মরামুখ দেখিতে চাও, এই কথার পর ওয়ার্ণার হোটেলের বিল শোধ করিয়া হোটেল হইতে চলিয়া যায়।' অদ্য মঙ্গলবার প্রাতে সেই কিঙ্করী সেই রমণীর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে, বিছানার উপর রমণী মরিয়া রহিয়াছে। মুখখানি কালীবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দেওয়া হইয়াছিল, ডাক্তার ডাকা হইয়াছিল; কিন্তু ডাক্তারের চিকিৎসা করিবার সময় ছিল না। পুলিশের লোকেরা সেই রমণীর নাম-ঠিকানা জানিবার চেষ্টা করিয়াছিল, জানিতে পারে নাই। টেলিগ্রাফযোগে হোটেলে ঘর ভাড়া লওয়া হইয়াছিল, টেলিগ্রামখানা হারাইয়া গিয়াছে। পুলিশ এখন ডাকঘরে ও টেলিগ্রাফ-আফিসে সন্ধান লইবে স্থির করিয়াছে। রমণী যে ঘরে ছিল, সেই ঘরে তাহার একটী ব্যাগ পাওয়া গিয়াছে। সেই ব্যাগের ভিতর একখানা চেকবহি ছিল, আজিকার তারিখেই দুই শত পাউণ্ডের চেক কাটা হয়, চেকের মুড়ি দেখিয়া পুলিশ অবশ্য ব্যাঙ্কারের নিকট সন্ধান লইবে। তাহা হইলে হত্যাকারীর অন্বেষণ হইবার সম্ভাবনা।"

পত্নী অতিশয় চতুর স্ত্রীলোক; সে ঐ সকল বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইল, তাহার মনে মহা সন্দেহ আসিল; উইলিয়মকে সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমিই কি তবে ওয়ার্ণার?"

অন্য উত্তর না পাইয়া উইলিয়ম বলিল, "হাঁ, আমি।"

পলী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "সেই রমণী তোমার কে? পূর্ব্বে তুমি আমাকে বলিয়াছিলে, তোমার এক মাসী তোমাকে দুই শত পাউণ্ড ধার দিয়াছেন, সেই দুই শত পাউণ্ড তুমি আমাকে দিয়াছ, যে স্ত্রীলোক খুন হইয়াছে, সেই কি তোমার মাসী?"

উইলিয়ম চমকিয়া উঠিল। জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন বাঁচিবার আশায় সম্মুখে একগাছি তৃণ ধারণ করে, সেইভাবে মাথা নাড়িয়া উইলিয়ম বলিল, "হাঁ।"

পলী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তুমিই কি তাহাকে খুন করিয়াছ?"

কাঁপিয়া কাঁপিয়া উইলিয়ম উত্তর করিল, "না—না—না! দোহাই পরমেশ্বর! না গো—না! তাহা তুমি বিবেচনা করিও না!"

উইলিয়ম যে যথার্থ অপরাধী, পলী এ কথাটা ঠিক বিশ্বাস করিল না, অথচ তাহার মুখের কথা শুনিয়া সেই রকম সন্দেহ দাঁড়াইল। মনে মনে কত কি দুর্ভাবনা আসিয়া জুটিল। দৃঢ়সঙ্কল্প মনে আনিয়া সে তখন বলিতে লাগিল, "এতক্ষণে হয় ত তোমার হুলিয়া ছাপা হইয়া পুলিশের থানায় থানায় লট্‌কাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তোমার গায়ের কোর্ত্তাটা খুলিয়া ফেল। এই ঠিক। খানা হাজির, খাইতে বসিয়া যাও; খাইতে না পার, কাঁটা-চামচ হাতে লইয়া বসিয়া থাক।"

তাহারা উভয়েই খানা খাইতে বসিল, কাঁটা-চামচ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দুজনেই খানার জিনিসগুলি লইয়া খেলা করিল। খানসামা তখন উপস্থিত ছিল না, পলী ক্ষিপ্র-হস্তে ভোজনপাত্রের কতকগুলি জিনিস একখানা খবরের কাগজে জড়াইয়া ব্যাণ্ডিল বাঁধিয়া সরাইয়া রাখিল, তাহার পর খানসামাকে ডাকিল, হোটেলের হিসাব চুকাইয়া দিবার জন্য তাহার হস্তে একখানা নোট দিল। খানসামা নোট বদ্‌লাই করিতে গেল, সেই

অবসরে পলী চুপি চুপি বলিল, "যখন আমরা আসি, তখন পথের ধারে একখানা টুপীর দোকান দেখিয়া আসিয়াছি, আমি অগ্রে গিয়া তোমার জন্য একটা নূতন রকম টুপী কিনিয়া রাখিব, তুমি ময়দানের রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিও, শীঘ্রই আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হইব।"

খানসামা নোটের টাকা লইয়া ফিরিয়া আসিল, বিলের টাকা চুকাইয়া দিয়া, বাকী টাকা লইয়া পলী তাহার সঙ্গীকে বলিল, "চল।"

গায়ের কোর্ত্তাটা জড়সড় করিয়া উইলিয়ম নিজের বগলে লুকাইয়া লইল, খাবার জিনিসের বাণ্ডিলটা পলী নিজ হাতে করিয়া লইয়া হোটেল হইতে বাহির হইল।

নূতন টুপী কিনিয়া লইয়া পলী ময়দানের পথে আসিল, দুইজনে মিলিল, দুইজনে একখানা বেঞ্চের উপরে বসিল। পলী বলিল, তোমার মাথার পুরাতন টুপীটা পদতলে দলন করিয়া চওড়া করিয়া ফেল, আমি উহা লইয়া যাইব, তুমি এই নূতন টুপী মাথায় দেও; তোমার কোর্ত্তাটা এই বেঞ্চের উপর ফেলিয়া রাখ, যে কেহ দেখিতে পাইবে, সেই ব্যক্তি লইয়া যাইবে।"

এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া, একখানা ঠিকাগাড়ী ডাকিয়া তাহারা বাড়ীর দিকে চলিল; পথে যাইতে যাইতে পলী সেই গাড়ীর জানালা গলাইয়া উইলিয়মের ভাঙ্গা টুপীটা রাস্তায় ফেলিয়া দিল, তাহারা বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিল। পলী যে বাড়ীতে ঘর ভাড়া লইয়াছিল, সে বাড়ীখানি নির্জ্জন পল্লীর মধ্যে; রাস্তায় লোকজন ছিল না; পর্ব্বদিন বিধায় বাড়ীওয়ালীও বাহির হইয়া গিয়াছিল, উইলিয়মকে লইয়া পলী যখন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন কেহই তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না।

ঘরে প্রবেশ করিয়াই ব্যগ্রতা সহকারে চঞ্চলস্বরে পলী বলিল, "বিল! ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বল, সে রমণীকে তুমি খুন কর নাই?"

উইলিয়ম বলিল, "পলী! পলী! ওঃ! অমন কথা বলিও না! মনেও

করিও না! আমি—আমাকে কি খুনে লোকের মত দেখায়? আমি কি তেমন কাজ করিতে পারি? না—না—না, কখনই না! পরমেশ্বর সত্য!"

পলী বলিল, "খুনে লোকের মত তোমাকে দেখায় না, তেমন কাজ তুমি করিতে পার না, সে কথা সত্য, তথাপি তুমি নাম ভাঁড়াইয়া সেই হোটেলে ছিলে।"

উইলিয়ম বলিল, "নাম ভাঁড়াইয়াছিলাম, তাহা আমি জানি, কিন্তু—"

বাধা দিয়া পলী বলিল, "আর তুমি আমাকে কিছু বলিও না। তুমি যে তোমার মাসীকে খুন—"

উইলিয়ম কাঁপিয়া উঠিল। পলী আবার বলিতে লাগিল, "যত দিন পর্য্যন্ত হত্যাকারী ধরা না পড়ে, তত দিন পর্য্যন্ত তুমি একটু গা-ঢাকা হইয়া থাক, প্রকাশ্য স্থানে বাহির হইও না। আমি আজ রাত্রে আমার ভগ্নীর বাসায় শয়ন করিব, তুমি এই ঘরেই থাক। কল্য প্রাতঃকালে আমি তোমাকে একখানা ক্ষুর আর একখানা কাঁচি আনিয়া দিব, তুমি তোমার গোঁফ-দাড়ী মুড়াইয়া ফেলিও, মাথার চুলগুলি খুব ছোট করিয়া কাটিও, নূতন মূর্ত্তি ধরিও।"

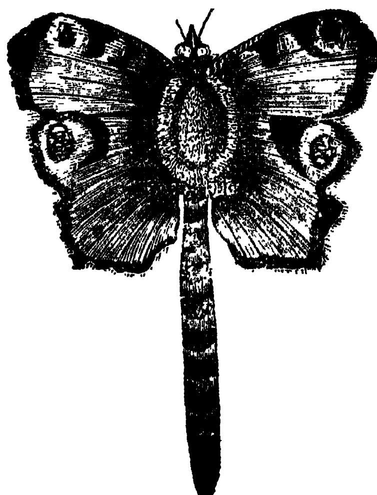
ঊর্দ্ধদিকে মুখ তুলিয়া উইলিয়ম একবার বলিয়া উঠিল, "হা পরমেশ্বর!"

মুখ ভারী করিয়া পলী বলিল, "আর কথা কহিও না, চুপ করিয়া থাক। আর একটী কথা আমার জিজ্ঞাসা করিবার আছে। তোমার মাসী আপন ইচ্ছায় ঐ দুই শত পাউণ্ড তোমাকে দিয়াছে কিংবা তুমি তাহাকে খুন করিয়া টাকাগুলি চুরী করিয়া আনিয়াছ, শপথ করিয়া সত্য বল, সেই কথাটী আমি জানিতে চাই। কোন্‌টা সত্য?"

কাঁপিয়া কাঁপিয়া উইলিয়ম উত্তর করিল, "সত্য!—সত্য!—হাঁ,—মাসী—মাসী—তিনি আমাকে গতরাত্রে ঐ টাকা—"

পলী বলিল, "বুঝিয়াছি। তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হইতেছে না। আমার কাছে মিথ্যাকথা বলিয়া তুমি পার পাইবে না। আমাকে তুমি ঠকাইতে পারিবে না। এখন তুমি নিদ্রা যাও, ৮টা বাজিয়া গিয়াছে, বসিয়া বসিয়া সে সব কথা আর ভাবিও না। কল্য প্রাতঃকালে আমি আসিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, ব্যবস্থা করিব।"

পলী বাহির হইয়া গেল, উইলিয়ম একাকী বসিয়া আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিল।





ষষ্ঠ রঙ্গ

পুলিশ ও পলী।

রাত্রি নবম ঘটিকার সময় পলীর ভগ্নীর গৃহে একটী লোক আসিল। লোকটীর সহিত পলীর জানা-শুনা ছিল। নানাপ্রকার গল্প করিতে করিতে লোকটী বলিল, "মার্গেট-বন্দরে একটা আশ্চর্য্য খুন হইয়াছে, তাহা তোমরা শুনিয়াছ ?"

পলী ও তাহার ভগিনী এক ঘরে বসিয়া ছিল, খুনের কথা পড়িবামাত্র সেই লোকটীকে পলী ইসারা করিয়া পাশের ঘরে উঠিয়া গেল, লোকটীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। গৃহে প্রবেশ করিয়া, দরজা ভেজাইয়া দিয়া, পলী একখানা চেয়ারে বসিল; লোকটীকে নিকটে বসাইয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "সে খুনের খবর তুমি কত দূর জান ?"

লোক বলিল, "তোমরা কিছু কিছু শুনিয়াছ না কি ?"

পলী বলিল, "আজ বৈকালে গ্রীণ-উইচের এক হোটেলে একখানা খবরের কাগজে আমি দেখিয়াছিলাম, মার্গেটের এক হোটেলের একটী

স্ত্রীলোক বিছানার উপর মরিয়া রহিয়াছে, হত্যাকারী পলাইয়া গিয়াছে, পুলিশ তদন্ত করিতেছে, হোটেলের একজন কিঙ্করীর মুখে কিছু কিছু সন্ধান পাইয়াছে। তাহার পর কি হইয়াছে, সে কাগজে তাহার কোন সংবাদ নাই।”

পকেট হইতে একখানা খবরের কাগজ বাহির করিয়া পলীর হস্তে দিয়া লোকটী বলিল, “এই দেখো।”

সন্ধ্যাকালে যে সকল কাগজ ছাপা হয়, সেই সকল কাগজের মধ্যে একাখনি ঐ কাগজ। সেইদিন সন্ধ্যাকালে ছাপা হইয়া রাস্তায় রাস্তায় বিলি হইয়াছে। পলী তাহাতে দেখিল, পুলিশের লোকেরা খুনের ঘরে যে চেকবহি পাইয়াছিল, সেই বহি লইয়া একজন ইন্‌স্পেক্টর লণ্ডন ব্যাঙ্কে উপস্থিত হয়, যে লোক চেক ভাঙ্গাইয়া টাকা লইয়া গিয়াছে, তাহার চেহারা কিরূপ, জিজ্ঞাসা করাতে কেসিয়ার একটী লোকের চেহারা বলিয়া দিয়াছে, সেই চেহারা অবিকল ছাপা হইয়াছে; থানায় থানায় সেই হুলিয়া প্রেরিত হইয়াছিল, আসামীর হুলিয়ার সহিত সেই ওয়ার্ণারের চেহারায় ঠিক ঠিক মিলন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেইটুকু পাঠ করিয়াই পলী ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল। লোকটী বলিল, “আজ রাত্রে হয় ত খুনী আসামী গ্রেপ্তার হইবে।”

পলী সে কথার উপর তখন আর কোন কথা কহিল না, খবরের কাগজখানা সেই লোকটাকে ফিরাইয়া দিয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে উভয়ে আবার পূর্ব্বগৃহে প্রবেশ করিল। লোকটী যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছিল, পলীর ভগ্নীকে সংক্ষেপে সেই কার্য্যের কথা-গুলি বলিয়া এক গ্লাস মদ খাইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। পাশের ঘরে পলীর সহিত সেই লোকের কি কি কথা হইয়াছিল, পলীর ভগ্নী তাহা জিজ্ঞাসা করিল না।

সে রাত্রে মহা দুর্ভাবনায় মনের ঘৃণায় পলী একবারও চক্ষের পাতা

বুঝিতে পারিল না, ভোর হইবামাত্র শয্যাত্যাগ করিয়া, ভগ্নীকে কিছু না বলিয়াই একখানা ট্রামকারে উঠিয়া ষ্টৌন্ এন্ পুলিশ-থানায় উপস্থিত হইল। সেখানকার প্রধান ইন্‌স্পেক্টরের সহিত পলীর আলাপ ছিল। ইন্‌স্পেক্টরের নাম জন্‌সন।

থানায় প্রবেশ করিয়া পলী সরাসর জন্‌সনের গৃহে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই ইন্‌স্পেক্টর সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি! পলী? তুমি এত সকালে কোথা হইতে আসিলে? এত সকালে এখানে তোমার কি কাজ?"

পলী উত্তর করিল, "তোমাকে একটা সংবাদ দিতে আসিয়াছি, মার্গেট হোটেলে যে খুন হইয়াছে, তাহাতে যাহার প্রতি সন্দেহ, তুমি কি তাহার হুলিয়া পাইয়াছ?"

ঘরের দেয়ালে একখানা সবুজবর্ণ তক্তা ঝুলানো ছিল, সেই তক্তার গায়ে কতকগুলা খণ্ড খণ্ড ছাপা কাগজ আঁটা, সেই তক্তার দিকে চাহিয়া জন্‌সন উত্তর করিলেন, "হাঁ, পাইয়াছি। তুমি কি সেই হুলিয়ার নকল চাও না কি? সে কি তোমার বন্ধু লোক?"

পলী উত্তর করিল, "ছিল বটে বন্ধু, কিন্তু এখন—"

পরিহাস মনে করিয়া জন্‌সন ঈষৎ হাস্য করিলেন।

পলী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা এখনও তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পার নাই? লোকটা কোথায় আছে, তাহা আমি জানি; সেই কথাই তোমাকে বলিতে আসিয়াছি।"

জন্‌সনের মুখের হাসি মুখেই মিলাইল, গম্ভীরবদনে তিনি বলিলেন, "পলী! সকল কাজেরই সময় অসময় আছে। যখন তুমি দোকানে থাক, তখন রঙ্গরস করিতে পার; জানি আমি, তুমি বেশ রসিকা, তোমার নিজের জায়গায় রসিকতা শোভা পায়, কিন্তু পুলিশ-ষ্টেসন ঠাট্টা-তামাসার জায়গা নয়; বিবেচনা করিয়া কথা কও।"

পলী বলিল, "ঠাট্টা-তামাসা?—আমি ঠাট্টা করিতে আসি নাই। তুমি ওয়ার্ণারকে চাও, কিন্তু কে সেই ওয়ার্ণার, তাহা তুমি জান না।—আমি জানি—আমি জানি, কোথায় সে আছে, তাহাও আমি জানি।"

ইন্‌স্পেক্টর তখন পলার মুখপানে চাহিয়া কথাগুলির সত্যতা অনুভব করিলেন; পাশের একটা দরজা খুলিয়া তাহাকে একটী নির্জ্জন ঘরে লইয়া গেলেন, বলিলেন, "এইখানে উপবেশন কর, কে সেই ওয়ার্ণার, ঠিক করিয়া আমাকে বল।"

পলা বলিল, "তুমি তাহাকে বেশ জান; তাহার সত্য নাম উইলিয়ম ব্যাঙ্কাস।"

ইন্‌স্পেক্টর মহা বিস্ময়াপন্ন। তখন তাঁহার মনে হইল, ব্যাঙ্কাসের চেহারা, আর ওয়ার্ণারের চেহারা ঠিক একরকম। পলাকে তিনি বলিলেন, "বলিয়া যাও।"

পলা উত্তর করিল, "আমি একখানা ঘর ভাড়া লইয়াছি, দোতালার উপর পশ্চাদ্দিকের ঘর, সে দিকে সেই ঘরখানি ছাড়া আর ঘর নাই; ঘরের নম্বর ৪২। এ বাড়ীখানি নর্থরোডের মধ্যে। ব্যাঙ্কেস সেই-খানেই আছে।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া জন্‌সন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠিক বলিতেছ? উহার মধ্যে কিছু ভুলচুক নাই? সাবধান! এ সকল কাজে বিস্তর বিপদ্ আছে। তোমার কথা প্রমাণে সেই বাড়ীতে আমি যদি লোক পাঠাই, আসামীকে যদি সেখানে পাওয়া না যায়, তাহা হইলে তোমাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের হুজুরে হাজির হইতে হইবে, তোমার সঙ্গে আলাপ আছে বলিয়া আমি তোমাকে ছাড়িতে পারিব না।"

সতেজে পলী বলিল, "তুমি কি আমাকে পাগল ঠাওরাইলে? আমি কি তোমার কাছে মিথ্যা বলিতে আসিয়াছি? সেই বাড়ীতে গেলেই সেই ঘরে তাহাকে দেখিতে পাইবে।"

জন্‌সন বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার কথা আমি সত্য বলিয়া মানিলাম, কিন্তু আমি শুনিয়াছি, উইলিয়ম ব্যাঙ্কেসের সহিত তোমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে।"

পলী বলিল, "সম্বন্ধ নহে, ভালবাসার খাতিরে গুপ্ত-বিবাহ। আজ বুধবার, আজ প্রকাশ্যরূপে গির্জ্জা-মন্দিরে প্রকাশ্য বিবাহ হইবার কথা ছিল, এখন হইল কি? জল্লাদের সহিত তাহার বিবাহ হইবে!— দুরন্ত জানোয়ার!"

জন্‌সন বলিলেন, "ওঃ! তোমাদের ঝগড়া হইয়াছে বুঝি?"

পলী বলিল, "একটুও না;—সামান্য একটা কথান্তর পর্য্যন্ত হয় নাই। কিন্তু আমি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছি। আমার ঘরেই সে লুকাইয়া আছে; প্রভাতে আমি গিয়া তাহাকে ডাকিব, এইরূপ কথা আছে। তুমি যাও; একজোড়া হাতকড়ী লইয়া যাও।"

চিন্তাকুল-নয়নে পলীর মুখপানে চাহিয়া জন্‌সন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীর দরজাটার রাস্তা কোন্ দিকে? প্রবেশের অসুবিধা হইবে না ত? বাড়ীখানা কাহার?"

পলী উত্তর করিল, "কোন অসুবিধা হইবে না,—দরজার চাবী আমার কাছে, এই লও। স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করিও। দোতালার উপর পশ্চাতের ঘর, ভুলিও না। উপরে উঠিয়া দ্বারে আঘাত করিও, আমি আসিয়াছি মনে করিয়া সে তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া দিবে। হাঁ, আর একটা কথা;— অঙ্গীকার কর, আমার নামগন্ধ যেন প্রকাশ না হয়। আমি সবে সেই বাড়ীতে নূতন গিয়াছি, খুনী মামলার সঙ্গে আমার সংস্রব, ইহা প্রকাশ পাওয়া বড় দোষের কথা।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছ। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, কোন সূত্রে তোমার নাম প্রকাশ পাইবে না।"

এই কথার পর পলী ইন্‌স্পেক্টরকে সেলাম করিয়া থানা হইতে বিদায় হইল।



সপ্তম রঙ্গ

আসামী গ্রেপ্তার।

ইন্‌স্পেক্টর, জন্‌সন কিছু ব্যথিত হইলেন। উইলিয়ম ব্যাঙ্কেসের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল, অনেক দিন একসঙ্গে বসিয়া মদ খাইয়াছেন, অনেক দিন বাজী রাখিয়া দুজনে ঘোড়দৌড় করিয়াছেন, উইলিয়ম যথার্থ ভদ্রলোকের ন্যায় শিষ্টশান্ত হইয়া ভ্রমণ করিত; সে ব্যক্তি যে খুন করিতে জানে, জন্‌সনের ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। যাহা হউক, সরকারী কার্য্যের অনুরোধে তাঁহাকে বাহির হইতে হইল; সঙ্গে রহিল দুইজন কনষ্টেবল, তাহাদের কিন্তু ইউনিফরম রহিল না।

বাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা পায়ের জুতা খুলিলেন; গাড়ী করিয়া গিয়াছিলেন, গাড়োয়ানকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাঁহারা উদ্দিষ্ট বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন; দোতালায় উঠিয়া গিয়া তাঁহারা আবার জুতা পায়ে দিলেন। যে ঘরে উইলিয়ম ছিল, জন্‌সন সেই ঘরের দরজায় আঘাত করিলেন। ঘরের ভিতর লৌহ-খাটিয়ার ক্যাঁচ-

কোঁচ শব্দ হইল, একজন লোক খাটিয়া হইতে নামিয়া ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "পলী আসিয়াছ?"

উত্তর না পাইয়াও উইলিয়ম দ্বার খুলিয়া দিল, পুলিশের লোকেরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সম্মুখে পুলিশ দেখিয়া উইলিয়ম গোঁ গোঁ করিয়া আড়ষ্ট হইয়া রহিল। একজন কনষ্টেবল গৃহের জানালার দিকে গিয়া দাঁড়াইল, আর একজন দরজা আট্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কম্পিতকণ্ঠে উইলিয়ম বলিয়া উঠিল, "পুলিশ!"

জন্‌সন বলিলেন, "হাঁ,—আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছি। তুমি——"

উইলিয়ম বলিল, "তাহা আমি জানি; মার্গেট হোটেলে বিবি ম্যাণ্টক খুন হইয়াছে, সেই জন্য——"

জন্‌সন বলিলেন, "কথা কহিও না। আমার কথা শুন। কর্ত্তব্যানুরোধে আমি তোমাকে বলিয়া রাখিতেছি, এখন তুমি আমার সাক্ষাতে যাহা যাহা বলিবে, আদালতে তাহা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যস্বরূপ গণ্য হইবে।"

উইলিয়ম কাঁপিতে কাঁপিতে পুনর্ব্বার বিছানায় উঠিয়া বসিল, মাথা হেঁট করিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হাঁপাইতে লাগিল; একটু পরেই সাহসে ভর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কি আমাকে থানায় লইয়া যাইবে?"

জন্‌সন বলিলেন, "হাঁ, জামা গায়ে দাও।"

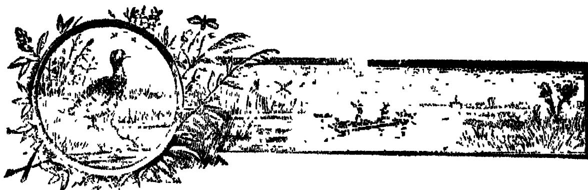
হতভাগা কাঁপিতে লাগিল। জন্‌সন বলিলেন, "এখন আমি তোমাকে হাতকড়া পরাইব না, ভালমানুষের মতন আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া চল, বাহিরে আমার গাড়ী আছে, সেই গাড়ীতে তুলিয়া তোমাকে লইয়া যাইব।"

আসামী রাজী হইল, গোঁ গোঁ করিয়া বলিল, "আমি একটু জল খাইব।"

সে ঘরে জল খাইবার গ্লাস ছিল না, একটা কুঁজাতে হাতমুখ ধুইবার জল থাকিত, সেই কুঁজাটা তুলিয়া হতভাগা এক পেট জল খাইয়া লইল; তাহার পর বলিল, "চল তবে যাই। ওঃ! দাঁড়াও, জুতা পরা হয় নাই। এই বলিয়া কম্পিতহস্তে বিছানার ধার হইতে এক জোড়া জুতা তুলিয়া লইল।" জন্‌সন একজন কন্‌ষ্টেবলকে বলিলেন, "উহার একখানা হাত ধর, উহার মাথায় টুপী পরাইয়া দাও, জুতা পরাইয়া দাও।" কন্‌ষ্টেবল আজ্ঞাপালন করিল। অতঃপর তাঁহারা নামিয়া আসিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলেন, গাড়ীখানা পুলিশ-ষ্টেসনে চলিল।

থানায় পৌঁছিয়া ইন্‌স্পেক্‌টর সলহিয়াৎ বহিতে অভিযোগ লিখিয়া লইলেন, আসামী হাজতে রহিল, প্রধান ইন্‌স্পেক্‌টর সেইদিনেই মার্গেট পুলিশে টেলিগ্রাম পাঠাইলেন, সেইদিনেই তিনজন কন্‌ষ্টেবল তথা হইতে আসিয়া আসামীকে মার্গেটপুলিশে লইয়া গেল।





অষ্টম রঙ্গ

খুনী মামলা।

মার্গেট সহরের পুলিশ-কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত। আসামী উইলিয়ম ব্যাঙ্কেস্। অভিযোগ নারীহত্যা।

যাহাদিগকে সাক্ষীশ্রেণীতে তলব করা হইয়াছিল, তাহারা হাজির হইয়া দস্তুরমত জবানবন্দী দিল। অভিযোগপক্ষে বারিষ্টার ছিলেন, জ্যাক্সন্ ও ম্যাথিউ। সাক্ষিগণ খুন করিতে দেখিয়াছে, এমন কথা বলিতে পারিল না, মিষ্টার ম্যাথিউ তাহাদিগকে জেরা করিয়াছিলেন, জেরাতেও সাক্ষীদের খেলাপ হয় নাই। মোকদ্দমা দায়রা-সোপর্দ্দ হইয়াছিল, সেখানেও ঐ দুইজন বারিষ্টার। সেখানেও সাক্ষিগণের প্রতি পূর্ব্ববৎ জেরা। অবস্থাঘটিত প্রমাণাদি শ্রবণে জুরীরা আসামীকে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করেন, বিচারপতি তাঁহাদের অভিপ্রায়ে অনুমোদন করিয়া আসামীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন।

ম্যাথিউ সাহেব যখন মোকদ্দমা চালাইতে যান, তৎপূর্ব্বে তাঁহার একজন আইনজ্ঞ বন্ধুকে মোকদ্দমার বিবরণপত্র দেখাইয়া পরামর্শগ্রহণ করিয়া-

ছিলেন। সেই বন্ধুর নাম ল্যানবার্ড। উভয়ে যখন কথোপকথন হয়, সেই সময় ল্যান্‌বার্ড বলিয়াছিলেন, "আমি যেন বুঝিতেছি, এই আসামী নিরপরাধী,—সম্পূর্ণ নিরপরাধী।" ম্যাথিউ বলিয়াছিলেন, "তাহাই বোধ হয় বটে, কিন্তু সাক্ষিগণের বাক্য শ্রবণ না করিলে নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যায় না।"

"যেদিন দায়রার বিচার শেষ হইবে, সেইদিন তোমাকে আমি টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ পাঠাইব" ল্যানবার্ডকে এই কথা বলিয়া মিষ্টার ম্যাথিউ মোকদ্দমা করিতে গিয়াছিলেন। যেদিন সেসনের বিচার শেষ হইবার কথা, সেইদিন বেলা দুই প্রহরের সময় মিষ্টার ল্যান্‌বার্ড অতিশয় চঞ্চল হইয়াছিলেন। দুই প্রহরের পরেই টেলিগ্রাফ্ আফিসের এক ছোক্‌রা আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানা টেলিগ্রামের খাম দিয়া গেল। খামখানি হাতে করিয়াই তিনি খানিকক্ষণ কি ভাবিলেন; ভাবিতে ভাবিতে বুঝিলেন, আশঙ্কাই বুঝি সত্য, নির্দ্দোষী লোক বুঝি বা প্রাণ হারায়। •

কম্পিত-হস্তে খামখানি তিনি খুলিলেন। লেখা ছিল, "অপরাধী।" আমি যাইতেছি।"

মিষ্টার ল্যান্‌বার্ড অস্থির হইলেন; যাহা ভাবিতেছিলেন, তাহাই ঠিক হইল; নির্দ্দোষী লোক মারা যাইবে! ম্যাথিউ আসিয়া উপস্থিত হইলে, বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন, সেই প্রত্যাশায় আরও অধীর হইয়া রহিলেন।

সন্ধ্যার সময় ম্যাথিউ আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার শুষ্কবদন দর্শন করিয়া ল্যান্‌বার্ড বুঝিতে পারিলেন, ইঁহার প্রাণেও আঘাত লাগিয়াছে; ত্বরিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মুখ শুকাইয়াছে কেন?"

ম্যাথিউ উত্তর করিলেন, "অগ্রেই জানাইয়াছি। আসামীর অপরাধ সাব্যস্ত হইয়াছে;—ফাঁসীর হুকুম। আহা! গরীব বেচারা! পূর্ব্বে তুমি

যাহা বলিয়াছিলে, আমিও এখন বুঝিতেছি, তাহাই যথার্থ। লোকটা নির্দ্দোষী। আহা! নির্দ্দোষীলোকের ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে! কথাটা বলিই বা কাহাকে?—যাহাকে বলিব, সেই ব্যক্তিই হাস্য করিবে; আমাকেই পাগল বিবেচনা করিবে। সাক্ষীরা ভুল বলিয়াছে, জুরীরা ভুল বুঝিয়াছেন, জজেরও ভুল হইয়াছে, কেবল তুমি আর আমি ঠিক বুঝিতেছি। ইহা কি কখনও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? হায় হায়! এখন আমার অনুতাপ আসিতেছে।"

ল্যান্‌বার্ড বলিলেন, "তোমার অনুতাপ আসিতেছে কেন?"

ম্যাথিউ বলিলেন, "আমি সাক্ষিগণের জবানবন্দী লইয়াছি, আমিই তাহাদিগকে জেরা করিয়াছি, তাহাতেই জুরীরা অপরাধ সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইহা কি আমার দোষ নয়?"

ল্যান্‌বার্ড বলিলেন, "তোমার দোষ কি? বারিষ্টারের যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই তুমি করিয়াছ। আসামীর যাহাতে গুরুতর দণ্ড হয়, বক্তৃতা করিয়া তাহা কি তুমি জুরীগণকে বুঝাইয়া দিয়াছিলে?"

ম্যাথিউ উত্তর করিলেন, "না,—আমি বক্তৃতা করি নাই; বক্তৃতা করিয়াছিলেন, মিষ্টার জ্যাক্‌সন।"

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ল্যানবার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "হোম-সেক্রেটারীর নিকট আপীল করিবার কোন বন্দোবস্ত করিয়াছ কি?"

ম্যাথিউ বলিলেন, "সাহস হইতেছে না। জুরীগণের মতভেদ হয় নাই, তাহারা সকলে সমবেত বাক্যে একপ্রকার রায় দিয়াছেন, জজের মতের সহিতও অনৈক্য হয় নাই।"

ল্যান্‌বার্ড বলিলেন, "তবে আর চারা কি? নির্দ্দোষী লোকের প্রাণদণ্ড হইবে, বড়ই আক্ষেপের কথা।"

ম্যাথিউ বলিলেন, "কেবল আক্ষেপ নয়, আরও বেশী। তুমি বলিলে, চারা কি? আমিও বুঝিতেছি, চারা নাই; কিন্তু নির্দ্দোষীলোকের ফাঁসী

হইবার পর ভবিষ্যতে যদি প্রকৃত হত্যাকারী বাহির হয়, তাহা হইলে আপসোস্ ও অনুতাপ আরও শতগুণে বৃদ্ধি হইবে।”

ল্যান্‌বার্ড এই সময় হুইস্কি সরাপে সোডা মিশাইয়া ম্যাথিউকে পান করিতে দিলেন, এক চুমুকে তাহা পান করিয়া ম্যাথিউ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, “আহা! যেদিন ফাঁসীর হুকুম হয়, বেচারা সেদিন কিছুই খায় নাই। অবসরক্রমে আমি একটা বিস্কুটের বাক্স তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিয়াছিলাম, মাথা নাড়িয়া সে তাহা গ্রহণ করে নাই. একবার চাহিয়া দ্বিতীয়বার সে দিকে চাহেও নাই। ওঃ! আমার একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। মানুষের ত কথাই নাই, একটী কুকুর একবার আমাদের করুণা উদ্দীপন করিয়াছিল। একটী লোকের বৃহৎ একটী শীকারী কুকুর ছিল। কুকুরটী তাহার মনিবকে বড়ই ভালবাসিত, কখনও তাহার গায়ে উঠে নাই, আঁচড়ায় নাই, সঙ্গছাড়া হয় নাই, সর্ব্বক্ষণ প্রভুভক্তি দেখাইত। তাহার প্রভু একদিন মাতাল হইয়া বিনা দোষে তাহার মস্তকে ও চক্ষে সপাসপ চাবুক বসাইয়া দেয়; হু হু করিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। বাড়ার লোকেরা সেই কুকুরকে সেই অবস্থায় ভাল ভাল খাদ্যদ্রব্য খাইতে দিয়াছিল, কুকুর তাহা স্পর্শও করে নাই; একদিন পরে কুকুরটী মরিয়া গিয়াছিল। বিনা দোষে, বিনা রোগে মরিবার পূর্ব্বে—অপরের নিষ্ঠুরতা স্মরণ করিয়া পশুজাতি যখন উপবাস করিয়া মরে, তখন মানুষের ত কথাই নাই।”

ল্যান্‌বার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, “সাক্ষীরা তো কেহ স্বচক্ষে খুন করিতে দেখে নাই, কিরূপে খুন হইল, তাহা স্থির হইল কিরূপে?”

ম্যাথিউ বলিলেন, “ডাক্তারের কথায়।—ডাক্তার সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, গলা টিপিয়া মারা;—বিবি মান্টকের গলায় বড় বড় অঙ্গুলির দাগ বসিয়াছিল।”

ল্যানবার্ড বলিলেন, “তাহা যেন হইতে পারে, কিন্তু কোন্ ব্যক্তি গলা টিপিয়া মারিয়াছে, তাহাই এখনকার সমস্যা।”

সত্য হউক, মিথ্যা হউক, উইলিয়ম ব্যাঙ্কেসকে আসামী বলিয়া গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, মোকদ্দমা সেসনে অর্পিত হইয়াছিল, উইলিয়মের ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে, তিন সপ্তাহ পরে ফাঁসী হইবে, এইরূপ অবধারিত।





নবম রঙ্গ

এক জোড়া বদ্‌মাস।

উইলিয়মের ফাঁসির হুকুম হওয়াতে ল্যান্‌বার্ড ও ম্যাথিউ অতিশয় মনোবেদনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথার্থ অপরাধী কে, তাহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা উভয়ে বিস্তর চেষ্টা করেন, লণ্ডনে কোন তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া,লুসা মার্টকের স্বামী চারলস্‌কে সংবাদ দিবার অভিপ্রায়ে মিষ্টার ল্যান্‌বার্ড মার্শেলিস-বন্দরে যাত্রা করিলেন, মিষ্টার ম্যাথিউ মার্গেট বন্দরে রহিলেন।

মার্শলিসে এক জোড়া বদ্‌মাস অনেক দিবসাবধি অদ্ভুত কৌশলে চুরী, জুয়াচুরী, দাগাবাজী, জুয়াখেলা ইত্যাদি দুষ্কার্য্য করিয়া বেড়াইতেছিল। এক জন পুরুষ, এক জন স্ত্রীলোক। পুরুষের নাম জ্যাকুইস্, স্ত্রীলোকের নাম মেরী। জ্যাকুইস্ সেই মেরীকে বিবাহ করিবে বলিয়া আপন পাপকার্য্যের সহকারী করিয়াছিল, কিছুদিন ইংলণ্ডে নানা খেলা খেলিয়া ফরাসী রাজ্যে লইয়া গিয়াছিল, সেখানেও বিবাহ করে নাই, ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া বিবিধ পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাদের কিছুমাত্র সম্বল ছিল না, দিনান্তে আহার জুটিত না, সামান্য কুটীরে বাস করিয়া ভিক্ষা করিবার ছলে পথিক লোকের সর্ব্বস্ব হরণ করিতে বাহির হইত; গাঁট কাটিয়া অথবা চুরী করিয়া যাহা কিছু পাইত, জ্যাকুইস্ তাহা জুয়াবাজীতে উড়াইয়া দিত। পথিক

লোকদিগকে যে প্রকারে ধরিত, তাহার দুই একটা উদাহরণ এই স্থলে প্রদর্শিত হইল।

ইংরাজজাতির উপরে ফরাসী-জাতির অত্যন্ত ঘৃণা; জ্যাকুইস্ নিজেও ফরাসী; প্রকাশ্য রাজপথে কিংবা অন্ধকার গলীতে কোন ইংরাজ পথিক একাকী ভ্রমণ করিতেছে, দেখিতে পাইলে জ্যাকুইস তাহাকে ধাক্কা মারিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিত, বেদম প্রহার করিয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলিত, মেরী সেই অবসরে মূচ্ছিত লোকের পকেট হইতে যাহা কিছু পাইত, বাহির করিয়া লইয়া অগ্রে পলায়ন করিত, তাহার পর জ্যাকুইস্ শূন্য-হস্তে তাহার অনুগামী হইত। এইরূপে অনেক ইংরাজের নগদ টাকা, ঘড়ী, চেইন, অঙ্গুরী ইত্যাদি মূল্যবান বস্তু তাহারা চুরী করিয়াছিল। টাকা অনেক পাইয়াছিল, কিন্তু অভাব ঘুচে নাই; জুয়া-খেলায় সমস্তই উড়িয়া যাইত।

দরিদ্রতার পীড়ন অসহ্য। মূর্খলোকে দুরবস্থায় পতিত হইলে তাহাদের অনেক প্রকার কুমৎলব জোগায়; ক্ষুধার উৎপীড়নে আরো অধিক ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর মৎলব উপস্থিত হয়। বুদ্ধি তখন বহুরূপীর খেলা করে।

একদিন সন্ধ্যার সময় একটী ভদ্রলোক একটা অন্ধকার পথ দিয়া যাইতেছিলেন, জ্যাকুইস্ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া গুরুতর প্রহারে অচেতন করে, লোকটী মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া থাকেন, সত্যই যেন মরিয়াছেন, এইরূপ অনুমান করিয়া জ্যাকুইস্ তাঁহার নাসিকায় ও বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া পরীক্ষা করে; মেরীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলে, "মরে নাই রে, মরে নাই; নিশ্বাস আছে, তুই দুটো পা ধর্, আমি মাথাটা ধরি, চল্ ইহাকে আড্ডায় নিয়া যাই।"

তাহারা তাহাই করিল, আড্ডায় লইয়া গিয়া, লোকটীর পকেটের সমস্ত জিনিস বাহির করিয়া লইল। অনেকক্ষণ পরে লোকটীর চৈতন্য হয়, তিনি পকেটে হাত দিয়া দেখেন, কিছুই নাই, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হতাশে বলিয়া উঠেন, "আমি কোথায়?"

মুখের কাছে বসিয়া জ্যাকুইস্ বলিল, "ভয় নাই, আপনি বন্ধুলোকের কাছেই আছেন। আপনাকে ডাকাতে ধরিয়াছিল, হয় ত মারিয়া ফেলিত, আমি ও আমার স্ত্রী হঠাৎ সেই সময় সেইখানে উপস্থিত হওয়াতে ডাকাত পলাইয়া যায়, আমরা আপনাকে আমাদের বাড়ীতে আনিয়া যত্ন করিয়া রাখিয়াছি। যদি একটু আগে আমরা সেখানে পৌঁছিতে পারিতাম, তাহা হইলে আপনার জিনিসগুলি রক্ষা হইতে পারিত।"

ভদ্রলোকটী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জ্যাকুইস্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের ঘরে ব্র্যাণ্ডি আছে?"

চক্ষে জল আনিয়া জ্যাকুইস্ বলিল, "হায় হায়! ব্র্যাণ্ডি আমরা কোথায় পাইব? আজ দুদিন আমাদের আহার হয় নাই। আমরা বড় গরিব। আধখানি রুটী কিনি, তেমন সংস্থান পর্য্যন্ত নাই!"

এক পাত্র ঠাণ্ডা জল পান করিয়া, প্রাণরক্ষার জন্য তাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ভদ্রলোকটী উঠিয়া বসিলেন। মেরী বলিল, "একখানা ঠিকা গাড়ী ডাকিয়া দিই, আপনি বাড়ী যান, এমন জঘন্য স্থানে ভদ্রলোকে বেশীক্ষণ থাকিতে পারেন না।"

গাড়ী ডাকা হইল, "কল্য আমি তোমাদের নামে পত্র পাঠাইব, এই কথা বলিয়া, গাড়ীতে উঠিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। পরদিন ডাকের চিঠি আসিল। চিঠিতে শত শত ধন্যবাদ, আর পাঁচ শত ফ্রাঙ্ক * মুদ্রার ব্যাঙ্ক নোট।

জোড়া বদ্‌মাস এই রকম ব্যবসা চালাইতেছিল, কিন্তু একটী কপর্দ্দকও সঞ্চয় করিতে পারে নাই। যে সময়ে মিষ্টার ল্যান্‌বার্ড মার্শেলিস্ বন্দরে আইসেন, ঐ জুয়াচোরেরা সেই সময় সেই খানেই ছিল, প্রতিদিন রেলওয়ে ষ্টেশনে তাহারা ওৎ করিয়া থাকে, নিত্য নিত্য নূতন রকম পোষাকবদ্‌লায়,

---

* ফ্রাঙ্ক—সাড়ে নয় পেন্স।

কোন ইংরাজ ভদ্রলোক একটী সেই ষ্টেশনে নামিলে তাহারা পাছু লয়, নূতন নূতন কৌশলে আপনাদের মতলব হাঁসিল করে। মিষ্টার ল্যান্‌বাড ষ্টেশনে নামিয়া, পোর্টম্যাণ্টটী হাতে করিয়া প্লাটফরমে বেড়াইতেছেন, জ্যাকুইস্ ধা করিয়া একটু তফাতে সরিয়া গেল, মেরী একখানা রুমাল চক্ষে দিয়া কাঁদো কাঁদো মুখে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কাতর বচনে বলিল, "মহাশয়, আমরা বড় বিপদে পড়িয়াছি, আপনি একবার ষ্টেশনের বাহিরে আসুন, দুঃখের কথা আপনাকে জানাইব।"

দুঃখিণী স্ত্রীলোকের কথায় কোন সন্দেহ না ভাবিয়া মিষ্টার ল্যানবার্ড তাহার সঙ্গে বাহিরে গেলেন, একটা বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া পুনর্ব্বার চক্ষে রুমাল দিয়া মেরী বলিতে লাগিল, "মহাশয়! আপনার কাছে আমি কিছু সাহায্য চাই, টাকা চাহি না, ভিক্ষা চাহি না, আপনি দয়া করিয়া একবার আমাদের কুটীরে চলুন। আমরা সম্প্রতি এখানে আসিয়াছি, নিকটেই থাকি,—আমি আর আমার ভগিনী। আমার ভগ্নীর বড় সঙ্কটাবস্থা। আজ কাল এখানে জ্বরের বড় প্রাদুর্ভাব,—ইনফ্লুএনজা জ্বর;—ছোঁয়াচে রোগ: ভগ্নীর ইনফ্লুএনজা হইয়াছে, এমন আপনি মনে করিবেন না,—রেলওয়ের দুর্ঘটনা;—আমার ভগ্নীর মস্তকে ভয়ানক আঘাত লাগিয়াছে। আপনি ইংরাজ, ইংরাজের শরীরে দয়া অধিক, সেই জন্য-ই—

ল্যান্‌বার্ড বলিলেন, "তুমি কি ডাক্তার অন্বেষণ করিতেছ? আমি ডাক্তার নই।"

মেরী বলিল, "না গো না, ডাক্তার আমাদের আছে, খুব ভাল একজন ইংরাজ ডাক্তার। তিনি ভাল রকম ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু ভগ্নী বোধ হয় বাঁচিবে না। যে যন্ত্রণা গো, মরিলেই ভাল হয়। আমি আপনার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি, আপনি একবার সেইখানে চলুন। একখানি উইলের কথা। ভগ্নীর এখনো বেশ জ্ঞান আছে, তিনি উইল করিবেন।"

ল্যানবাড বলিলেন, "তবে কি তুমি একজন উকীল চাও? আমি ওকালতী করি না, আইনকানুন ভাল বুঝি না।"

মেরী বলিল, "না গো না, উকীল আমি চাই না। উইল লেখা-পড়া হইয়া গিয়াছে। দুইজন ভদ্রলোক সাক্ষী চাই। যে ডাক্তারটী চিকিৎসা করিতেছেন, তিনি একজন সাক্ষী, আর একজন ভদ্রলোক দরকার, আমরা এখানে নূতন আসিয়াছি, এখানকার লোকের উপর আমার বিশ্বাস হয় না; ইংরাজের উপরেই আমার পূর্ণ-বিশ্বাস।"

ল্যানবাড বলিলেন," এই কার্য্য যদি হয়, তাহাতেই যদি তোমার উপকার হয়, তবে চল।"

উভয়ে চলিলেন। একটা অন্ধকার গহ্বরের নীচে জ্যাক্ লুইসের আড্ডা। প্রবেশদ্বারের নিকটে জ্যাকুইস দাঁড়াইয়া ছিল, শীকার সম্মুখাগত দেখিয়া, সে তৎক্ষণাৎ ঔষধ প্রয়োগ করিল, তীব্র ক্লোরোফর্ম্ম ল্যানবাড অজ্ঞান হইলেন। দুজনে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেল, একখানা কোচের উপর শয়ন করাইয়া মেরী তাঁহার পার্শ্বে বসিল। জ্যাকুইস্ খুব শক্ত শক্ত লৌহ-শৃঙ্খলে তাঁহার কটিদেশ বন্ধন করিয়া দেয়ালের আঙ্গটার সঙ্গে বান্ধিয়া রাখিল। যথাসময়ে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া ল্যান্‌বাড নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন, ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন; আরো দেখিলেন, পার্শ্বদেশে মেরী উপবিষ্টা, একধারে জ্যাকুইস দণ্ডায়মান। তাঁহার জ্ঞান হইয়াছে দেখিয়া জ্যাকুইস কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিল।

ল্যানবাড বলিলেন," প্রতারণা করিয়া কেন তোমরা আমাকে ধরিয়াছ? আমার একজন বন্ধু একটা খুনী মামলায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি নির্দ্দোষী, বিনা দোষে তাঁহার ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে, এই বন্দরে আমার আলাপী লোক আছে, সেই ব্যক্তি আমার সেই নির্দ্দোষী বন্ধুর পক্ষে সাফাই দিতে পারিবে, তাহারই সন্ধানে আমি আসিয়াছি। তোমরা আমাকে

ছাড়িয়া দেও, আমি ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি, আমার কার্য্য শেষ হইলে তোমরা যাহা চাও, তাহাই আমি দিব।" এই বলিয়া পকেট হইতে এক-খানি খবরের কাগজ বাহির করিয়া জ্যাকুইসের হস্তে প্রদান করিলেন;—বলিলেন, "পড়িয়া দেখ, এই কাগজেই সেই খুনী মাম-লার বিচারের রিপোর্ট আছে।"

কাগজখানি খুলিয়া জ্যাকুইস্ কেবল বড় বড় হেডিংগুলি দর্শন করিল, ভাল লাগিল না, কাগজখানা মেরীর কোলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। মেরী কয়েক ছত্র পাঠ করিয়া যখন আসামীর নাম দেখিতে পাইল, তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া মূচ্ছিতা হইয়া পড়িল। জ্যাকুইস সেই দিকে চাহিয়াই তথা হইতে ছুটিয়া বাহির হইল।

মূর্চ্ছাভঙ্গ হইবার পর উঠিয়া বসিয়া মেরী আবার চক্ষে রুমাল ঢাকা দিল, হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। ল্যান্‌বার্ড বলি-লেন, "বাহবা বাহবা! এটা আবার কিরূপ?—দেখিতেছি, তুই যেন নাচ-ঘরের নটী, যখন যে রকম আবশ্যক হয়, তখনি সেই রকম খেলা করিতে পারিস্? খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে মূর্চ্ছা আসিল, কান্না আসিল, হাঁপ আসিল, বহুৎ তাড়িপ?"

কাঁদিয়া কাঁদিয়া মেরী বলিল, "নটীগিরী আমি জানি, এখন কিন্তু সে বিদ্যা আমার নাই। আপনার কাছে আমি একটা মিথ্যাকথা বলিয়াছি; আমার ভগ্নী মরণাপন্ন, সে কথাটা মিথ্যা; আমার ভাই মরণাপন্ন।"

হাস্য করিয়া ল্যান্‌বার্ড বলিলেন, "তোর আবার ভাই আছে? কোথায় তোর ভাই? ঐ যে লোকটা যার নাম জ্যাকুইস, সে তোর স্বামী হয়; তোর মুখে শুনি নাই, তারি মুখে শুনিয়াছি। সেটাও কি মিথ্যা? সেই কি তোর ভাই?"

মেরী বলিল, "না গো না, সে আমার ভাই নয়। আপনি বলিলেন, আমার ভাই মরণাপন্ন।"

বিস্মিত হইয়া ল্যান্‌বার্ড বলিলেন, "ফের মিথ্যাকথা? কখন্ আমি বলিলাম?"

মেরী বলিল, "আপনার এক বন্ধুর ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে, খবরের কাগজেও তাহাই দেখিলাম। যাহার ফাঁসীর হুকুম, সেই আমার ভাই। তাহার নাম উইলিয়ম ব্যাঙ্কেস্, আমার নাম মেরী ব্যাঙ্কেস্। আপনি আমার ভাইকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে আসিয়াছেন, আমিও আপনাকে বাঁচাইব, আপনার বন্ধন খুলিয়া দিব।"

"উইলিয়ম ব্যাঙ্কেস তোর ভাই, এ কথাটা কিরূপে আমি বিশ্বাস করিব?" ল্যান্‌বার্ডের এই প্রশ্নে মেরী উত্তর করিল, "তাহার চেহারা যদি আমি বলিতে পারি, ছেলেবেলা আমরা দুইজনে যে স্কুলে পড়িয়াছি, যে সকল খেলা করিয়াছি, তাহা যদি আপনাকে শুনাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে বিশ্বাস হইবে ত?"—মেরী বাস্তবিক উইলিয়মের চেহারা ঠিক ঠিক বলিল, ছেলেবেলার গল্পও বলিল, জেরাতেও খেলাপ হইল না।

ল্যান্‌বার্ড বিস্ময়াপন্ন হইলেন। চকিতনয়নে মেরীর মুখপানে চাহিয়া সন্দেহে সন্দেহে তিনি বলিলেন, "উইলিয়ম তোর ভাই, এ কথা হয় ত সত্য হইতে পারে, কিন্তু তুই আমার বন্ধন মোচন করিয়া দিবি, তাহা আমি কেমন করিয়া সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব?"

ক্লোরোফরমের প্রভাবে ল্যান্‌বার্ড যখন অজ্ঞান হইয়াছিলেন, অজ্ঞান অবস্থায় জ্যাকুইস যখন তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সেই সময় তাঁহার পোর্টমেণ্ট খুলিয়া জিনিসপত্র অন্বেষণ করিয়াছিল, টাকা অতি অল্প, পরিধেয় বসন অনেকগুলি, তাহার মধ্যে একখানা চেক-বহি! কাপড়ে জ্যাকুইসের দরকার ছিল না, টাকাগুলি বাহির করিয়া লইয়া, চেক্‌বহিখানা বন্দীর সম্মুখে ধরিয়া মেরী বলিল, "ইহার একখানা চেকে দস্তখৎ করুন, একশত পাউণ্ড অঙ্কপাত করুন, জ্যাকুইসের নামে টাকা

দিবার বরাত লিখুন। এই কার্য্যটী করিলেই আমি আপনাকে মুক্ত করিয়া দিতে পারিব।"

ল্যান্‌বার্ড বলিলেন, "আয় আয়, আমার কাছে সরিয়া আয়—তোর কাণে কাণে আমি একটা পরামর্শ বলিব।"

মেরী তাঁহার মুখের কাছে সরিয়া গিয়া বসিল, তিনি তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া সক্রোধে বলিলেন, "পিশাচি! নরকের কীট! এতদূর দুষ্ট বুদ্ধি তোর? এই খেলা খেলিবার জন্য তুই এত বাগ্‌জাল বিস্তার করিতেছিলি? চেকখানা হাতে পাইলেই তুই তোর সেই পাষণ্ড স্বামীকে ডাকিয়া আনিবি, সে আসিয়া আমার প্রাণবিনাশ করিবে। কেমন, এই মৎলব নয়?"

সরলভাব দেখাইয়া বিনীতবচনে মেরী বলিল, "না গো না, তাহা আমি করিব না; আমি তোমাকে নিশ্চয় খালাস করিয়া দিব। তুমি আমার ভাইকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিও।"

এই কথা শুনিয়া ল্যান্‌বার্ডের ক্রোধ আরও বাড়িয়া উঠিল, আরো জোরে গলা টিপিয়া ছুড়ীটাকে তিনি দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। ভূতলে গড়াগড়ি খাইয়া মেরী কেবল সতৃষ্ণ-নয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

ল্যান্‌বার্ড বলিলেন, "দাড়া,—উঠিয়া দাড়া;—আবার আমার কাছে আয়, কি তোদের মৎলব, খোলসা করিয়া আমাকে বল্।"

অঙ্গের ধুলা ঝাড়িয়া, মেরী আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া আবার তাঁহার নিকটে গেল, নিকটে বসাইয়া তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে লোকটা কোথায় গিয়াছে, চেক লইয়া সে আমাকে মারিয়া ফেলিতে চায় কি না, তাহা কি তুই জানিস্?"

মেরী বলিল, "তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে খালাস করিব। জ্যাকুইস এখানে থাকিলে সে কাজ আমি করিতে পারিব না।

চেকখানা দস্তখৎ করিয়া দাও, চেক লইয়া জ্যাকুইস ইংলণ্ডে চলিয়া যাক্, আমি একাকিনী হইলে আর কোন ভয় থাকিবে না। তাহার পর তুমি ইংলণ্ড ব্যাঙ্কে টেলিগ্রাম করিয়া উহাকে চেকের টাকা দিতে নিষেধ করিয়া দিও।"

একটু চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, "তাহাই করিব, তাহাই করিব, কিন্তু সে লোকটা তোর স্বামী, তাহাকে আমি পুলিশের হাতে ধরাইয়া দিব না।"

সতেজ-নয়নে চাহিয়া মুক্তকণ্ঠে মেরী বলিল, "সে আমার স্বামী নয়।"

চমকিত হইয়া ল্যানবার্ড বলিয়া উঠিলেন, "কি?—স্বামী নয়?—কি তবে?—কে সে?"

মেরী বলিল, সে একজন জুয়াচোর—ভয়ানক জুয়াচোর,—ডাকাত, ভয়ঙ্কর বদ্‌মাস! সে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তাহার সঙ্গে মিশিয়া আমি অনেক পাপকার্য্য করিয়াছি;—করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

এই বলিয়া মেরী তখন আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। সমস্ত শ্রবণ করিয়া ল্যান্‌বার্ডের ভ্রম ঘুচিল, বিনা সন্দেহে তিনি তখন একশত পাউণ্ডের চেক সহী করিয়া দিলেন। জ্যাকুইস একটু তফাতে ছিল, চেক্ লইয়া মেরী সহাস্যবদনে তাহার হাতে দিল, সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেসন পর্য্যন্ত গিয়া তাহাকে রেলগাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিল। জ্যাকুইস ইংলণ্ডে চলিয়া গেল।

গহ্বরে ফিরিয়া আসিয়া মেরী একখানা উখা দিয়া শিকল কাটিয়া ল্যান্‌বার্ডের বন্ধন মোচন করিয়া দিল। মেরীর প্রতি তখন তাঁহার অখণ্ড বিশ্বাস জন্মিল। তিনি বলিলেন, "আর এখানে থাকা নয়, জুয়াচোরের সঙ্গে থাকিলে তোমাকে মহা বিপদে পড়িতে হইবে। তুমি আমার সঙ্গে ইংলণ্ডে চল, আমি সেখানে তোমার চাকরী করিয়া দিব, কিংবা আমি নিজেই

তোমাকে রাখিব, বদমাস্ জ্যাকুইস এইবার উত্তম শিক্ষা পাইবে। আমি তোমাকে বুঝিতে না পারিয়া প্রহার করিয়াছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তুমি আমার উপকারিণী ভগ্নী, আমাকে একটী চুম্বন দাও।" এই বলিয়া স্বস্নেহে মেরীকে তিনি চুম্বন করিলেন।

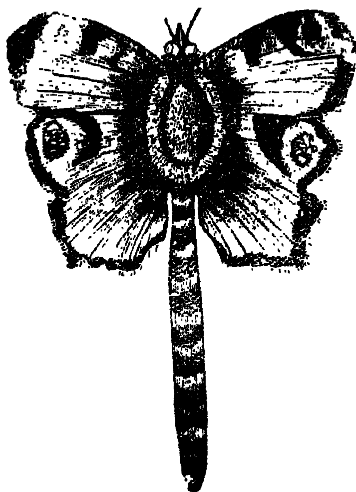
মেরী লজ্জিত হইল; সলজ্জ বদনে বলিল, "আমি পাপী,—মহাপাপী, গলা টিপিয়া আমাকে ফেলিয়া দিয়া মন্দ কার্য্য করেন নাই, মারিয়া ফেলিলেও আমি সুখী হইতাম। পাপিষ্ঠ জ্যাকুইস আমাকে বিস্তর যন্ত্রণা দিয়াছিল, মাতাল হইয়া নিত্য নিত্য আমাকে চোরের অধিক প্রহার করিত, আজিও আমার গায়ে এই সকল প্রহারের দাগ আছে।"

ল্যান্‌বার্ড বলিলেন, "সে সব কথা এখানে নয়, চল, আমরা এই নরক-কুণ্ড হইতে বাহির হই, বোকেজ হোটেল এখান হইতে দূর নয়, দুটী রাস্তা পার হইলেই সেই হোটেল পাওয়া যাইবে, চল আমরা সেইখানে যাই, কল্য ইংলণ্ডে চলিয়া যাইব।"

মেরী আপনার জিনিসগুলি খুব বড় একটা চামড়ার ব্যাগে পূর্ণ করিয়া লইল। ল্যানবার্ড বলিলেন, "তোমার ব্যাগটা ভারী হইল, ওটা আমি লই, আমার ব্যাগটা হাল্কি আছে, এটা তুমি লও।"

উভয়ে বোকেজ হোটেলে গিয়া পৌঁছিলেন, হোটেলে একটী ঘর ভাড়া লওয়া হইল। খানা প্রস্তুত করিবার হুকুম দিয়া মিষ্টার ল্যানবার্ড একবার হোটেল হইতে বাহির হইলেন। মার্শেলস সহরে ইংলণ্ড-ব্যাঙ্কের একটী শাখা আফিস আছে, অগ্রে তিনি সেই আফিসে গিয়া চেকের টাকা বন্ধ করিবার উপদেশ দিলেন, সেই আফিসের কর্ত্তারা তৎক্ষণাৎ সেই মর্ম্মে ইংলণ্ড ব্যাঙ্কে টেলিগ্রাম পাঠাইলেন। অতঃপর, ল্যান্‌বার্ড পুলিশে গিয়া এজাহার দিয়া দস্তুরমত বন্দোবস্ত করিলেন, তাহার পর টেলিগ্রাফ আফিসে গিয়া নিজের দুই একটী বন্ধুকে টেলিগ্রাম পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এই সকল কার্য্য শেষ হইলে তিনি হোটেলে গিয়া আহারাদি করিলেন।

কার্য্যগতিকে তাঁহাকে তিনদিন সেই হোটেলে বাস করিতে হইল। চতুর্থ দিবস মেরীকে লইয়া তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। তথায় বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানাইয়া মেরীকে আপন ভবনে রাখিয়া তিনি পুনর্ব্বার মার্শেলিস বন্দরে যাত্রা করেন, তথা হইতে পুনর্ব্বার ইংলণ্ডে আসিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। ইংলণ্ড ব্যাঙ্কে চেক ভাঙ্গাইতে গিয়া জ্যাকুইস পুলিশের হস্তে গ্রেপ্তার হয়। তথা হইতে মার্শেলিস চালান হইয়াছিল; সকল অপরাধের ফরিয়াদী উপস্থিত ছিল না, সুতরাং শেষোক্ত দাগাবাজী অপরাধে তাহার কঠিন শ্রমসহ দুই বৎসর কারাবাস। মিষ্টার ল্যানবার্ড সেই সংবাদটা মেরীকে জানাইলেন; দণ্ড অল্প হইলেও মেরী সন্তুষ্ট হইল।





দশম রঙ্গ

কিঙ্করী ও বানরী।

ল্যান্‌বার্ড ও ম্যাথিউ, এই দুই বন্ধুতে উইলিয়ম ব্যাঙ্কেস্‌কে নির্দ্দোষী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কি সূত্রে কোথায় সাফাই পাওয়া যায়, তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত ল্যান্‌বার্ড একাকী মার্শেলিস বন্দরে যাত্রা করিয়াছিলেন, পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে পাঠক মহাশয় তাহা পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। বারিষ্টার ম্যাথিউ লণ্ডনে ছিলেন। অন্যান্য লোকের মকদ্দমায় তাঁহার এক-দিনও অবকাশ ছিল না, সুতরাং তিনি অকুক্ষেত্র মার্গেট নগরে যাইতে পারেন নাই। সেপ্টেম্বর মাসের শেষে একদিন তাঁহার কেরাণী তাঁহাকে জানাইল, আগামী কল্য তাঁহার কোন মক্কেলের কোন মকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হইবে না, অতএব সে দিনটী তিনি অবসর পাইলেন, পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার ট্রেণে মার্গেটে উপস্থিত হইলেন। বারিগল হোটেলের ২৩ নম্বর ঘর তিনি ভাড়া লইলেন।

মিষ্টার ম্যাথিউ নিজে আপন তদন্তের বিষয় যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই এই স্থলে গ্রহণ করা হইল। তিনি লিখিয়াছেন, "বারিগল হোটেলে

আমি উপস্থিত হই, হোটেলের কিঙ্করী (chamber-maid) আসিয়া আমার অভ্যর্থনা করে। যে কিঙ্করী সেসন আদালতে উইলিয়মের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিল, যাহাকে আমি জেরা করিয়াছিলাম, সেই কিঙ্করী আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারে নাই। সে দিন আমার পরচুল পরা ছিল. গাউনটীও নূতন ধরণের ছিল। কিঙ্করী আমাকে চিনিল না। ভালই হইল, আমার সন্তোষ জন্মিল।”

একটী ঘর আমি লইলাম, কিন্তু নিজের বিষয়কর্ম্ম করিবার জন্য আর একটী ঘর লওয়া আবশ্যক বোধ হইল। শয়নঘরের পার্শ্বে আর একটী ছোট ঘর, নির্জ্জনে বসিয়া কাজকর্ম্ম করার সুবিধা হইবে বলিয়া সে ঘরটীও আমি লইয়াছিলাম; কিন্তু আশ্চর্য্য, শয়নঘরের ভিতর দিয়া সেই ঘরে যাইতে হয়, মধ্যস্থলে কেবল একটীমাত্র দরজা, অন্য কোন দিকে আর প্রবেশের দ্বার ছিল না। আর এক কথা, সেই দরজাটী দুই ঘর হইতেই খোলা যায়; চাবী দিয়াও খোলা যায়, পেঁচ ঘুরাইয়াও খোলা যায়।

যে কিঙ্করীর কথা আমি বলিলাম, সেই কিঙ্করীই আমার কাজকর্ম্ম করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। সিগারেটের ধোঁয়া উড়াইতে উড়াইতে ঘরের চিম্নার পার্শ্বস্থ বিজলী-কল আমি টিপিয়া দিলাম, তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া গেল, ঘণ্টার ধ্বনি হইল, কিঙ্করী প্রবেশ করিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তোমার নাম কি?”

কিঙ্করী।—আমার নাম ম্যাগী।

আমি।—ভূত মানো?

কিঙ্করী।—(চমকিয়া) কেন মহাশয়?

আমি।—কেন? একমিনিট হইল, এই ঘরে আমি ভূতের খেলা দেখিয়াছি!

কিঙ্করী।—(ঘরের চারিদিকে চাহিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে) ও বাবা!

আমি।—সত্যই আমি দেখিয়াছি, দুটী নারীমূর্ত্তি।—একটী রাত্রিবাস পরা, আর একটী দস্তুরমত পোষাক পরা। শেষেরটী বোধ হয় সহচরী।”

ম্যাগী।—(পাণ্ডুবদনে) ও বাবা! দুটী স্ত্রালোক! দুটী মূর্ত্তি এ ঘরে! কেবল একটী মাত্র!

আমি।—একটী মাত্র কি? বলিতে বলিতে থামিলে কেন? যদি কিছু গোলমাল থাকে, স্পষ্ট করিয়া বল। এ ঘরে যদি ভূতের উপদ্রব থাকে, তাহাতে আমি ভয় পাইব না। আছে কি না, কেবল সেইটা আমি জানিতে চাই।

ম্যাগী।—ভূতের গল্প করিতে নিসেধ আছে। হোটেলের কর্ত্তা আমাদের সকলকে সে কথা বলাবলি করিতে বারণ করিয়া রাখিয়াছেন। আপনাকে যদি কিছু আমি বলি, কর্ত্তা যদি তাহা জানিতে পারেন, তাহা হইলে আমার পক্ষে—

আমি।—সে কথা কর্ত্তার কাণে উঠিবে না। আমি স্বীকার করিতেছি, যাহা তুমি বলিবে, তাহা কেবল আমিই শুনিয়া রাখিব, আমার মুখে অপরে শুনিয়া রাখিবে না।

ম্যাগী।—(কম্পিত হইয়া) তবে বলি। এই ঘরে একটী বিবি থাকিত, তাহার নাম ছিল বিবি মাণ্টক। ঐ পাশের ঘরে বিছানার উপর কে তাহাকে খুন করিয়া গিয়াছিল।”

আমি।—ওঃ! তবেই ত ঠিক! যে দুটী ভূত আমি দেখিয়াছি, তাহাদের যদি কোন কার্য্য থাকে, তবে আমি বুঝিতেছি, এই হোটেলের দাসীগণের মধ্যে কেহ নয় কেহ সেই বিবিটীকে খুন করিয়াছে।

ম্যাগী।—(ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া মহাবিস্ময়ে) ও বাবা!—না না,—সেই বিবি—সেই বিবি—জানো কি না,—সেই বিবির একজন বন্ধু আসিয়াছিলেন;—সেই বন্ধু—মেয়েমানুষ নয়, পুরুষ মানুষ,—সেই বন্ধু তাহাকে—তাহাকে—খুন—

ঐ পর্য্যন্ত শুনিয়াই আমি বুঝিলাম, এই ম্যাগী তাহাকে খুন করে নাই। লোকের মুখশ্রী দেখিয়া প্রকৃতি নির্ণয় করা আমার অভ্যাস হইয়াছে, ম্যাগীর মুখ দেখিয়া আমার প্রত্যয় জন্মিল, ম্যাগী খুন করে নাই। সে যাহা বলিল, তাহাই সত্য বলিয়া আমি বিশ্বাস করিলাম, তখন তাহার মুখে আমি আর কোন কথা শুনিতে চাহিলাম না। সে তথাপি আপন ইচ্ছায় সেই খুনের বিস্তারিত বিবরণ আমাকে শুনাইল। নূতন কথা কিছুই পাওয়া গেল না; আদালতে যাহা যাহা ব্যক্ত হইয়াছিল, ম্যাগী কেবল তাহাই বলিল। চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনি কি করে আপনার শয়নঘরটী বদলাইয়া—"

হাস্য করিয়া আমি বলিয়াছিলাম, "বদলাইব কেন? বদলাইব না। ভূতেরা আমাকে ভয় দেখায় না। কেন জানো?—তাহাদিগকে আমি ভয় করি না।"

ম্যাগী বাহির হইয়া গেল। আহারাদি করিয়া সেই ঘরে আমি শয়ন করিলাম। নিজের ঘরে যেমন সুখে নিদ্রা হয়, সে রাত্রে সেই ঘরে সেইরূপ সুখে নির্ব্বিঘ্নে আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম; এক ঘুমেই রাত্রি প্রভাত। প্রভাতে হাজিরা খাইয়া ভূতী ঘরের চতুর্দ্দিকে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিলাম, কোথাও কোন নিদর্শন পাইলাম না। শয়নঘরের জানালাগুলি পরীক্ষা করিলাম; একদিকের একটা জানালার অর্গল ছিল না, বন্ধ করিবার দাণ্ডা ভগ্ন। সহজেই সার্সী খোলা যায়. একটা সার্সী আমি খুলিলাম, বাহিরের দিকে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, খুব মোটা নল একটা উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত বিলম্বিত শেষভাগে একটা তার পিঞ্জরাকারে নিবদ্ধ; সেই পথ দিয়া হাওয়া খেলে।

সেইটা দেখিবামাত্র বানরের কার্য্য আমার মনে পড়িল। বানরেরা কি প্রকারে নল বাহিয়া উঠে নামে, তাহা আমার ঠিক জানা ছিল না, মানুষেরা নলের গায়ে পা রাখিবার সুবিধা পায় কি না, তাহাও আমি জানি

না; জানা থাকিলে একটা সিদ্ধান্ত আসিত, কিন্তু নল বাহিয়া জানালায় আসা যায়, সেটা সত্য। জানালা বন্ধ করিয়া আমি হোটেল হইতে বাহির হইলাম।

সমুদ্রকূলে একটা প্রকাণ্ড পশুশালা। ছয় পেনস্ দর্শনী দিয়া আমি সেই পশুশালায় প্রবেশ করিলাম। পিঞ্জরে পিঞ্জরে অনেক সিংহ, অনেক ব্যাঘ্র, অনেক ভল্লুক। একটা বৃহৎ হস্তী, আরবদেশীয় একটা বৃহৎ উষ্ট্র। বানরের খাঁচা অগণ্য। একটা বৃহৎ লৌহপিঞ্জরে এক বানরী দেখিলাম, তত বড় বানরী জীবনে আমি আর কখনও দেখি নাই। দীর্ঘে ছয়ফুট, অঙ্গের লোম পিঙ্গল-বর্ণ, লম্বা লম্বা সম্মুখের পা দুইখানা খর্ব্ব, পশ্চাতের পদদ্বয় দীর্ঘ দীর্ঘ; মুখখানা কতকাংশে মানুষের মুখের মতন। মোটা মোটা শিকলে তাহার পা বাঁধা, কোমর বাঁধা, গলা বাঁধা। বানর-বানরীকে তেমন করিয়া বাঁধিয়া রাখে, তাহা আমি জানিতাম না; কোথায় দেখিও নাই। একটা লোক সেই পশুশালার অধ্যক্ষ। তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই বানরীটী কোন্ দেশ হইতে আনা হইয়াছে, ইহাকে এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখা হই-য়াছে কেন?"

লোকটা প্রথমে বলিল, "ইহার ইতিহাস আমরা কাহাকেও বলি না। আমার কৌতূহল আরো বৃদ্ধি হইল। আমি তাহাকে অর্দ্ধ ক্রাউন (আড়াই শিলিং) বক্‌সিস্ দিয়া খুসী করিয়া, বৃত্তান্ত জানিয়া লইলাম। আমেরিকার জঙ্গলে সেই বানরী রুগ্ন অবস্থায় পড়িয়াছিল, সেই সময় জাল ঘিরিয়া ধরা হইয়াছে। এখানকার লোকে ইহাকে বনমানুষ বলিয়া অবধারণ করে। ইহার শরীরে বিলক্ষণ বল, বড় বড় পালোয়ানেরা ইহাকে ধরিয়া আটকাইয়া রাখিতে পারে না। ছয় মাস হইল, ইহাকে এখানে আনা হইয়াছে, ছয় মাসের মধ্যে ছয়বার কাটগড়া ভাঙ্গিয়া পলাইয়া গিয়াছিল, বহু কষ্টে ধরা হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহাকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইত না; পলাইয়া পলাইয়া লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে লাফাইয়া যাইত, জানালায় উঠিয়া দাঁত

খিঁচাইয়া গৃহস্থ লোকগুলিকে ভয় দেখাইত, বৃক্ষের ফলপত্রাদি তছরূপ করিত, সেই জন্য এখন বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে।

শুনিলাম, কিন্তু সকল কথায় আমার মনঃসংযোগ হইল না। যাহা আমি ভাবিতেছিলাম, তাহাই অগ্রবর্ত্তী; সুতরাং হঠাৎ আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আগষ্ট মাসে সেখানে যে পর্ব্বোৎসব হইয়াছিল, সে সময়ে এই বানরী কোথায় ছিল?"

লোক উত্তর করিল, "পর্ব্বাহের পরদিন কাটগড়া ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, তাহার পর আপনিই ফিরিয়া আসিয়াছে।"

খুনের কিনারা করিবার দুটী পন্থা আমি স্থির করিয়াছিলাম, দুটীতেই আমি ঠকিলাম। প্রথম চেষ্টা ছিল, হোটেলের একজন কিঙ্করীকে আসামী করিতে পারিব, কিন্তু ম্যাগী যে প্রকার সরলভাবে আমার সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিল, সুতরাং তাহার প্রতি কিংবা অন্য কোন পরিচারিকার প্রতি সন্দেহ করিতে পারি নাই। শেষে ভাবিয়াছিলাম, বানরেরা প্রাচীরের নল বাহিয়া জানালা দিয়া লোকের ঘরের ভিতর যাইতে পারে, কোন বানর হয় ত লুসীকে খুন করিয়া থাকিবে। তাহা ভাবিয়াই পশুশালায় গিয়াছিলাম, বানরী দেখিয়া সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু পর্ব্বোৎসবে খুন হয় নাই, পশুপালকের মুখে শুনিলাম, উৎসবের দিন বানরীটা বাহির হইয়াছিল, সেই দিনেই ফিরিয়া আইসে। ঘটনা শ্রবণ করিয়া আমি হতাশ হইলাম; দুটী চেষ্টাই বৃথা হইল। কার্য্যানুরোধে তৎপরদিন প্রাতঃকালে আমি লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়াই সংবাদ পাইলাম, উইলিয়ম ব্যাঙ্কেসের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ল্যান্‌বার্ডের নামে টেলিগ্রাম প্রেরণ করিলাম। তিনি তখন মার্শেলিসে ছিলেন।



একাদশ রঙ্গ

আবার খুন!—আবার তদন্ত।

মেরী ব্যাঙ্কেস লণ্ডনে আসিয়া ল্যান্‌বার্ডের যত্নে বেশ সুখে ছিল। মিষ্টার ল্যান্‌বার্ড মার্শেলিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মেরী সহজে রাজী হয় নাই। সে বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহার প্রতি ল্যানবার্ডের আন্তরিক ভালবাসা পড়িয়াছে, সেই কারণেই চালাকী করিয়া ইতস্ততঃ করিয়াছিল; তাহার ভ্রাতার ফাঁসী হইয়াছে শুনিয়া নিজের বিবাহের কথায় ততটা আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। ভ্রাতার মৃত্যু সম্বন্ধে সে ভাবিয়াছিল, বিচার ঠিক হইয়াছে, জজের বিচার ভুল হয় নাই, উইলিয়ম ব্যাঙ্কেস সত্যই তবে অপরাধী ছিল, এইরূপ তাহার ধারণা, এই কারণেই ভ্রাতৃবিয়োগে তাহার শোকাধিক্য হয় নাই।

কিছু দিন পরে মিষ্টার ল্যান্‌বার্ড বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। সেই সময় মেরী ব্যাঙ্কেস পরম যত্নে তাঁহার সেবা করিয়াছিল; তিনি আরোগ্য লাভ করিলে মেরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, এক বৎসরের মধ্যে মেরী একটী সন্তান প্রসব করে।

মিষ্টার ল্যানবার্ড সর্ব্বদাই মনে মনে ভাবিতেন, জ্যাকুইস যেরূপ চরিত্রের লোক, সেই ব্যক্তি হয় ত লুসীকে খুন করিয়া পলাইয়া গিয়াছিল, দাগাবাজী অপরাধে তাহার দুই বৎসর মেয়াদ হইয়াছে, সে খালাস হইলে তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করা হইবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় কোন ব্যক্তি মেরাকে খুন করিয়া ফেলে। ডিটেক্টিভেরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিছুই কিনারা করিতে পারেন নাই। জ্যাকুইসের কারাবাসের মেয়াদ ফুরাইয়াছিল, সে ব্যক্তি খালাস পাইয়া আসিয়াছিল, ল্যান্‌বার্ড সে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার অভিপ্রায়ে তিনি অনেক স্থান পরিভ্রমণ করেন। ষ্টোন্ এণ্ড পুলিশের ইন্‌স্পেক্টার জনসন্‌কে মনে পড়ে। পুলিশে গিয়া তিনি জন্‌সনের তত্ত্ব লন। সেখানকার লোকেরা বলে, এক বৎসর হইল জন্‌সন্ পেন্‌সন্ পাইয়া কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন। কোথায় আছেন, সংবাদ জানিয়া তিনি সেই ঠিকানায় গিয়া উপস্থিত হন।

জন্‌সন তখন সহরের বাহিরে একটী নির্জ্জন পল্লীতে একখানি সুন্দর বাটী লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। বাটীর চতুর্দ্দিকে মনোহর উদ্যান, স্থানে স্থানে লতাকুঞ্জ, দিব্য রমণীয় স্থান। একদিন তিনি লতাবল্লী-বেষ্টিত গাড়ীবারান্দায় বসিয়া মনের আয়েসে সিগারেট খাইতেছেন, পুলিশের কার্য্যের অতীত স্মৃতি তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইতেছে, এমন সময় তিনি দেখিতে পাইলেন, মস্ত একটা টুপী মাথায় দিয়া একটা লোক তাঁহার বাড়ীর ফটকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিবামাত্র জন্‌সন্ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। অভ্যাগত ব্যক্তি অপর আর কেহই নহেন, মিষ্টার রিচার্ড ল্যানবার্ড।

উঠিয়া আসিয়া জন্‌সন তৎক্ষণাৎ ফটক খুলিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। ল্যানবার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আমাকে চিনিতে পার?"

জনসন্ উত্তর করিলেন, "পারি বই কি। মার্গেটের খুনী মামলার তদন্তের সময় প্রথমে তুমি আমার কাছে গিয়াছিলে, উইলিয়ম নামক যে ব্যক্তির উপর সন্দেহ হইয়াছিল, তুমি আমাকে বলিয়াছিলে, সে ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী বলিয়া তোমার বিশ্বাস। এখন ত সেই লোকের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে, এখনও কি তুমি সেইরূপ বিশ্বাস রাখ?"

দুইখানি চেয়ারে দুইজন উপবেশন করিলেন। জন্‌সনের প্রশ্নে ল্যান্‌বার্ড উত্তর করিলেন, "রাখি বৈ কি? কেবল সন্দেহ নয়, লুসার হত্যাকাণ্ডে উইলিয়ম ব্যাঙ্কেস সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী, আমি তাহার অকাট্য প্রমাণ দিতে পারি।"

জন।—(চমকিত হইয়া) বল কি! ধন্য পরমেশ্বর! ধন্য পরমেশ্বর!

ল্যান।—সেই তদন্তের সময় তোমার সহিত আলাপ করিয়া আমি তোমার কার্য্যদক্ষতার ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি।

জন।—(ব্যগ্রস্বরে) এখন তুমি আমাকে কোন কাজ করিতে বল না কি?

ল্যান।—ষ্টোন এণ্ড পুলিশে তোমার পদে যিনি এখন ইন্‌স্পেক্টর আছেন, তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, সম্প্রতি তুমি তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়াছিলে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকাতে তোমার মেজাজ খারাপ হইয়া যাইতেছে।

জন।—(হাস্য করিয়া) সত্য কথা।—সত্যই আমার চুপ করিয়া বসিয়া থাকায় কষ্টকর বোধ হইতেছে। তুমি যদি আমাকে একটা তদারকের সূত্র ধরাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে যতক্ষণ আমি কিনারা করিতে না পারি, ততক্ষণ পরিশ্রম করিতে বিরত থাকিব না।

ল্যান।—তোমার মতন লোক একজন দরকার। যে কাজ করিতে আমি বলিব, তাহাতে যদি তুমি হস্তক্ষেপ কর, তাহা হইলে প্রতিদিন তোমাকে আমি একটী করিয়া গিনী দিব, তাহা ছাড়া যাতায়াতের সমস্ত খরচা আমার কাছেই পাইবে।

জন।—বল দেখি কাজটা কি ?

ল্যান।—তুমি এখন সরকারী কার্য্য কর না, আইনের বাঁধাবাঁধির ভিতর এখন তোমাকে থাকিতে হইবে না, আপন ইচ্ছামত পূর্ণ-স্বাধীনতায় কাজ করিতে পারিবে।

জন।—হাঁ, অবশই আমি নিজের ইচ্ছায় কাজ করিতে পারিব। কিন্তু কাজটা কি ?

ল্যান।—একটা লোকের সন্ধান করিতে হইবে। সেই লোকটা ফরাসী রাজ্যে অপরাধ করিয়া দুই বৎসরের জন্য কয়েদ হইয়াছিল, সম্প্রতি খালাস পাইয়াছে। তাহার অন্বেষণের জন্য আমাদিগকে ফ্রান্সে যাইতে হইবে। সেখানকার জেলখানার নিয়ম ইংলণ্ডের জেল-খানার অপেক্ষা খুব ভাল; কয়েদী খালাস হইলে ভবিষ্যতে তাহাকে চিনিবার জন্য এক একটা নিদর্শন রাখা হয়।

জন।—তবে সেই কথাই ভাল, ফ্রান্সে যাইতে আমি রাজী। আহা ! মিষ্টার ল্যানবার্ড ! তোমার স্ত্রীটী মারা গিয়াছে, আমার প্রাণে বড় বেদনা লাগিয়াছে। আমি—

ল্যান।—চুপ কর, চুপ কর। সে কথা তুলিও না। তোমার প্রাণে আঘাত লাগিয়াছে, তাহা আমি জানি, কিন্তু যাহা মানুষের হাত নয়. সে বিষয়ে অনুতাপ করা বৃথা, হত্যাকারী পলায়ন করিয়াছে। তাহাকে ধরিতে না পারিলে অন্য আন্দোলন বিফল। আমি—আমি—না—না, সে কথায় এখন আর কাজ নাই।

জনসনকে এই কথা বলিয়া মিষ্টার ল্যানবার্ড হঠাৎ আসন হইতে উঠিয়া ফটকের কাছে গেলেন, সেইখানে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া হাওয়া খাইয়া একটু সুস্থ হইলেন। যখন আবার গাড়ীবারান্দায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার বদনে রক্তের লেশ দেখা গেল না; মুখে ও ললাটে ঘর্ম্মধারা গড়াইতেছিল, রুমালে মুখ মুছিয়া কাতরস্বরে তিনি বলিলেন, ক্ষমা

কর,—আর সে কথা বলিও না। আমার স্ত্রীকে আমি প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়াছিলাম। রোগে মরিলে আমার বেশী কষ্ট হইত না, কিন্তু খুন! হায় হায়! যখনই আমি ভাবি, তখনি যেন মনে হয়, আমি পাগল হইয়া যাইতেছি। সে কথা ছাড়িয়া দাও, অন্য কথা বল।

মিষ্টার জন্‌সন অন্য কথা ধরিলেন; পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া গম্ভীর-বদনে বলিলেন, উইলিয়ম ব্যাঙ্কেস নির্দ্দোষী, তুমি তাহার প্রমাণ দিতে পার বলিতেছ, তবেই বুঝিতে হইবে যে, আর একজন সত্য অপরাধী, তাহারও প্রমাণ তুমি দিতে পার।

ল্যান।—নিশ্চয়।

জন।—সে প্রমাণটা কি তবে তোমার গুহ্যকথা?

ল্যান।—না।

জন। কে তবে সত্য অপরাধী, তাহা কি তুমি আমাকে জানাইবে?

ল্যান।—হাঁ, তাহা তুমি জানিতে পারিবে। লোকটা ধরা পড়িলে সে নিজেই সব কথা বলিবে।

জন।—কখন?

ল্যান।—যখন আমরা তাহাকে ধরিব।

জন।—দুই বৎসর হইল, মার্গেটের হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। হাঁ, এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি। সত্যই কি আমরা হত্যাকারীকে অন্বেষণ করিতে যাইব?

ল্যান।—অবশ্য।

জন।—কিন্তু এ কাজে হস্তক্ষেপ করিতে আমার মন চাহে না।

ল্যান।—কি জন্য?

জন।—বিচার হইয়া গিয়াছে, একজনের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে, এ সময় আর একটা লোককে ধরিলে বিচারের উপর কলঙ্ক দেওয়া হয়।

ল্যান।—তুমি ত এখন আর পুলিশে কাজ কর না, তবে কিসের ভয়?

জন।—কাজ করি না সত্য, কিন্তু পুলিশের লোকের যে একটা স্বাভাবিক বুদ্ধি থাকে, তাহা আমি হারাই নাই।

ল্যান।—তবে কি সত্য অপরাধীটা বিনাদণ্ডে অব্যাহতি পাইবে, ইহাই তোমার স্বাভাবিক বুদ্ধির উপদেশ?

জন। না না, তাহা আমি বলিতেছি না, কিন্তু কাজটা আমাকে কেমন কেমন লাগিতেছে।

ল্যান।—যদি তুমি এখন পুলিশে কাজ করিতে, তাহা হইলে এই খবর পাইবামাত্র ফ্রান্সে চলিয়া যাইতে পারিতে না।

জন।—সত্য কি আমরা একজন খুনী আসামীর সন্ধানে যাইতেছি?

ল্যান।—অবশ্য।

জন।—আইনমতে যে রকমে খুনী আসামী ধরা হয়, এ কাজটা সে রকমে হইবে না কেন?

ল্যান।—পুলিশে দস্তুরমত কার্য্যের উপর আমার বিশ্বাস নাই, সেই দস্তুর ছাপাইয়া কার্য্য করা আমার অভিপ্রেত।

জন।—আচ্ছা, এখন বল দেখি, সেই লোকটাকে যখন দেখিতে পাইব, তখন কি আমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিব? আমি কি তাহাকে আদালতে চালান করিব? কথা দাও,—ধর্ম্মপ্রমাণে আমাকে উপদেশ দাও।

ল্যান।—ধর্ম্ম প্রমাণেই আমি তোমাকে বলিতেছি। তাহাকে পাইলে আমি তোমার হাতেই সঁপিয়া দিব, তাহার পর তুমি যাহা উচিত বিবেচনা করিবে, তাহাই করিও।

জন। —আমার হাতে সঁপিয়া দিবে?—জীবন্ত?

ল্যান।—তুমি কি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না? হত্যাকারীকে ধরিয়া আমি কি হস্তে তাহাকে মারিব? জল্লদের ফাঁসাদড়ী হইতে একটা লোককে বাঁচাইয়া সেই ফাঁস কি আমি আমার নিজের গলায় পরিব?

ল্যানবার্ডের ঐ সকল কথা শুনিয়া জন্সনের সন্দেহ ঘুচিল না; তিনি ঐ প্রস্তাবিত কার্য্যকে আইনবিরুদ্ধ বিবেচনা করিলেন; ভাবিলেন, এতদিন পুলিশে কার্য্য করিয়া যে অভিজ্ঞতালাভ হইয়াছে, তাহাতে এরূপ কার্য্য কখন আমি করি নাই।

তাঁহাদের কথোপকথন হইতেছিল, সেই সময় জন্সনের স্ত্রী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ল্যানবার্ডের চা খাইবার নিমন্ত্রণ হইল। বিবি স্বহস্তে চা প্রস্তুত করিলেন। চা খাওয়া হইল। ল্যানবার্ডকে দেখিয়া বিবি মনে করিলেন, কোন দেবতা ছদ্মবেশে তাঁহাদের উপকার করিতে আসিয়াছেন। স্বামীর ফ্রান্সযাত্রায় তিনি অনুমোদন করিলেন, নিজ হস্তে ব্যাগ সাজাইয়া দিলেন; জন্সনকে লইয়া মিষ্টার ল্যানবার্ড ফ্রান্সে যাত্রা করিলেন।

লণ্ডন হইতে প্যারিস, প্যারিস হইতে মার্শেলিস। তথাকার কারাগারের গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিষ্টার জন্সন আপনার পরিচয় দিলেন; তিনি ইংরাজ পুলিশের ইন্স্পেক্টর। সেই পরিচয় পাইয়া জেলখানার গবর্ণর তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিলেন এবং যাহা তিনি জানিতে চাহিলেন, সরলভাবে তৎসমস্তই বলিলেন।

গবর্ণর বলিলেন, কয়েদী জ্যাকুইস লিমেয়ার দুই বৎসর জেল খাটিয়া সম্প্রতি খালাস পাইয়াছে। জেলখানার মধ্যে যে ব্যক্তি বিস্তর উপদ্রব করিয়াছিল। খালাস হইবার সময় তাহাকে অঙ্গুরী, ঘড়ী, চেইন এবং পাঁচ শত ফ্রাঙ্কের নোট ও স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হইয়াছে। তাহাকে যখন জেলখানায় আনয়ন করা হয়, তখন ঐ সকল জিনিস তাহার সঙ্গে ছিল।

আপনারা কি সেই কয়েদীর কোন সন্ধান চান। তাহার অঙ্গুলীর চিহ্ন আমার কাছে আছে, যদি আপনারা তাহা চান, আমি তাহা দিতে পারি। এখানকার কয়েদীরা যখন খালাস পায়, তখন তাহাদের সকলেরই অঙ্গুলীর চিহ্ন আমরা রাখি, তাহাতে কি আপনাদের দরকার আছে ?"

জনসন বলিলেন, "বিশেষ দরকার। একেত উহা নূতন প্রথা, তাহার উপর তাহার সহিত দেখা করিবার একটা নিদর্শন।"

গবর্ণর তৎক্ষণাৎ জ্যাকুইসের অঙ্গুলী-চিহ্নের ফটোগ্রাফ জনসনকে দিলেন, জন্‌সন তাহা পকেটবহির মধ্যে রাখিয়া গবর্ণরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খালাস পাইয়া যাইবার সময় জ্যাকুইস তাহার ঠিকানার কথা বলিয়া গিয়াছে কি না ?" গবর্ণর বলিলেন, "বলিয়া গিয়াছে—মার্শেলিস।—ক্লিচার্ডরোড নম্বর ৪৩। যখন তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তখনও ঐ ঠিকানা বলিয়াছিল।"

ল্যানবার্ডের সহিত মিষ্টার জনসন কারাগার হইতে বাহির হইলেন, ৪৩ নম্বর বাটীর সন্ধানে চলিলেন ; ল্যানবার্ড বলিলেন, "সে বাড়ী আমি চিনি, সেখানে যাওয়া বিফল। তথাপি তাঁহারা সেই বাড়ীতে গিয়াছিলেন। বাড়ীখানা খালি পড়িয়া আছে। প্রতিবাসীরা বলিল, দুই বৎসর ঐ রকম খালি। বাড়ীর জানালায় জানালায় নীলামওয়ালাদের ইস্তাহার ঝুলিতেছিল তাহাদের ঠিকানা জুলেস ক্রোজিয়ার কোম্পানি, ১৪ নম্বর প্ল্যাকাট, রোড, মার্শেলিস।

ঐ ঠিকানা দেখিয়া তাঁহারা প্রথমে একটা হোটেলে প্রবেশ করিলেন। ল্যানবার্ড বলিলেন, "আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি, এইখানেই রহিলাম, তুমি যদি পার, জ্যাকুইসের সন্ধান লইয়া আইস।"

জনসন বাহির হইলেন, ল্যানবার্ড একখানি পত্র লিখিলেন। পূর্ব্বোক্ত নীলামওয়ালার নামে পত্র। লেখা হইল :—

"যোকেক্স হোটেল—"

প্রিয় মহাশয়!

দুইবৎসর হইল, জ্যাকুইস লিমেয়ার নামক এক ব্যক্তি ফ্লিচার্ড রোডের ৪৩ নম্বর বাড়ীতে বাস করিত, এক্ষণে সেই বাড়ীর জানালায় আপনাদের নিলামী বিজ্ঞাপন লটকানো হইয়াছে। এক্ষণে সেই জ্যাকুইস লিমেয়ারকে কোথায় দেখিতে পাওয়া যাইবে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে লিখিয়া জানাইলে বাধিত হইব।”

আপনার অনুগত

আর ল্যানবার্ড।

সেই চিঠীর এইরূপ উত্তর আসিয়াছিল। যথাঃ—

“মার্শেলিস,

প্লাক্যাট রোড ১৪ নম্বর।

প্রিয় মহাশয়!

আপনার পত্র পাইয়াছি। মিষ্টার জ্যাকুইস লিমেয়ার এখন কোথায় আছেন, সে ঠিকানা আমরা আপনাকে দিতে পারিলাম না. আমরা তাহা জানি না। আমরা শুনিয়াছি, তিনি ইউরোপ হইতে অন্য স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। তবে আমরা কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যাইবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার বন্ধু মিষ্টার ভিক্টর ব্রেণকে উকিল নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। ব্রেণের ঠিকানা, সামোনি হোটেল, হেষ্টিং সসেক্স, ইংলণ্ড। আমরা বলিতে পারি, জ্যাকুইসের এটর্নী উক্ত ভিক্টর ব্রেণ তাঁহার ঠিকানা বলিতে পারিবেন।”

আপনার বিশ্বাস-ভাজন

জুলেস্ ক্রোজিয়ার।

মিষ্টার ল্যানবার্ড ঐরূপ পত্র লিখিয়া ঐরূপ উত্তর পাইয়াছিলেন, জন্‌সন তৎকালে তাহা জানিতে পারেন নাই। তিনি বেড়াইতে গিয়াছিলেন, তিনি ফিরিয়া আসিলে ল্যানবার্ড তাঁহাকে বলিলেন, “এখানে কোন

সন্ধান হইল না, তবে আর বিলম্ব করায় কি ফল? চলুন, দেশে যাওয়া যাক্।"

পরদিন তাঁহারা লণ্ডনে ফিরিয়া গেলেন, ল্যান্‌বার্ড বলিলেন, "মিষ্টার জন্‌সন্! আমি তোমার কাছে অঙ্গীকার করিয়াছি, আসামী ধরিয়া তোমার হাতে দিব, সে অঙ্গীকার অবশ্য পালন করিব। অদ্য হইতে তিন দিনের দিন তোমাকে আমি পত্র লিখিব, সেই পত্রের মর্ম্মানুসারে কার্য্য করিলে খুনি আসামীকে তুমি ধরিতে পারিবে।

জন্‌সন্‌কে যত টাকা দিবার কথা ছিল, ল্যান্‌বার্ড সেই দিন তাহা প্রদান করিলেন, সেলাম করিয়া জনসন্ বিদায় হইলেন।

তৃতীয় দিবসের অপরাহ্নে জন্‌সন্ একখানি ডাকের চিঠি প্রাপ্ত হইলেন। চিঠিখানি রেজেষ্টারী করা, বেক্‌স হিল ডাকঘরের মোহর। পুলিন্দার খাম খুলিবামাত্র দুটী চাবী বাহির হইল; একটী বড়, আর একটী ছোট। পত্রে লেখা ছিল:—

"লাল বাংলা,
বেক্স হিল।

প্রিয় জন্‌সন্!

আমি যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তাহা পালন্ করিলাম। তিন দিনের মধ্যে চিঠি লিখিব বলিয়াছিলাম, এই লিখিলাম। খুনী আসামীকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব, আমার এইরূপ অঙ্গীকার ছিল, তাহাও পালন করিলাম। এই পত্রমধ্যে দুটি চাবী রহিল; বড় চাবীটিতে আমার বাংলা-কুঠারদ্বার খোলা যাইবে, ছোট চাবিটী সেই ক্ষেত্রে কাজে লাগিবে। আমার ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে খুনী-আসামী শৃঙ্খলাবদ্ধ আছে, এত শক্ত বন্ধন যে, শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া আসামীটা পলায়ন করিতে পারিবে না। আমি সেখানে যাইব না, আমাকে তোমার আবশ্যকও হইবে না। আমি একটা ভিন্ন দেশে চলিয়া যাইব, তথা হইতে আর ফিরিয়া আসিব না। এই পত্রের মধ্যে আর একখানা

লেফাফা রহিল, মার্গেটের খুনের বিশেষ রহস্যবৃত্তান্ত সেই লেফাফার মধ্যে অন্য কাগজে লেখা আছে পাঠ করিলেই জানিতে পারিবে।

তোমার বিশ্বাস-ভাজন

রিচার্ড ল্যান্‌বার্ড।

পত্র পাঠ করিয়া মিষ্টার জন্‌সন্ আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিলেন না, খুনী আসামী ধরিতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে রহিল এক যোড়া হাতকড়ি, একটা পিস্তল ও আর একটা আঁধারে লণ্ঠন। সেই দিনের বৈকালের ট্রেণে তিনি লণ্ডনে পৌছিলেন, তথা হইতে দ্বিতীয় ট্রেণে উঠিয়া বেগস্‌হিলে পৌঁছিলেন। রাত্রি অনেক।

ষ্টেশনের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি মিষ্টার ল্যান্‌বার্ডের লাল-বাংলার ঠিকানা জানিয়া লইলেন। অনেকেই বলিল, "কিছুদিন পূর্ব্বে সেই বাংলায় একটী স্ত্রীলোক খুন হইয়াছিল।"

মিষ্টার জন্‌সন্ এই কার্য্যের যেরূপ বর্ণনা নিজ হস্তে লিখিয়াছিলেন, পাঠক মহাশয় তাহাই এইখানে দর্শন করুন। তিনি লিখিয়াছেন,' আমি লালবাংলায় চলিলাম। সমুদ্র তীরের প্রাচীরের উপর দিয়া যাইতে হয়! ফটকের কাছে পৌছিয়া ফটকে হস্তার্পণ করিয়াছি, এমন সময় পশ্চাৎ দিক হইতে বংশীধ্বনি হইল। সতর্কতা সূচক সঙ্কেত। আমি জানি, পুলিশের লোকেরা ঐরূপ সঙ্কেত করিয়া থাকে। এখানে কিসের সঙ্কেত? আমাকে কি বাড়ীর ভিতর যাইতে নিষেধ করিতেছে? পুনরায় বংশীধ্বনি। আমি স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম, যে দিক হইতে সঙ্কেত আসিল, সেই দিকে চাহিলাম, ঘোর অন্ধকার, কিছুই দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু বংশীধ্বনি শুনিয়া সাবধান হইতে হইল। ধীরে ধীরে উদ্যানে প্রবেশ করিয়া সদর দরজার নিকটে উপস্থিত হইলাম, দরজার চাবী খুঁলিলাম। কোন দিকে কোন শব্দ নাই। পিস্তল বাহির করিলাম, পিস্তলের ঘোড়ার উপর অঙ্গুলী রাখিলাম। গুপ্ত-লণ্ঠনটা একবার উপর দিকে ঘুরাইলাম। সম্মুখের ঘর ও উপরে উঠিবার

সিড়ি দেখিতে পাইলাম। উপরে উঠিব মনে করিতেছি, এমন সময় বোধ হইল, যেন একটা চাবী খোলা শব্দ আমার কর্ণে আসিল। কাণ খাড়া করিয়া আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম, কিন্তু আর কিছুই শুনিতে পাইলাম না। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। লণ্ঠনটী ভূমিতে রাখিয়া, চারিদিকে চাহিয়া, সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম।

লণ্ঠনটী তুলিয়া লইবার জন্য সবে মাত্র আমি হেঁট হইয়াছি, সেই সময় স্পষ্ট শুনিলাম, কে যেন উপরের ঘরের একটা জানালা খুলিল। সিড়ির দিকে আমি অগ্রসর হইলাম। উপরে উঠিব কি না ভাবিতেছি, এমন সময় উপরের ঘরে মানুষের পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। সাবধান হইবার জন্য লণ্ঠনের মুখ ফিরাইয়া সিঁড়ির একধারে আমি লুকাইলাম।

উপরের একটা দরজা খুলিয়া গেল, সিঁড়ির মাথার চাতালে দেয়ালের গায়ে একটা আধারে লণ্ঠনের আলো পড়িল। আমি চমৎকৃত হইলাম। বাড়ীতে চোর প্রবেশ করিয়াছে কি? আমি গিয়াছি খুনী আসামী ধরিতে, চোর আসিয়াছে ঘরের জিনিষপত্র চুরী করিতে, ঠিক এক সময়ে আমরা দুইজনে দুইরকম কার্য্য করিতে এক বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছি, ইহা কি সম্ভব? ভাবিতে ভাবিতে আমার মুখে হাসি আসিল; তখনি আবার সেই হাসি মিলাইয়া গেল। সিড়ির চাতালের উপর একটা মনুষ্য মূর্ত্তি দেখা দিল; আধারে-লণ্ঠন হাতে করিয়া সেই লোকটা সিড়ির রেলের পার্শ্বে ঝুঁকিয়া উঁকি মারিতেছিল। কদাকার চেহারা। তাহার লণ্ঠনের মুখটা যেদিকে, আমি তাহার বিপরিত দিকে ছিলাম, সুতরাং সে আমাকে দেখিতে পাইল না; সাবধানে সাবধানে ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে উপর হইতে নামিয়া আসিল।

আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, লোকটা সিঁদেল চোর। সে যখন সদর দরজার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, আমার দিকে পশ্চাৎ ফিরিল, আমি তখন প্রাঙ্গণের একটা কোণে আমার লণ্ঠনটী রাখিয়া, পশ্চাৎ দিক হইতে তাহার

ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িলাম ; লোকটা হুম্‌ড়ী খাইয়া পড়িয়া গেল, চক্ষের নিমেষে আমি তাহার বুকে হাঁটু দিয়া বসিলাম। সে যখন পড়ে, তখন তাহার লণ্ঠনটা দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিবিয়া গিয়াছিল, অন্ধকারেই আমাদের দুজনের যুদ্ধ। তাহার অঙ্গবস্ত্রের মধ্যে কোন প্রকার অস্ত্র লুকান আছে কি না, অগ্রে আমি তাহা নিরীক্ষণ করিলাম, কোন অস্ত্র ছিল না। আমি তাহার গলা টিপিয়া ধরিলাম, লোকটা গোঁ গোঁ করিয়া উঠিল। বেশী চেঁচাইতে না পারে, সেই অভিপ্রায়ে আমি আরো জোরে তাহার গলা টিপিয়া তাহাকে টানিয়া টানিয়া দাঁড় করাইলাম, তখনও সে আবার অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল।

আশ্চর্য্য ! ঠিক সেই সময় বাহির হইতে খুব জোরে জোরে সদর দরজায় করাঘাত ! আমি মনে করিলাম, এ চোর তবে একাকী আইসে নাই, বাহিরে আরো চোর আছে। একুশ বৎসর আমি লণ্ডনপুলিশে কার্য্য করিয়াছি, এ রকম চোর ধরা একবারও আমার ভাগ্যে ঘটে নাই।

বাহির হইতে এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমরা পুলিশের লোক, ভিতরে কে আছ, দ্বার খুলিয়া দাও, যদি না খোলো, তবে আমরা দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিব।"

আমি মনে করিলাম, এ বাড়ীতে চোর প্রবেশ করিবে, পূর্ব্বে ইহা জানিতে পারিয়া পুলিসের লোকেরা নিকটে নিকটে ঘাটী বসাইয়াছিল, আমি তাহাদের আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়াছি, ইহা দেখিয়া তাহারা হয়ত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবে। আমাকেই হয় ত তাহারা চোর মনে করিবে, সে ভাবনাটা একবারও আমার মনে আসিল না।

যাহাকে আমি ধরিয়াছিলাম, তাহাকে টানিয়া লইয়া সদর দরজার নিকটে উপস্থিত হইলাম, ইতস্ততঃ না করিয়া দ্বার খুলিয়া দিলাম। তিন জন লোক। কাহারই পুলিশের পোষাক পরা ছিল না, সাধারণ লোকের মত সাদাসিদা কোট প্যান্‌টুলান পড়া। তখন আমার মনে হইল, পুলিশের

নাম করিয়া ইহারা আমাকে ঠকাইয়াছে; ইহারাও হয় ত চোর; চারি জন চোরকে আমি একাকী কিরূপে ধরিব, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম।

বাহিরের তিন জনের মধ্যে দুই জন সদর দরজার চৌকাঠের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল, একটী লোক বাহিরে রহিল, যে লোকটা আমার বন্দী, বাম হস্তে তাহার গলা টিপিয়া রাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে পিস্তল বাগাইয়া ধরিলাম; যাহারা চৌকাঠে উঠিয়াছিল, তাহাদিগকে বলিলাম, "আর যদি একপদ অগ্রসর হও, তখনি আমি গুলী করিব।"

অগ্রবর্ত্তী লোকটা গভীর গর্জ্জনে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

আমি উত্তর করিলাম, "আমিও সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। "তোমরা কে?"

সম্মুখের লোক উত্তর করিল, "আমরা পুলিশের লোক। এই বাড়ীতে একজন খুনি আসামী লুকাইয়া আছে, সেই সংবাদ পাইয়া আজ তিন দিন তিন রাত্রি আমরা এই বাড়ীর উপর নজর রাখিতেছি।"

তাহার কথায় আমার প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য সেই লোক তাহার কোটের বোতাম খুলিয়া আমাকে চাপরাস দেখাইল। আমি সন্তুষ্ট হইলাম, আমার সন্দেহ দূর হইল।

সেই লোক পুনর্ব্বার আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? তুমি এত রাত্রে এখানে কি করিতেছ?"

আমি উত্তর করিলাম, "এখানকার পুলিসে কি এই রকমে কার্য্য চলিয়া থাকে? একুশ বৎসর আমি লণ্ডন পুলিসে চাকরী করিয়া নিম্ন পদ হইতে ক্রমে ক্রমে ইন্‌স্পেকটর হইয়াছিলাম, পুলিসের লোকেরা সর্ব্বদা তোমাদের মতন ছদ্মবেশে বেড়ায়, তেমন দৃষ্টান্ত আমার জানা নাই। যাহা হউক, তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি এই বাড়ীতে খুনি আসামী আছে, নিশ্চিত সংবাদ পাইয়া, দরজার চাবী হস্তগত করিয়া, এই রাত্রে আমি এই বাড়ীতে প্রবেশ করি, আমি যাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছি, এই লোকটা চুরী করিতে

আসিয়াছিল, বড়ীর ভিতর আমি আছি, জানিতে না পারিয়া চুপি চুপি উপর হইতে নামিয়া আসিয়া সদর দরজা খুলিতে আসিতেছিল, সেই উপক্রমেই আমি ইহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছি।"

পুলিসের লোক বলিল "ছাড়িয়া দেও, ও ব্যক্তি আমাদেরই সঙ্গী; চোর নয়। বাড়ীর জানালা দরজা সমস্ত বন্ধ দেখিয়া, আমি উহাকে অন্য উপায়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে বলি, বাড়ীর পশ্চাতে সিড়ি লাগাইয়া উপরের একটা জানালা খুলিয়া প্রবেশ করিবে, নামিয়া আসিয়া সদর দরজা খুলিয়া দিবে. ইহাই আমার উপদেশ ছিল। ছাড়িয়া দাও, উহার জন্য আমি দায়ী রহিলাম।"

অপ্রস্তুত না হইয়া লোকটাকে আমি ছাড়িয়া দিলাম, সে তাহার দলের লোকের সঙ্গে মিশিল, তিনজন ছিল তাহাকে লইয়া চারিজন।

সর্দ্দার আফিসারের হস্তে একটা আধারে-লণ্ঠন, যাহাকে আমি ধরিয়াছিলাম, তাহার হস্তেও একটা আধারে-লণ্ঠন। সদরদরজার সম্মুখেই বাগান। তিনজন সেই বাগানে চলিয়া গেল, সর্দ্দার আমার আহ্বানে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি তাহার পরিচয় পাইলাম। তিনি একজন ডিটেকটিং সার্জ্জন, তাঁহার নাম মিষ্টার পার্ডেন।

ইতিপূর্ব্বে আমার গুপ্ত-লণ্ঠনটি আমি সঙ্গোপনে সিঁড়ির ধারে একটা কোণে রাখিয়া গিয়াছিলাম, সেইটী তুলিয়া লইয়া সম্মুখের ঘরে দ্বার খুলিলাম, সেই ঘরে কেহই ছিল না। পার্ডনকে সঙ্গে লইয়া সেই ঘরে আমি প্রবেশ করিলাম; তাঁহাকে বলিলাম, "যিনি এই লাল বাংলার অধিকারী, তুমি অবশ্যই জান, তাঁহার নাম মিষ্টার ল্যান্‌বার্ড, তিনি আজ আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন; পত্রে লেখা আছে, দুই বৎসর পূর্ব্বে মার্গেটের হোটেলে যে ব্যক্তি স্ত্রী হত্যা করিয়াছিল, সেই খুনি আসামীটা এই বাড়ীতে বান্ধা আছে। পত্রের মধ্যে দরজার চাবি আমি পাইয়াছি।"

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া পার্ডেন বলিলেন, "মার্গেটের খুন?—না না—তোমার ভুল হইয়াছে। অল্পদিন হইল যে ব্যক্তি মিষ্টার ল্যান্‌বার্ডের স্ত্রীকে এই বাড়ীতে খুন করিয়াছে, আমি তাহারই সন্ধানে আছি; তিনদিন পূর্ব্বে সেই আসামীটা এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে, লোকে উহাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে। আমি বোধ করি, মিষ্টার ল্যান্‌বার্ড তাঁহার পত্রে মার্গেটের খুনের কথা লেখেন নাই।"

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া আমি বলিলাম, "বোধ হয় মার্গেটের কথা লেখা নাই, খুনী আসামী বাড়ীতে আছে, কেবল এই কথাই তিনি লিখিয়াছেন।"

পার্ডেন বলিলেন, "তাহাই ঠিক। আসামীটা ফরাসী লোক।"

কিছু কিছু ভাব বুঝিতে পারিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম, "ফরাসী লোক! সত্য নাকি?"

পার্ডেন বলিলেন, "আমি তো তাহাই বুঝিয়াছি। ফটোগ্রাফিতে আমার খুব বিশ্বাস। লোকটার পায়ের জুতার রক্তমাখা দাগ আমি ফটোগ্রাফে দেখিয়াছি, সে ফটোগ্রাফ আমার কাছে আছে; তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চিহ্নের ফটোগ্রাফও আমি রাখি।"

ফরাসী জেলখানার গভর্ণর আমাকে যে অঙ্গুলী, কয়েদীর অঙ্গুলীচিহ্নের ফটোগ্রাফ দিয়াছিলেন, পকেটবহি হইতে সেখানি বাহির করিয়া দেখাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "দেখ দেখি তোমার ফটোগ্রাফের সহিত এই ফটোগ্রাফের মিলন হয় কি না?"

নিজের পকেটের ফটোগ্রাফ বাহির করিয়া, দেখিয়া দেখিয়া মিলাইয়া সার্জ্জন পার্ডেন মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, "ঠিক—ঠিক—ঠিক। কোন সন্দেহ নাই।"

উৎসাহিত হইয়া আমি বলিলাম, "তুমি আমি উভয়েই একটা লোকের সন্ধানে আসিয়াছি। লোকটা কোন্ ঘরে আছে; অন্বেষণ করি চল।"

সার্জ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিশ্চয়ই এই বাড়ীতে আছে, এমন কি তোমার বিশ্বাস হয় ?"

আমি উত্তর করিলাম, "মিষ্টার ল্যান্‌বার্ড মিথ্যাবাদী, এমন আমি বিবেচনা করিতে পারি না। তিনি লিখিয়াছেন, এই বাড়ীতেই আছে।"

আর সেখানে বাগবিতণ্ডা হইল না ; নিজের নিজের গুপ্ত-লণ্ঠন হাতে করিয়া লইয়া আমরা উভয়ে সে গৃহ হইতে বাহির হইলাম।





দ্বাদশ রঙ্গ।

গ্রেপ্তার।

জন্‌সন ও পার্ড্রেন একসঙ্গে বাহির হইয়া নিম্নতলের পশ্চাতের গৃহে প্রবেশ করিলেন, যাহা দেখিলেন, যাহা করিলেন, জন্‌সনের নিজের বাক্যই পাঠক মহাশয়কে তাহা আমরা বুঝাইব। গুপ্তলণ্ঠনের আলোতে এক বিকট মুর্ত্তি দর্শন করিয়া আতঙ্কে আমরা শিহরিলাম। একটা বিকটাকার লোক ভিত্তিগাত্রে দণ্ডায়মান; কটীদেশে ইস্পাতের কটীবন্ধ, তাহার সঙ্গে লৌহ-শৃঙ্খল, সেই শৃঙ্খলে চাবি দেওয়া বৃহৎ একটা কুলুপ; বন্ধন-শৃঙ্খল বেষ্টনে দেওয়ালের সঙ্গে আবদ্ধ। লোকটার মস্তকের কেশ, গোঁপদাড়ী সমস্তই শুক্ল বর্ণ, মুখখানা ভীষণাকার, চক্ষু যেন পাগলের চক্ষুর ন্যায় বিঘূর্ণিত।

গৃহমধ্যে আলো দেখিতে পাইয়া লোকটা উৰ্দ্ধদিকে হাত তুলিল। অঙ্গুলী ঘুরাইতে ঘুরাইতে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। যাঁহারা পাগলের হাস্য দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই সেই হাস্যের প্রকৃতি বুঝিতে পারিবেন। ভয়ানক বিকট হাস্য; সে হাস্ত দেখিলে আতঙ্কে সর্ব্বশরীর

রোমাঞ্চিত হয়। হাস্তের শব্দ শুনিয়া কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া দারুণ ভয়ে সহজ লোকেরা ছুটিয়া পলায়।

লোকটার পশ্চাতে একখানা খাটিয়া, মাথার উপর কড়িকাষ্ঠ-লম্বিত একটা লণ্ঠন, সম্মুখে একটা ছোট টেবিল; টেবিলের উপর দোয়াত, কলম, ও থানকতক কাগজ।

ল্যান্‌বার্ডের পত্রের মধ্যে যে দুটী চাবী আমি পাইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে ছোট চাবীটী ডিটেক্‌টিভ্‌ সার্জ্জনের হস্তে প্রদান করিলাম: বলিলাম, "এই চাবী দিয়া আসামীর বন্ধন-শৃঙ্খলের তালা খোলা যাইবে। লোকটার সন্ধানের জন্য তুমি অনেক দিন খুঁজিয়া বেড়াইয়াছ, অতএব এ আসামী তোমারই বন্দী।"

সার্জ্জন পার্ডেন যুবা পুরুষ, তাঁহার আকাঙ্ক্ষা বিস্তর। সম্ভ্রম, গৌরব-লাভে তাঁহার একান্ত অভিলাষ। আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া সানন্দে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যই কি তুমি এ আসামীটাকে আমাকেই দিলে?"

আমি উত্তর করিলাম, "অখণ্ড সত্য, আমার পরামর্শ শ্রবণ কর। তোমার সঙ্গী লোকেরা বাড়ীর মধ্যে আসিবার পূর্ব্বেই তুমি ইহার বন্ধন মোচন করিয়া দেও। কি প্রকারে ইহাকে তুমি পাইয়াছ, তাহা তাহা-দিগকে বলিও না, সাদা কথায় বলিও, এই লোক ঘরে লুকিয়াছিল, তুমি ধরিয়া ফেলিয়াছ। এই কথা প্রচার হইলে সকলেই তোমার বুদ্ধি-বিক্রমের অধিক সুখ্যাতি করিবে; তোমার নামটা খুব জাহির হইয়া উঠিবে।"

এই কথাগুলি সার্জ্জনকে আমি কেন বলিলাম, তাহাও বুঝাইয়া বলি-তেছি, এই রকমের নামলুব্ধ যুবা আফিসারেরা খবরের কাগজে দশ ছত্র আপনাদের সুখ্যাতি পাঠ করিলে মহানন্দে মহা গৌরবে ফুলিয়া উঠেন। আমি তাহাকে আরও বলিলাম, "এই আসামীর গ্রেপ্তারী কার্য্যের মধ্যে

আমি ছিলাম, এ কথা তুমি কাহাকেও বলিও না; আমাকে একেবারে ছাঁটিয়া ফেলিয়া দাও। রজনী প্রভাত হইলেই আমি লণ্ডনে চলিয়া যাইব, আমার সঙ্গে তোমার দেখা হইয়াছিল, এ কথাও প্রকাশ পাইবে না।

সার্জ্জন পার্ডেন পরম সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে সেলাম করিল তারপর শৃঙ্খলের চাবী খুলিয়া আসামীকে খালাস করিল; পাছে ছুটপাটী করিয়া পলাইবার চেষ্টা করে, সেই সন্দেহে জোর করিয়া তিনি সেই পাগ্‌লা আসামীর একখান হাত চাপিয়া ধরিয়া রাখিলেন। কোন দরকার ছিল না। বন্ধন-যাতনায়, কয়েক দিনের উপবাসে এবং প্রাণান্ত ভাবনায় লোকটা নিতান্ত শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল; যেন এক দিনের প্রসূত শূকরির বাচ্ছা।

পার্ডন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীর দ্বারে চাবী বন্ধ করিবার কিরূপ বন্দোবস্ত হইবে?"

আমি বলিলাম, "সে ভাবনা তোমার নাই, তুমি চলিয়া যাইবার পর, আমি নির্ব্বিঘ্নে চাবী বন্ধ করিয়া বাহির হইব। মনে রাখিও, তোমার সঙ্গে আমার এই দেখাই শেষ দেখা; ইহজীবনে আর দেখা-সাক্ষাৎ হইবে না।

আমাকে সেলাম করিয়া, ধন্যবাদ দিয়া, আসামী লইয়া মিষ্টার পার্ডেন বাহির হইয়া গেল। খানিকক্ষণ পরে দরজা বন্ধ করিয়া আমি চলিয়া আসিলাম, হোটেলে গিয়া শয়ন করিবার বন্দোবস্ত করিলাম। এইখানে বলিয়া রাখি, বন্দীর সম্মুখভাগে ক্ষুদ্র টেবিলের উপর যে কাগজগুলি পড়িয়াছিল, সেগুলি আমি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম। সমস্তই লেখা কাগজ; আসামীটার নিজ হস্তের লেখা। শয়ন করিবার পূর্ব্বে সেই কাগজগুলি আমি পাঠ করিলাম।



ত্রয়োদশ রঙ্গ।

বন্দীর পাপ-স্বীকার।

আমি জ্যাক্‌ইস্ লিমেয়ার, কোন নিগূঢ় অভিপ্রায়ে সে নাম লুকাইয়া নূতন নাম ধরিয়াছিলাম ভিক্‌টর ব্রেণ। সেই নামে দোকান খুলিয়া সরাপের কারবার করিতেছিলাম। এখন আমি বন্দী। আমার সম্মুখে লিখিবার সরঞ্জাম ছিল, আমার মাথার উপর যে লণ্ঠন ঝুলিতেছে তাহাতে আলো ছিল, আমি আমার নিজের কাহিনী লিখিয়া রাখিলাম। আমি এইখানে মরিয়া থাকিব, আমার মৃতদেহ যাহারা দেখিতে পাইবে, এই লেখাগুলিও তাহারা প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত লোককে জানাইয়া দিবে; সেইজন্যই লিখিয়া রাখিলাম।

হেষ্টিং নগরে আমার মদের কারবার। আজ প্রাতঃকালে এই লাল বাংলা হইতে মস্থর ল্যান্‌বার্ড আমার নামে এক পত্র লেখেন; আমার নাম ভিক্‌টর ব্রেণ হইয়াছিল, সুতরাং সেই নামেই পত্র। ল্যান্ বার্ডের অনেক মদের দরকার, আমি যদি নিজে আমার ক্যাটলগসহ তাঁহার

সহিত সাক্ষাৎ করি, তাহা হইলে তিনি অধিক পরিমাণে সরাপ সরবরাহের অর্ডার দিবেন ; পত্রের মর্ম্ম এইরূপ।

কোথা হইতে পত্র আসিল, কে লিখিল, তাহা দেখিয়াই আমি চমকিয়া গিয়াছিলাম, অনেকক্ষণ অনেক ভাবিয়াছিলাম। যাইব কি না, এই ভাবনাই প্রবল হইয়াছিল। তাহার পর একটা কথা মনে পড়িল। লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, বসন্ত রোগে ল্যান্‌বার্ডের দুটী চক্ষু অন্ধ হইয়ছে, কিছুই তিনি দেখিতে পান না। তবে আর ভয় কি ?—পূর্ব্বে আমি ল্যান্‌বার্ডের চক্ষে পড়িয়াছিলাম, তাঁহার সহিত কু-ব্যবহার করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে চিনিয়া রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু এখন আর চিনিতে পারিবেন না ; তাঁহার চক্ষু নাই। অধিকন্তু এখন আমার নাম হইয়াছে ভিক্‌টর ব্রেণ, নামেও চিনিবার সম্ভাবনা নাই। আমাকে তিনি দেখিতেই পাইবেন না। হেষ্টিং নগরের সকলেই জানে, তিনি অন্ধ।

আমার কারবার এখন খুব নরম যাইতেছিল, বেশী টাকার মাল সরবরাহের আদেশ পাইব, সেই লোভে অদ্য বেলা ১১টার ট্রেণে আমি এই বেকস্ হিলে আসিয়া পৌছাই ; কিয়ৎক্ষণ পরে এই লালবাংলার দ্বারে উপস্থিত হই। ঘণ্টা বাজাইবামাত্র ল্যান্‌বার্ড নিজে দ্বার খুলিয়া দেন। আমি দেখিয়াছিলাম তাঁহার মুখ বিবর্ণ ও বিশুষ্ক। মুখ দেখিয়াই আমি বুঝিয়াছিলাম, আমিই তাঁহার বিষাদ জন্মাইবার কারণ। মনে একটু অনুতাপ আসিয়াছিল।

ল্যান্‌বার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ? তুমি এখানে কি চাও ?"

কণ্ঠস্বর বদ্‌লাইয়া আমি উত্তর করিলাম, "আমি সরাপের সওদাগর ; আপনি আমাকে এখানে আসিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাই আমি আসিয়াছি।"

ল্যান্‌বার্ড বলিলেন, "ওঃ ! ঠিক বটে। ভিতরে আইস।"

আমি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সদর দরজা বন্ধ করিয়া তিনি এক লম্ফে আমার সম্মুখে আসিয়া দাড়াইলেন, আমার নাকে মুখে রুমাল বর্ষণ করিলেন; তখান আমি বুঝিলাম ক্লোরোফরম। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি ঐরূপ ক্লোরোফরম যোগে তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়াছিলাম। অন্ধলোকে আমাকে চিনিতে পারিবে না, সেই বিশ্বাসে আমি অসাবধান ছিলাম, জ্ঞান হারাইবার পূর্ব্বে হুড়াহুড়ি করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়াছিলেন; বলবান লোকের হস্তে ক্ষুদ্র শিশু যেমন কাবু হইয়া পড়ে, আমিও সেইরূপে কাবু হইয়াছিলাম, তাঁহার হাত ছাড়াইতে পারি নাই। ক্ষণপরেই আমার চৈতন্য লোপ হইয়াছিল।

যখন আমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিলাম, এই ঘরে আমি বন্দী; সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আমার কটিদেশ আবদ্ধ। ঘরের চারিদিকে জানালা দরজা বন্ধ। দিনমান অতীত হইয়াছিল, আমার মাথার উপর ঝুলানো লণ্ঠনে আলো জ্বলতেছিল। পশ্চাৎদিকে একখানা খাটীয়া, সম্মুখ দিকে একখানা টেবিল, সেই টেবিলের উপর কালি, কলম, কাগজ দেখিতে পাইলাম। আমার কোমরের শিকলটা দেওয়ালের সঙ্গে বান্ধা, পশ্চাতে হাত দিয়া বুঝিলাম, শিকলের সঙ্গে বৃহৎ চাবী তালা নিবদ্ধ। ভয়ে আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। বুঝিলাম দেওয়ালটা না ভাঙ্গিলে পলায়নের উপায় নাই।

ভাবিতেছি, এমন সময় যেন একজনের কণ্ঠস্বর শ্রবণে চকিত হইয়া চারিদিকে আমি চাহিলাম। দেখি, পার্শ্বভাগে একটু দূরে একখান চেয়ারের উপর মস্তুর ল্যান্‌বার্ড। তিনি স্থির হইয়া বসিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন;—হাঁ, ঠিক চাহিয়া রহিয়াছেন। ঠিক আমি দেখিলাম, ঠিক আমি বুঝিলাম। তিনি অন্ধ, সে কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, তিনি অন্ধ নহেন। চেয়ারে বসিয়া তিনি সিগারেট পাকাইতেছিলেন। আমি যখন তাঁহার দিকে চাহিলাম, পরিহাস করিয়া তখন তিনি বলিলেন, "জ্যাকু, নিশ্চিন্ত থাকো; বন্ধুলোকের কাছে তুমি রহিয়াছ।"

পরিহাস শুনিয়া আমার কপালে ঘাম ঝরিল। রিচার্ড রোডের গুপ্ত-গহ্বরে যখন আমি যাত্রী ধরিয়া ভোগা দিয়া আটক করিতাম, তখন তাহাদিগকে আমি উৎসাহ দিয়া ছল করিয়া ঐরূপ বিশ্বাসের কথা বলিতাম।

ল্যান্‌বার্ড আবার বলিতে লাগিলেন, "আমরা তোমার বন্ধু। আমরা কে কে, তাহা বুঝিয়াছ?—আমি স্বয়ং, আর এই ঘরে তুমি যে স্ত্রীলোকটীকে খুন করিয়াছ, তাহার প্রেতাত্মা সেই মেরী,—সেই মেরীকে আমি বিবাহ করিয়াছিলাম, তাহা তুমি জানো; মেরীর প্রেতাত্মা এই বাড়ীতে বিচরণ করে।"

আমি কাঁপিয়া উঠিলাম, কিন্তু কথা কহিতে পারিলাম না। তিনি বলিতে লাগিলেন, "বাহবা জ্যাকুইস্‌, রসনা দমনে তোমার আশ্চর্য্য ক্ষমতা! তোমার মনে হইতে পারিবে, আমি যখন তোমার হাতে পড়িয়াছিলাম, তখন আমি তোমাকে মিষ্টকথা বলিতে পারি নাই, তুমি কিন্তু সে সময়ে আমার সহিত বেশ রসিকতা করিয়াছিলে।

তখনও আমি কথা কহিতে পারিলাম না, কেবল শুষ্কনয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সিগারেটের ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন, "আরও মনে কর, আমাকে লইয়া সেই গহ্বর মধ্যে যাহা করিতে তুমি ইচ্ছা করিয়াছিলে, কেমন ঠাণ্ডা হইয়া একটী একটী করিয়া, তাহা তুমি আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলে।

এই কথাগুলি বলিয়া তিনি তাঁহার চেয়ারখানি টেবিলের কাছে সরাইয়া আনিলেন, করতলে মস্তক রাখিয়া টেবিলের উপরে কুনুই রাখিয়া, জ্বলন্ত-উজ্জ্বলচক্ষে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ও পরমেশ্বর! আমি ভাবিয়াছিলাম, অন্ধ;—ও বাবা! তাঁহার চক্ষু যেন দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিতে লাগিল! তাঁহার চক্ষের আগুনে আমি যেন দগ্ধ হইতে লাগিলাম! হা পরমেশ্বর! কি ভয়ঙ্কর ফাঁদে আমি পদার্পণ করিয়াছি

তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, জ্যাকুইস্! আমার দিকে চাহিয়া দেখ; খুব ভাল করিয়া চাও,—অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া থাক;—বুঝিতে পারিবে, আমার তুল্য মনুষ্য এই পৃথিবীতে তুমি আর কখনও দেখ নাই। আরও বুঝিতে পারিবে, যাহা যাহা আমি বলিতেছি, তাহা মিথ্যা কি সত্য—তুমি আমার প্রতি যেমন ব্যবহার করিয়াছিলে, আমিও তোমার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছি। তুমি আমাকে ক্লোরোফরম দিয়া অজ্ঞান করিয়াছিলে, লৌহ-শৃঙ্খলে বান্ধিয়া রাখিয়াছিলে, আমিও তাহাই করিয়াছি। চিনিতে পারিয়াছ, আমি কে?—আমি রিচার্ড ল্যান্বার্ড; আমার জীবনের তেজ ফুরাইয়া গিয়াছে, যে স্ত্রীলোকটীকে তুমি খুন করিয়াছ, আমার আত্মা তাহার সেই কবরে নিহিত রহিয়াছে। তুমি মরিবে, সেই দণ্ডাজ্ঞা আমি উচ্চারণ করিতে পারি। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি বলিয়াছিলাম, তোমার উচিত প্রতিফল এখন তোলা রহিল, সে কথা তোমার মনে আছে?"

সব আমার মনে আছে, আমার মুখ দেখিয়াই তিনি তাহা বুঝিয়া লইলেন, কথা কহিয়া ব্যক্ত করিবার আবশ্যক হইল না; কথা কহিবার শক্তিও আমার ছিল না, তালুদেশে জিহ্বা উঠিয়াছিল।

ল্যান্বার্ড বলিতে লাগিলেন, "জ্যাকুইস্! দেয়ালের সঙ্গে তুমি শৃঙ্খল-বদ্ধ, অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে তোমার প্রাণান্ত হইবে। ঘণ্টায় ঘণ্টায়, দিনে দিনে, ক্ষুধা তৃষ্ণার যাতনায় তোমার আয়ুক্ষয় হইয়া আসিবে। আমি তোমার প্রতি যেরূপ দয়া করিলাম, মৃত্যু তদপেক্ষায় অধিক দয়া করিবে। এই পৃথিবী তোমার পক্ষে নরককুণ্ড, মৃত্যু তোমাকে এই নরক হইতে উদ্ধার করিবে, রসাতলে আরও নরক আছে, জীবনান্তে মৃত্যু তোমাকে সেই নরকে পাঠাইবে।"

সেই সময় আমি চীৎকার করিবার উপক্রম করিতেছিলাম। লক্ষণ বুঝিয়া ল্যান্বার্ড বলিয়াছিলেন, "এ বাড়ীতে আর জনপ্রাণীও নাই, সমস্ত

দিন সমস্ত রাত্রি চীৎকার করিলেও কেহ শুনিতে পাইবে না; আকাশ বিহারী পক্ষীকুল যেমন চীৎকার করিতে করিতে শূন্যমার্গে উড়িয়া যায়, কেহই তাহাদের কলরবে ভ্রুক্ষেপ করে না, তোমার চীৎকারও সেই-রূপ বিফল হইবে। আমার একজন চাকর আছে, বাহিরের বাগানে থাকে, বাড়ী চৌকী দেয়; সে একজন ধীবর অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছে, অত্যন্ত কালা,— বদ্ধ কালা; এমন কি তাহার কাণের কাছে দুই হস্ত তফাতে যদি বন্দুকের আওয়াজ হয়. তাহাও সে শুনিতে পায় না।”

তাঁহার ঐ কথাগুলির তাৎপর্য্য আমি বেশ বুঝিলাম। আমি চেঁচাইলে শুনিতে পায়, বাড়ীর মধ্যে কিম্বা বাড়ীর নিকটে সে রকম লোকজন থাকিলে তিনি আমার হাত মুখ বান্ধিয়া রাখিতেন। শুনিবার লোক ছিল না বলিয়াই আমার মুখে কাপড় বান্ধা ছিল না।

ল্যান্‌বার্ড আবার বলিতে লাগিলেন, “ঐ যে লণ্ঠন ঝুলিতেছে, আলো জ্বলিতেছে উহা আট ঘণ্টা জ্বলিবে, তাহার পর নির্ব্বাপিত হইবে। তুমি যতদিন না মর, ততদিন এইখানে ঘোর অন্ধকারে এই রকম বান্ধা থাকিবে। লণ্ঠনের আলোটা আমি ইচ্ছা করিয়া ঐ রকম করিয়া রাখিয়াছি, এমন মনে করিও না, বরাবর ঐ রকম আট ঘণ্টা জ্বলে। আর এক ঘণ্টা কাল আমি এখানে আছি, তাহার পর এখান হইতে চলিয়া যাইব,—কত দূরে যাইব, কোন দেশে যাইব, তাহা আমি জানি না। এই লালবাংলা চাবী বন্ধ থাকিবে, কেহই ইহার মধ্যে আসিতে পারি[illegible] না, কেহই তোমাকে বিরক্ত করিবে না।

আমি তখন তাঁহাকে কি বলিব? কিই বা করিব? দয়া প্রার্থনা করা আমার ইচ্ছা, আমার মুখ দেখিয়া সেই ভাব বুঝিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, “জ্যাকুইস্‌! তুই যেমন নরপিশাচ, তাহার উপযুক্ত যন্ত্রণা দিয়া তোকে বিনাশ করিতে পারা যায়, তেমন যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু ইহ-সংসারে নাই। যে যন্ত্রণায় তোকে রাখিলাম, ইহা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা

দিবার উপায় থাকিলে তোর পক্ষে উপকার হইত। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমাকে খুন করিবার জন্য তুই যে রকমে আমাকে বান্ধিয়া রাখিয়াছিলি, তাহা কি তোর মনে হয়? সম্প্রতি এই ঘরের মধ্যে কি রকমে আমার স্ত্রীকে তুই খুন করিয়াছিস্, তাহা কি তোর মনে আছে? তুই ভাবিয়াছিস্, আমি তোকে দেখিতে পাই নাই,---কিন্তু আমি দেখিয়াছিলাম। বসন্ত রোগে কিছু দিন আমার দৃষ্টিরোধ হইয়াছিল, দৈবানুগ্রহে এখন আমার চক্ষু পরিষ্কার হইয়াছে, এই পরিষ্কার চক্ষে আমি আমার স্ত্রীর মৃতদেহ ও তাহার সজীব হত্যাকারীকে দেখিতে পাইয়াছিলাম;—তুই তখন হামাগুড়ী দিয়া দেয়ালের কোলে লুকাইতেছিলি।"

আমি কাঁপিয়া উঠিয়াছিলাম, ঘরের যে কোণে মেরীকে আমি খুন করিয়াছিলাম, ঐ সকল শুনিবামাত্র সেই কোণের দিকে আমি চাহিলাম।

ল্যান্‌বার্ড বলিতে লাগিলেন, আলো যখন নির্ব্বাণ হইবে, নিবিড় অন্ধকারে এই গৃহ যখন আবৃত হইবে, তখন তুই ভাবিয়া দেখিস্, এই ঘরে কি কি, কার্য্য করিয়াছিলি;—রে ঘৃণিত কুক্কুর! চোরের মত এই ঘরে প্রবেশ করিয়া তুই আমার স্ত্রীর প্রাণবিনাশ করিয়াছিলি। আরও শুনিয়া রাখ, যাহাকে তুই খুন করিয়াছিস্, তাহার প্রেতাত্মা নিত্য নিত্য তোরও চতুর্দ্দিকে ঘুড়িয়া বেড়াইতেছে,—অপেক্ষা করিতেছে,—অপেক্ষা - অপেক্ষা—ঘন ঘন অপেক্ষা;—যতদিন তুই না মরিবি, পিশাচেরা যতদিন তোকে পিশাচপুরীতে লইয়া না যাইবে, ততদিন সেই প্রেতাত্মা তোর কাছে কাছে ঘুরিবে।"

তখনও অন্ধকার হয় নাই, তথাপি আমি সমস্ত অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। ক্রন্দন করিয়া দয়া চাহিতে পারিলাম না। কাহার কাছে দয়া চাহিব? যে লোকটী আমার নিকটে, তাহার হৃদয় লৌহনির্ম্মিত আমি ভাবিতে লাগিলাম, অন্ধ হইলে আমি কি করিব? চীৎকার করিতে পারিলাম না, ভয়ে ভয়ে দন্তদ্বারা ওষ্ঠ চাপিয়া রাখিলাম।

ল্যান্‌বার্ড বলিতে লাগিলেন, "দ্বাদশ মাসের মধ্যে তোর অবয়বে কি অবশিষ্ট থাকিবে, লোকে তাহা দেখিবে। তখন তোর আকৃতি কিরূপ হইবে, আমি তাহা অনুমান করিতে পারিতেছি না। কেন আমি এ কথা বলিতেছি, তাহারও কারণ আছে, এখানে ইন্দুরের বড় দৌরাত্ম্য! তাহারা আমাকে সর্ব্বদাই জ্বালাতন করিত। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইন্দুর, নর্দ্দমার ইন্দুর;—রাঙা রাঙা চক্ষু, ভীষণ ভীষণ দন্ত;—নিকটের নর্দ্দমা হইতে তাহারা আসিয়া জমা হয়; কিছুতেই তাহারা ভয় পায় না। অন্ধকার হইলেই তাহারা তোর সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে।

এই সব কথা বলিয়া প্রতিহিংসালোলুপ মস্থর ল্যান্‌বার্ড চেয়ার হইতে উঠিলেন, টুপী মাথায় দিলেন, চারিদিকে চাহিলেন, আবার বলিতে লাগিলেন, "কিছুই আমি ভুলি নাই;—ভুলিয়াছি কি কিছু? হাঁ, এই টেবিলের উপর কাগজ কলম আছে, যদি তোর কার্য্যকলাপ লিখিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়, লিখিয়া রাখিস্; খানিকক্ষণ লিখিলে তোর যন্ত্রণা অনেক কমিবে। আমি এখন চলিলাম। তোর কি কিছু বলিবার আছে?"

উচ্চৈঃস্বরে আমি বলিলাম, "দাঁড়াও,—তুমি কি ভয় পাইতেছ না? তুমি আমাকে খুন করিলে! ইহারই নাম খুন! এই অপরাধে তোমার ফাঁসী হইবে!"

আমার কথা শুনিয়া তিনি মুখ টিপিয়া হাসিলেন। আমার রাগ হইল। তখন আমি উচ্চকণ্ঠে বলিলাম, "তোমরা ইংরাজ, তোমরা বলিয়া থাক, খুনে আসামীরা ধরা পড়েই পড়ে। তুমি আমাকে খুন করিলে, তুমি কি ধরা পড়িবে না? তোমার কি ফাঁসী হইবে না?"

ল্যান্‌বার্ড আবার হাস্য করিলেন, আবার বলিতে লাগিলেন, 'জ্যাকুইস্! তুমি আমার সকল কথা মন দিয়া শোন নাই। আমি বলিয়াছি,—তোমার প্রাণদণ্ড হইবে তাহাই দেখিবার জন্য আমি বাঁচিয়া রহিলাম, এই খালি বাড়ী ত্যাগ করিয়া আমি যাইতেছি, বাড়ীতে চাবী বন্ধ করিয়া যাই-

তেছি, এক বৎসরের মধ্যে কেহই এ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, ইহাতেই আমার ঠিক জানা হইল, এই ঘরেই তুমি মরিবে; মনুষ্যসাধ্য কোন কৌশলেই তুমি এ ঘর হইতে জীবন্ত বাহির হইতে পারিবে না। আমিও আর বাঁচিয়া থাকিব না। আমার পৃথিবীর কার্য্য শেষ হইয়াছে, অচিরাৎ আমি ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইব; যে রমণীকে তুমি খুন করিয়াছ, সে যেখানে আছে, সেইখানে গিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া এক সঙ্গে বিশ্রামলাভ করিব। পৃথিবীতে আমার আর কোন কার্য্য বাকি নাই।"

পায়ে পায়ে অগ্রসর হইয়া তিনি তখন গৃহের দ্বারের নিকটে গমন করিলেন, ক্ষণকাল সেইখানে দাঁড়াইয়া আমার দিকে একবার চাহিলেন, তাহার পর বাহির হইয়া গেলেন, দ্বারে চাবী বন্ধ করিলেন; সদর-দরজায়ও চাবী বন্ধ হইল, শব্দ শুনিয়া তাহা আমি অনুভব করিয়া লই-লাম। হা পরমেশ্বর! সেই কবরমধ্যে আমার জীবন্ত সমাধি! সেই কবরে আমি তখন একাকী!

একবার আমি চিৎকার করিয়া উঠিলাম। খাটিয়ার উপর বসিয়া টেবি-লের উপর হাত রাখিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিলাম। * * * পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিলাম, জীবনে আমি কখনও প্রার্থনা করি নাই, পরমে-শ্বর আমি মানিতাম না, কিন্তু তখন হে পরমেশ্বর বলিয়া ডাকিলাম, পবিত্র কুমারীর কাছে কষ্ট জানাইলাম। আবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলাম। হায় হায়! কি আমি করিলাম, কিছুই জানি না। বোঁ বোঁ করিয়া আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল।

জীবশূন্য মরুভূমি যেমন নিস্তব্ধ, আমার কারাগৃহও সেইরূপ নিস্তব্ধ; কোন দিকে কোন শব্দ শুনিতে পাই না; বোধ হইল যেন আমি পাগল হইলাম। ভাবিতে লাগিলাম, দীপনির্ব্বাণ হইলে সেই ঘোর অন্ধকারে আমি কি করিব? সেই ভাবনাতে আরও আমার ভয় বাড়িল; ঠিক

যেন বুঝিলাম, আমি পাগল। সে অবস্থায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ভাল নয়; অবশ্যই কিছু করা চাই!"

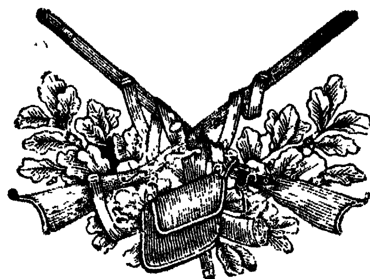
টেবিলের উপর হইতে একটী কলম তুলিয়া লইলাম, যাহা যাহা আমার লিখিবার তাহা লিখিতে আরম্ভ করিলাম, সেই দিকেই আমার মন রহিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া লিখিলাম। মধ্যে মধ্যে আমি, ভাবি—ভাবি,—ভাবি, ভাবিয়া ভাবিয়া আবার লিখি, আবার লিখি। ভয়টা যখন মনে আইসে, কলমটা তখন ফেলিয়া দিই, আবার ভাবিয়া ভাবিয়া কলম তুলিয়া লই।"

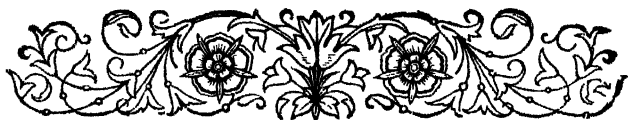
কতক্ষণ আমি এ ঘরে আছি; বেশীক্ষণ নহে, কয়েকঘণ্টামাত্র; কিন্তু বোধ হইতে লাগিল, যেন কতদিন, কতমাস। অন্ধকারে আমার বড় ভয়! এই ঘরে ঘোর অন্ধকারে মেরীকে আমি খুন করিয়াছি! মেরী যখন মরে, আমি তখন তাহার কাছে ছিলাম, মেরী আমার দিকে কাতর-নয়নে তাকাইয়া ছিল। আমি যেন এখনও তাহার সেই চক্ষু দেখিতে পাইতেছি! ল্যান্‌বার্ড বলিয়া গেলেন, মেরীর প্রেতাত্মা আমার কাছে আছে। অন্ধকার হইলে সত্যই কি সেই প্রেতাত্মা আসিবে? আসিয়া সত্যই কি আমার কাছে কাছে ঘুরিবে? ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কতক্ষণে আমি মরি, ঘণ্টায় ঘণ্টায়, দিনে দিনে তাহাই কি দেখিবে? ওঃ! অন্ধকার হইলে ইন্দুরেরা আসিবে।"

আলো কমিয়া আসিতে লাগিল! তৈল ফুরাইল! এখনই ঘোর অন্ধকার হইবে! হা পরমেশ্বর! আমি পাগল হইয়া যাইব! আর আমি ভাবিতে পারি না! নিজেও মরিতে পারিব না! খানিকক্ষণ আমি যেন অজ্ঞান হইয়াছিলাম, যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন আলোটা নিতান্ত নিস্প্রভ। দীর্ঘনিশ্বাসের সময় যেমন একপ্রকার গন্ধ অনুভূত হয়, আমি সেইরূপ গন্ধ পাইলাম। * * * * দেখিতে পাই না, আর কি লিখিব? তথাপি লিখিতেছি। ঘরের যে কোণে আমি মেরীকে মারিয়াছিলাম সেই কোণের দিকে চাহিতে না হয়, সেই জন্য মাথা হেঁট করিয়া কগজের উপর কালীর আঁচড় পড়িতে

লাগিলাম। * * * ঘরে কে আসিয়াছে—কে আসিয়াছে? অবশ্যই কে আসিয়াছে! ও পরমেশ্বর! ঐ যে মেরী!—আমি মেরীকে চোখে দেখিতেছি! * * * কলমটা ফেলিয়া দিয়াছিলাম, আবার তুলিয়া লইলাম; অন্যদিকে নজর না যায়, সেই জন্য কাগজের উপর নজর রাখিলাম।

দীপ নির্ব্বাপিত!—ঘোর অন্ধকার! এত অন্ধকার যে আমি—আমি কিছুই—আবার কি? আবার কি? ঘরের ভিতর কি নড়িতেছে! ঐ কি শব্দ হইতেছে! নড়িতে আমি—আমি—





চতুর্দ্দশ রঙ্গ

দ্বিতীয় রহস্য ভেদ !

লণ্ডন পুলিসের পেন্সনপ্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টর মিষ্টার জনসন ঐ কাগজগুলি পাঠ করিলেন, আপন মনে বলিলেন, "হতভাগা উহা সমাপ্ত করিতে পারে নাই। যাহা হউক, ঐ জ্যাকুইস্ লিমেয়র যে তাহার পূর্ব্ব পরিচিতা মেরাকে খুন করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।"

"লোকটা পাগল হইয়া গিয়াছে, মিষ্টার ল্যান্‌বার্ড উহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, ক্রমাগত অনাহারে ঐখানে মরিয়া থাকিবে, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে; পূর্ব্বাপর অবস্থা স্মরণ করিয়া তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। তিনি আমার কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, খুনী আসামীকে আমার হস্তে সমর্পণ করিবেন; সে অঙ্গীকার তিনি পালন করিয়াছেন।"

আত্মগত এইরূপ উক্তি করিয়া তিনি আর একখানি দলিল বাহির করিলেন। মিষ্টার ল্যানবার্ড ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দুটী চাবী আর একটী অতিরিক্ত লেফাফা ছিল। চাবী দুটী লইয়া তিনি বলিলেন, আসামী ধরিতে যাত্রা করিয়াছিলেন,

লেফাকায় কি আছে, তাহা তখন দেখিবার অবসর পান নাই! সেই দিন সেই লেফাফা খুলিলেন। লেফাফার উপরে ব্রিটিশ ক্রাউনের ছবি অঙ্কিত ছিল। লেফাফার মধ্যে খানকতক পাতলা পাতলা কাগজে অনেক কথা লেখা। ফরাসীরাজ্যের স্থানে স্থানে যে সকল ব্রিটিশ কনসল থাকেন, তাহাদের মধ্যে একজন মার্শেলিস বন্দরে ছিলেন; তিনি যেরূপ সারটিফিকেট দিয়াছেন, তাহাই প্রথমে পঠিত হইল, তাহাতে লেখা ছিল,—

আমি মৌব্রেক্কিজ মরিজ, মার্শেলিস্ বন্দরে মহারাণী ভিক্টোরিয়া পক্ষের ব্রিটিশকনসল, আমি এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপন করিতেছি,—

নিম্নভাগে যে তারিখ লেখা রহিল, সেই তারিখে রিচার্ড ল্যানবার্ড আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন. "একটী লোক মরিতেছে, সে আপনার পাপ কার্য্য আপনি লিখিয়া রাখিয়াছে, আপনার সাক্ষাতে তাহাতে দস্তখত করিবে, অতএব এখনি আপনাকে তাহার মৃত্যু শয্যার নিকটে যাইতে হইবে। জীবন মরণের ঘটনা। সেই মুমূর্ষ ব্যক্তি একটা স্ত্রীহত্যা করিয়াছিল, আসামীর সন্ধান না হওয়াতে অপর ব্যক্তি সন্দেহক্রমে ধরা পড়ে, ইংলণ্ডের বিচারালয়ে তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে। সেই নির্দ্দোষী লোকের ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে, বাস্তবিক এই মুমূর্ষু ব্যক্তি যথার্থই হত্যাকারী। সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমি তৎক্ষণাৎ উক্ত রিচার্ড ল্যান্‌বার্ডের সহিত মার্শেলিসের মিচেল রোডের ৪৩নং বাটীতে উপস্থিত হই।

"যে ব্যক্তি মরণাপন্ন তাহার নাম চার্লস মালটক্ আমি তাহার শয্যার নিকটে বসি; অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারি, মৃত্যু নিকট বটে, কিন্তু বেশ জ্ঞান আছে; উক্ত রিচার্ড ল্যান্‌বাড আর এডওয়াড কপ্‌ফল নামক একজন ইংরাজ ডাক্তার আমার সঙ্গে ছিলেন। উক্ত চার্লস মাণ্টক্ খানকতক লেখা কাগজ আমার হস্তে দিয়াছিল,

আমি তাহাতে এ, বি, সি, ডি, ই, এফ, জি চিহ্ন দিয়া একসঙ্গে গাথিয়া আমার এই রিপোর্টের সঙ্গে পাঠাইলাম। মাণ্টক্ বলিল, "সমস্তই আমার নিজ হস্তের লেখা, শীঘ্রই আমার প্রাণ যাইবে, সেই জন্য অগ্রে এইগুলি লিখিয়া রাখিয়াছি।"

"উপরিউক্ত চিহ্নযুক্ত ফর্দ্দগুলিতে সে ব্যক্তি আমার সাক্ষাতে দস্তখত করিল; আমি বলিতেছি, ঐ দস্তখতগুলি উক্ত চার্লস মাণ্টকের প্রকৃত হস্তাক্ষর।

"আমি আরও বলিতেছি উক্ত রিচার্ড ল্যানবার্ড ও ডাক্তার এডওয়ার্ড কপ্থাল এই দলিলের সাক্ষী, তাঁহারাও আমার সাক্ষাতে আমার অনুরোধে এই দলিলে দস্তখত করিয়াছেন।

"ঐ সকল কার্য্য শেষ হইবার সাত মিনিট পরে উক্ত চার্লস মাণ্টক্ হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল, তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। মৃত্যুকালে সে ব্যক্তির শেষ সাক্ষ্য এই যে, পরমেশ্বর ইহা যেন যথাসময়ে বিচারপতিগণের চক্ষুগোচর হয়, বিলম্ব না ঘটে।"

এইখানে তারিখ দেওয়া, ব্রিটিস কন্সলের স্বাক্ষর এবং কন্ট্রোলার আফিসের মোহর। মৃতব্যক্তির অপরাধ স্বীকারবৃত্তান্তগুলি পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে ব্যক্ত হইল।





পঞ্চদশ রঙ্গ।

মরণকালে পাপ স্বীকার।

আমি চার্লস মাণ্টক্। জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া এই মর্শেলিস নগরে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া আছি। নিশ্চয় জানিয়াছি এ যাত্রা আমি বাঁচিব না। মৃত্যুকে আমি ভয় করি না। কিন্তু আজ প্রাতঃকালে যে এক সংবাদ আমার কর্ণগোচর হইল, তাহাতে আর কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ লেখনি ধারণ করিলাম; যতক্ষণ শক্তি থাকে ততক্ষণ আমি লিখিব, ইহাই আমার ইচ্ছা।

এ প্রদেশে সংক্রামক জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, পাঁচ সপ্তাহকাল সেই জ্বরে আমি কষ্টভোগ করিতেছি। যদিও এখন জ্বর ত্যাগ হইয়াছে, কিন্তু ডাক্তার বলিয়াছেন, এ রোগ হইতে আমি মুক্তি পাইব না; এই মৃত্যুশয্যা হইতে এ জীবনে আমি আর উঠিব না, আমিও বুঝিতেছি ডাক্তারের কথাই সত্য।

আমার সেবার নিমিত্ত যে সকল ধাত্রী নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন অদ্য প্রাতঃকালে আমার মন প্রফুল্ল রাখিবার উদ্দেশে

একখানি ইংরাজী খবরের কাগজ আমার হস্তে প্রদান করে, সেই কাগজের একটী স্থান দেখিয়া আমি আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। কাগজে লেখা ছিল, একটী লোক বিনাদোষে ফাঁসী যাইবে। যে অপরাধে তাঁহার ফাঁসীর হুকুম সে অপরাধে আমি নিজেই অপরাধী। লুসী মাণ্টক্‌কে আমিই খুন করিয়াছি, আমি তাহার স্বামী। উইলিয়ম ব্যাঙ্কেস খুন করে নাই।

উইলিয়ম ব্যাঙ্কেস আমার বন্ধু আমিও তাহার বন্ধু;—ব্যাঙ্কেস একটা দোষ করিয়াছিল, কিন্তু সে দোষে প্রাণদণ্ড হইতে পারে না, যে অপরাধের জন্য তাহার নামে অভিযোগ, সে অপরাধে সে নির্দ্দোষী; জল্লাদের হস্তে, ফাঁসীকাষ্ঠে তাহার প্রাণ যাওয়া উচিত নহে।

বালিসে ভর দিয়া একটু সোজা হইয়া আমি বসিলাম, কেমন করিয়া আমার স্ত্রীকে আমি খুন করিয়াছি, তাহা একবার লিখিব। স্বজ্ঞানেই আমি খুন করিয়াছি। বেশী দিন আমাদের বিবাহ হয় নাই। আমার এক পিসির উইল অনুসারে আমি কিছু টাকা পাই, সেই টাকা লইয়া একটা কারবারে অংশী হই। সেই কারবারের একটী শাখা আফিস এই মার্শেলিসে আছে। প্রতি বৎসর দুই ঋতুতে দুইবার এক এক মাস করিয়া আমাদের দুইজন অংশীকে পর্য্যায়ক্রমে এখানকার শাখা আফিসে থাকিতে হয়। জুলাই মাসের শেষে আমি এখানে আসিয়াছি, আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত এখানে আমার থাকিবার কথা; জ্বরের ভয়ে স্ত্রীকে সঙ্গে আনি নাই। নিত্য নিত্য তাহার পত্র পাইতাম, চারদিন পত্র পাই নাই। স্ত্রীকে বড় ভাল বাসিতাম, তাহাকে দেখিবার জন্য মন উচাটন হইল! সোমবার, এখানকার ব্যাঙ্ক-পর্ব্বাহ, আফিস বন্ধ ছিল, আমি রেলওয়েযোগে লণ্ডনে যাত্রা করিলাম, বাড়ীতে গিয়া দেখি, বাড়ী অন্ধকার। রাত্রি অনেক। বাড়ীর ভিতর গিয়া উপরে উঠিব, আলো ছিল না। আমার ঘড়ির চেইনে একটা দেয়াশলাই বাঁধা ছিল, একটা গ্যাস জ্বালিলাম, সদর দরজা বন্ধ

করিতে যাইতেছি, দেখি দরজার ধারে একটা কাগজের মোড়ক। খুলিয়া পাঠ করি,ডাকঘরের নোটিস। বাড়া আসিব বলিয়া আমার স্ত্রীকে টেলিগ্রাম পাঠাইয়া ছিলাম, লোক না পাওয়াতে টেলিগ্রাম বিলি হয় নাই। নোটিশে তাহার সংবাদ! উদ্বিগ্ন হইয়া আমি উপরে উঠিলাম। শয়ন ঘরে গিয়া গ্যাস জ্বালিয়া দেখিলাম বিছানা খালি পড়িয়া আছে, ঘরে কেহ নাই। ভাবিলাম স্ত্রী তবে কোথায় গেল? বিছানার উপর বসিলাম, অন্যমনস্ক হইয়া বালিসের নিচে হাত দিয়া রহিলাম। হাতে একখানা কাগজ ঠেকিল; বাহির করিয়া দেখিলাম; একখানা চিঠি, হস্তাক্ষর আমি চিনিলাম। চিঠিখানা পড়িলাম; তাহাতে লেখা ছিল:—

"প্রিয়তমে লুসী!

বন্দোবস্ত ঠিক। মারগেটের বাড়ীগল হোটেলে দুটী ঘর লইয়াছি। ২৩নং ঘর তোমার নামে, ২৪নং ঘর ওয়ার্ণারের নামে,—আমি ওয়ার্ণারের নাম লইয়াছি, তুমি ৫টার ট্রেণের অগ্রে ভিক্‌টোরিয়া ষ্টেসনে উপস্থিত থাকিও, আমি অগ্রে গিয়া টিকিট লইয়া সেইখানে থাকিব।

তোমার প্রেমাস্পদ

বিল।"

চিঠি দেখিয়াই আমি শিহরিলাম। আমার বন্ধুর হাতের লেখা। সেই বন্ধু উইলিয়ম ব্যাঙ্কেস। সেই বন্ধুকে টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলাম! সেই বন্ধুরই এই কাজ!

আর বিলম্ব করিলাম না: রাত্রের ট্রেণে মারগেটে পৌছিলাম। বাড়ীগল কোথায় সন্ধান জানিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলাম, ২৩ নং ঘরে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম একটা বিছানার উপর লুসী কাত হইয়া শুইয়া আছে, ঘরে আলো জ্বলিতেছে। কম্পিতকণ্ঠে আমি ডাকিলাম, "লুসী!" আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া লুসী মুখ ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিল, ভয়ে তাহার মুখ শুখাইয়া গেল। বিছানার উপর বসিয়া আমি সজোরে

তাহার গলা টিপিয়া ধরিলাম; মুখখানা কালীবর্ণ হইয়া গেল; চক্ষু কপালে উঠিল, জীব বাহির হইয়া পড়িল! কর্ম্ম ফরসা!

আমি বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় ঘরের বাহিরে গুণ গুণ স্বরে গান গাহিতে গাহিতে একটা দাসী অন্যদিকে চলিয়া গেল; বোধ হয় তাহার হস্ত হইতে একখানা বাসন পড়িয়া গিয়াছিল, ঝন্‌-ঝন করিয়া শব্দ হইল। তাহার পর সমস্তই নিস্তব্ধ। পঞ্চাহের আমোদ, হোটে-লের লোকেরা তামাসা দেখিতে বাহির হইয়াছিল। আমি বাহির হইলাম, কেহই আমাকে দেখিতে পাইল না। এই পর্য্যন্তই আমার বক্তব্য শেষ।





ষোড়ষ রঙ্গ

উপসংহার।

ডিটেক্‌টীভ সার্জ্জন পার্ডেন আসামী ধরিয়া পুলিসে লইয়া গিয়াছিলেন। আসামী জ্যাকুইস লিমেয়ার। পরদিন পুলিসের ডাক্তার তাহাকে পরীক্ষা করিয়া পাগল সাব্যস্ত করেন, আরও দুইজন ডাক্তার একবাক্যে তাহাই বলেন। আসামীকে আদালতে চালান করা হয় নাই; আদালতে বিচার হয় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডাক্তারেরা পরামর্শ করিয়া জ্যাকুইস্‌কে ব্রডমুরের পাগলা গারদে প্রেরণ করেন; সেই গারদেই তাহার মৃত্যু হয়।

এই স্থলে আর একটী কথা।—চার্লস্‌ মাণ্টক মৃত্যুকালে যখন পাপ স্বীকারপত্র লিখিয়া রাখে, ব্রিটিশ কন্‌সল যখন তাহার মৃত্যুশয্যার নিকটে উপস্থিত হন তখনও হতভাগ্য উইলিয়ম হাজত গারদে জীবিত ছিল। রিচার্ড ল্যান্‌বার্ড তখন সত্য-বৃত্তান্ত সকল প্রকাশ করেন নাই কেন? এই প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে। উত্তর এই যে, তিনি যখন উহা অবগত হইয়া সানন্দচিত্তে উইলিয়মকে বাঁচাইবার জন্য লণ্ডনে আয়োজন করিতে ছিলেন, সেই সময় তিনি একখানি টেলিগ্রাম পান। টেলিগ্রামের প্রেরক

ব্যারিষ্টার ম্যানু। টেলিগ্রামের নির্ঘণ্ট, অদ্য প্রাতঃকালে উইলিয়ম ব্যাঙ্কেসের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। নির্দ্দোষী লোকের ফাঁসী হইল, তাহার আর কোন উচ্চবাচ্য হইল না। মেরী তখন বাঁচিয়াছিল। রিচার্ড ল্যানব্যাঙ সেই মেরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। উইলিয়ম ছিল সেই মেরীর সহোদর ভ্রাতা; অতএব বিনা অপরাধে সহোদরের প্রাণদণ্ড হইয়াছে, এ কথা শুনিলে মেরী হয় ত অনর্থ ঘটাইতে পারিত, ইহা ভাবিয়া ল্যানব্যাঙ সে সত্য কথা প্রকাশ করেন নাই। কোন খবরের কাগজেও ছাপা হয় নাই। ঘটনা গতিকে নির্দ্দোষ লোকেরও ফাঁসী হয়, উইলিয়ম ব্যাঙ্কেস তাহার এক দৃষ্টান্ত।”

সম্পূর্ণ।

